আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

২৬ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ৫১ || সোমবার || আশ্বিন ১০ || ১৪৩০ || রবিউল আঃ ১১ || ১৪৪৫ || Vol. 27 || Issue 51 || September 25 || 2023 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

নিউইয়র্কে চাই আরও গাছ

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ গেলো সপ্তায় নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল একটি পদক্ষেপ নিয়েছে। তাতে নগরের পাঁচটি বোরোর সবগুলোতেই গাছের সংখ্যা আরও বাড়ানোর উদ্যোগ রয়েছে। **(বাকি অংশ ২৩ পাতায়)**

রাজনীতি, প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলাবাহিনীর পাশাপাশি গণমাধ্যমও

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি, আতঙ্কে দুর্নীতিবাজ-সন্ত্রাসী ও সুবিধাবাদীরা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ রাজনৈতিক দলের সদস্য, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সাবেক-বর্তমান সরকারি কর্মকর্তাদের পাশাপাশি গণমাধ্যমও আগামী দিনে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতিতে যুক্ত হবে। এতে আতঙ্ক শুরু হয়েছে সকল মহলে। রাজনীতিক দলের মধ্যে মধ্যে একে অন্যের দিকে এই পরিস্থিতির দায় দেওয়ার চেষ্টা চলছে। অন্য দিকে আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী, সরকারের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারাও রয়েছেন নিজ নিজ অন্যায়ের হিসাব-নিকাশ মেলাতে ব্যস্ত। আর নতুন করে গণমাধ্যমের ব্যাপারে রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের বক্তব্য দুঃশ্চিন্তায় ফেলেছে সাংবাদিক নেতাদেরও। ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস রোববার এ কথা বলেছেন বলে বেসরকারি টেলিভিশন স্টেশন চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের সাথে সাক্ষাৎকারে এমন কথা বলেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। টেলিভিশন স্টেশনটির কার্যালয়ে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকার দিয়েছেন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। সেখানে তিনি মার্কিন ভিসা নীতিতে বাংলাদেশের গণমাধ্যম যুক্ত হবে বলে জানিয়েছেন। বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে জাতীয় নির্বাচন নিশ্চিত **(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)**



নিউইয়র্কে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রয়োজনে বাংলাদেশও স্যাংশন দেবে



সালাহউদ্দিন আহমেদ: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্যাংসনের সমালোচনা করে বলেছেন, বাইরের দেশ থেকে বাংলাদেশের নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হলে প্রয়োজনে বাংলাদেশও তাদের স্যাংশন দেবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশীদের ওপর **(বাকি অংশ ১২ পাতায়)**

স্যাংশন প্রশ্নে টাইম টিভি-কে ড. আলী রীয়াজ

সরকার জানে ভিসা নিষেধাজ্ঞায় কতোজন পড়েছে



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর ড. আলী রীয়াজ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশীদের ওপর যে ভিসা নীতি কার্যকর করেছে তার একটি তালিকা বাংলাদেশ সরকারকে **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল

‘কবে ক্ষমতা ছাড়ছেন’ ‘ক্ষমতা ছাড়বো কেন’



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ‘কবে ক্ষমতা ছাড়ছেন’ শিরোনামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে একটি ছবি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন নিউইয়র্কের একটি রেস্টুরেন্টে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছেন। পাশে স্ত্রী সেলিনা মোমেন। টেবিলে বসে **(বাকি অংশ ২৩ পাতায়)**

ওয়াশিংটনে প্রধানমন্ত্রী

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রাধনমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশন এবং অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ও অনুষ্ঠানে যোগদানের পর নিউইয়র্ক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে পৌঁছেছেন। আজ শনিবার (২৩ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় বিকেল ৬টায় পৌঁছান তিনি। ওয়াশিংটন পৌঁছালে সেখানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইমরান প্রধানমন্ত্রীকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান। খবর ইউএনএ’র।

এর আগে, শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্কে সফরকালীন আবাসস্থল দ্য লোটে নিউইয়র্ক প্যালেস থেকে গাড়িতে করে ওয়াশিংটন ডিসির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন তিনি। নিউইয়র্কে অবস্থানকালে এই হোটেলেই ছিলো তাঁর আবাসস্থল। তাঁর সফর সঙ্গীরাও এই হোটেলেই ছিলেন। এসময় পরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন, জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি আব্দুল মুহিত **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem

WIN ZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Assoricate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 intuit Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



Steven M. Levy, CPA



আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone: 646-464-5944
718-487-4507

ব্রংক্স
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
The Weekly Bangla Patrika // Monday // September 25 // 2023

সহিংস ৫০ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ

ঢাকা, ২৫ সেপ্টেম্বর : বিশ্বে রাজনৈতিক সহিংসতা বাড়ছে। চলতি বছরের জুলাই পর্যন্ত গত ১২ মাসে অধিকাংশ দেশেই রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এ নিয়ে একটি তালিকা তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান দ্য আর্মড কনফ্লিক্ট লোকেশন অ্যান্ড ইভেন্ট ডেটা প্রজেক্টের (এসিএলইডি)। সেই তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ২২। ২০২২ সালের জুলাই থেকে ২০২৩ সালের জুলাই পর্যন্ত এই ১২ মাসে ২৪০টি দেশ ও অঞ্চলের সংঘাত ও সহিংসতার তথ্য সংগ্রহ করে এই তালিকা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের অলাভজনক স্বাধীন প্রতিষ্ঠানটি। এই তথ্যের ভিত্তিতে সহিংসতাপ্রবণ ৫০টি দেশের তালিকা প্রকাশ করেছে এসিএলইডি। সম্প্রতি প্রকাশিত এ তালিকায় শীর্ষে অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি সহিংসতাপ্রবণ দেশের তকমা পেয়েছে মিয়ানমার। এরপরই রয়েছে যথাক্রমে সিরিয়া, মেক্সিকো, ইউক্রেন ও নাইজেরিয়া। তালিকার শেষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রই এই তালিকায় স্থান পেয়েছে। তালিকায় বাংলাদেশের আগে অর্থাৎ ২১ নম্বরে রয়েছে আফ্রিকার দেশ সোমালিয়া। আর বাংলাদেশের পরে ২৩ নম্বরে রয়েছে কেনিয়া। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ভারত রয়েছে ১৬ নম্বরে, আর পাকিস্তানের অবস্থান ১৯।

ভারত-কানাডার তিক্ততা পশ্চিমা জগতে কী প্রভাব ফেলবে

॥ চিতিজ বাজপেয়ী ॥

কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় গত জুনে শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জারের খুনের ঘটনায় ভারতীয় যোগসাজশ থাকার কোনো তথ্য-প্রমাণ কানাডার সরকার এখনো হাজির করতে পারেনি; কিন্তু কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সম্প্রতি পার্লামেন্টে দেওয়া বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন, এই গুপ্তহত্যার সঙ্গে ভারতীয় যোগসাজশ থাকার 'সম্ভাব্য' একটি বিশ্বাসযোগ্য 'অভিযোগ' তাঁরা পেয়েছেন।

গত বছর থেকে এ পর্যন্ত পুরোটা সময় ভারত বৈশ্বিক ভূরাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রে ছিল। সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলন এর অন্যতম কারণ। জনসংখ্যার দিক থেকে ভারত চীনকে এবং জিডিপি অর্জনের দিক থেকে যুক্তরাজ্যকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিভিন্ন দেশে গিয়ে ক্রমবর্ধমানভাবে লালগালিচা সংবর্ধনা পাচ্ছেন, সেখানে ওয়াশিংটনে তাঁর সফর বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো।

চীনের টালমাটাল আর্থিক খাতের সময়ে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি হবে বলে জোরালো পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। এই বাস্তবতায় প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্বমঞ্চে অধিকতর দৃঢ় ভূমিকায় আবির্ভূত হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে দেশটি কি কোনো অন্ধকার জগতের দিকে পা বাড়াচ্ছে? এমনিতেই জি২০ সম্মেলনে মোদির বক্তব্যে ইউক্রেন-যুদ্ধ ইস্যুতে দিল্লির অবস্থান নিয়ে ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক মহলে সমালোচনা উঠেছে।

কানাডার সঙ্গে ভারতের চলমান বিবাদে ভারতীয় কূটনীতির দুটি অতিরিক্ত দিক আমাদের সামনে হাজির হচ্ছে। প্রথমটি হলো, ভারত তার মর্যাদা ও সার্বভৌমত্বের সামনে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়, এমন যেকোনো শক্তির প্রতি অধিকতর আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে। দ্বিতীয়টি হলো, কেউ সার্বভৌমত্ব নিয়ে আঘাত করলে ভারত প্রত্যাঘাত করতে পিছপা হবে না।

ইন্দো-কানাডিয়ান সম্পর্কের অবনতি প্রবাসে থাকা ১ কোটি ৮০ লাখ ভারতীয় নাগরিকের নেতিবাচক দিকটি সামনে আনছে। মোদি বিভিন্ন দেশে যখন সফরে যান, তখন তাঁকে প্রবাসীদের পক্ষ থেকে বিপুল উৎসাহে স্বাগত জানানো হয়; কিন্তু সম্প্রতি খালিস্তানি শিখ নেতার হত্যাকান্ড নিয়ে ভারত-কানাডার টানাপোড়েনে অনেকের কাছে এই বার্তা যাচ্ছে যে ভারতের সরকারবিরোধী প্রবাসী ভারতীয়দের কারণেই ভারত ও অন্য দেশগুলোর কূটনৈতিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

মজার বিষয় হলো, এই দুটি পয়েন্টের সঙ্গেই চীনের সমান্তরাল যাত্রা জারি আছে। চীন ও ভারত উভয়েই তাদের ঐতিহাসিক বঞ্চনার প্রত্যুত্তর দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করে। জাপান ও পশ্চিমাদের কাছ থেকে পাওয়া চীনের 'শত বছরের লাঞ্ছনা'র সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের কাছ থেকে ভারতের পাওয়া 'দুই শ বছরের অবমাননা'র মিল রয়েছে।

চীনের মতো ভারতও তার প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করতে গিয়ে আর্থিক জবরদস্তির আশ্রয় নেওয়াকে বিবেচনায় রাখছে। এ ক্ষেত্রে তার ১৪০ কোটি মানুষের বাজারের প্রবেশাধিকারকে



ভারত কাজে লাগাচ্ছে। কানাডা ও ভারতের মধ্যে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের জন্য ৯ বার সমঝোতা বৈঠক হয়েছে এবং শিগগিরই চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার কথা; কিন্তু সম্প্রতি কানাডা ও ভারত পাল্টাপাল্টি কূটনৈতিক বহিষ্কার করার পর সেই চুক্তির সম্ভাবনা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

কানাডার শিখ নেতা হত্যায় ভারত সরকারের জড়িত থাকার অভিযোগ শেষ পর্যন্ত যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে সেটি ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার ক্রমবর্ধমান নির্লজ্জতাকে প্রকাশ করে দেবে।

ভারত দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবেশী দেশগুলোতে, বিশেষ করে পাকিস্তানে সন্ত্রাসী তৎপরতাকে নিশানা করে গোয়েন্দা ও সামরিক তৎপরতায় সক্রিয় আছে; কিন্তু শিখ নেতা হত্যায় ভারতের হাত থাকলে সেটি হবে পশ্চিমা দেশে ভারতের নজিরবিহীন রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট হত্যাকান্ড। এটি স্পষ্টতই একটি গেম চেঞ্জার হয়ে দাঁড়াবে।

সৌদি সরকারের সমালোচনাকারী নির্বাসিত সাংবাদিক জামাল খাসোগিকে ইস্তাম্বুলে আমেরিকান কনস্যুলেটে হত্যা করার পর সৌদি সরকারের সমালোচনায় বিশ্ব ফেটে পড়েছিল। একইভাবে রাশিয়ার পুতিন সরকারের সমালোচনা করায় সালিসবারিতে দুজনের ওপর রুশ গোয়েন্দাদের বিষপ্রয়োগের ঘটনা ঘটেছিল। কানাডায় শিখ নেতা হত্যায় ভারতের যোগ থাকা প্রমাণিত হলে সেই ঘটনা ইস্তাম্বুল ও সালিসবারির কুখ্যাত ঘটনার কাতারে চলে যাবে। এটি যুক্তরাষ্ট্রকে বেকায়দায় ফেলে দেবে। কারণ, তারা চীনের উত্থান ঠেকাতে ভারতের গণতান্ত্রিক অবনমন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোকে কখনোই ততটা আলোচনায় আনতে চায়নি; কিন্তু কানাডার মতো প্রধান মিত্র দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনা এখন আর তারা উপেক্ষা করতে পারছে না।

সর্বশেষ কথা হলো, ইন্দো-কানাডিয়ান সম্পর্কের অবনতি প্রবাসে থাকা ১ কোটি ৮০ লাখ ভারতীয় নাগরিকের নেতিবাচক দিকটি সামনে আনছে। মোদি বিভিন্ন দেশে যখন সফরে যান, তখন তাঁকে প্রবাসীদের পক্ষ থেকে বিপুল উৎসাহে স্বাগত জানানো হয়; কিন্তু সম্প্রতি খালিস্তানি শিখ নেতার হত্যাকান্ড নিয়ে ভারত-কানাডার টানাপোড়েনে অনেকের কাছে এই বার্তা যাচ্ছে যে ভারতের সরকারবিরোধী প্রবাসী ভারতীয়দের কারণেই ভারত ও অন্য দেশগুলোর কূটনৈতিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক, যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস, বিশ্বব্যাংকের প্রধান অজয় বঙ্গসহ ভারতীয় বংশোদ্ভূত অনেক নেতা বিভিন্ন দেশে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ২৬ জন সিইওসহ বহু লোক বহু পদে রয়েছেন। এই মানুষগুলো অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের সেতুবন্ধ তৈরি করতে পারেন। আবার এই মানুষগুলোই অন্য দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দিতে পারেন। এই প্রেক্ষাপটে বাস্তবতা হলো, কানাডা ভারতের বাইরে বিশ্বের বৃহত্তম শিখ জনসংখ্যার আবাসস্থল; কানাডায় বর্তমানে যে জোট সরকার ক্ষমতায় আছে, সেই জোটের একটি শরিক দলের নেতৃত্বে আছেন শিখ নেতা জগমিত সিং। স্বাভাবিকভাবেই ট্রুডোর সরকার শিখ গোষ্ঠীগুলোর প্রতি তথা ভারতে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের প্রতি সহানুভূতিশীল কি না, তা নিয়ে ভারতীয়দের মনে প্রশ্ন উঠছে। এই অবস্থা ভারতের আন্তর্জাতিক কূটনীতিকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, তা বিবেচনায় রাখা দরকার। ভারত তার কূটনীতিতে 'নেকড়ে যোদ্ধা' নিযুক্ত করেছে–এমনটা বলার মতো সময় হয়তো এখনো আসেনি। তবে এটি স্পষ্ট, ভারত-কানাডা সম্পর্কের অবনমন অধিকতর পেশিশক্তি প্রদর্শক ও আরও আক্রমণাত্মক ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির উত্থানের ইঙ্গিত দেয়।

দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, সংক্ষেপিত অনুবাদ: সারফুদ্দিন আহমেদ

ড. চিতিজ বাজপেয়ী গবেষণা সংস্থা চ্যাথাম হাউসের সিনিয়র ফেলো

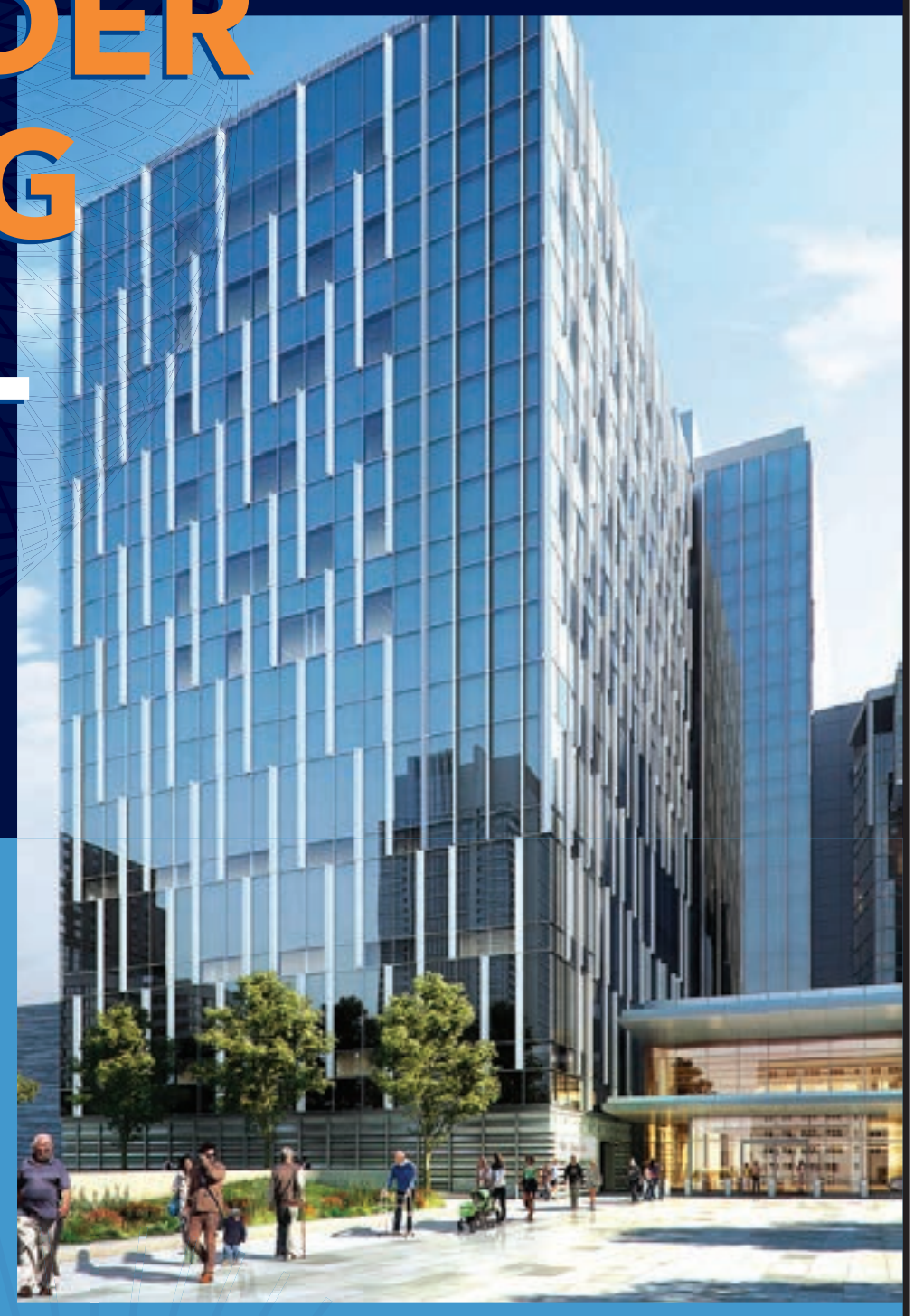




নতুন

RUTH BADER GINSBURG HOSPITAL

এখন পরিচর্যার জন্য খোলা আছে



একটি নতুন হাসপাতাল যা একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে।
সাউথ ব্রুকলিনে (South Brooklyn) স্বাস্থ্য পরিচর্যার রূপান্তর ঘটাচ্ছে।

সকলের জন্য উৎকর্ষতা আশা করুন

SouthBrooklynHealth.nyc
844-NYC-4NYC (844-692-4692)

NYC HEALTH+ HOSPITALS | South Brooklyn Health

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতি দেশকে ভোগাবে

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বাধাদানকারীদের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার শুক্রবার (২২ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে জানান, নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য, ক্ষমতাসীন দল এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। তিনি বলেছেন, ভিসা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা বা এ ধরনের বিষয়ে জড়িত থাকা অন্যদেরও ভবিষ্যতে এই নীতির অধীনে মার্কিন ভিসার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হতে পারে। উল্লেখ্য, গত ২৪ মে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন ভিসানীতি ঘোষণা করে। এ নিয়ে তখন বেশ তোলপাড় সৃষ্টি হয়। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র এ ভিসানীতি আলাদাভাবে বাংলাদেশের জন্য করে। যদিও পরবর্তীতে কম্বোডিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এ নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

এদিকে, গত শুক্রবার ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী সেক্রেটারি ডোনাল্ড লু বলেছেন, এই নীতির আওতায় ভিসা নিষেধাজ্ঞা যাদের দেয়া হবে, তাদের নাম প্রকাশ করা হবে না। কাউকে ভিসা না দেয়াসহ যেকোনো ভিসা রেকর্ড মার্কিন আইন অনুযায়ী গোপনীয় তথ্য। এটুকু বলতে পারি, এই নীতি ঘোষণা করার পর থেকে সার্বিক ঘটনা খুব কাছ থেকে আমরা দেখেছি। সাক্ষ্য-প্রমাণ ভালোভাবে পর্যালোচনা করার পর আমরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছি। তিনি আরো বলেছেন, এই নীতির উদ্দেশ্য হলো, সহিংসতা কমানো এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করে এমন যেকোনো কর্মকা- প্রতিরোধ করার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের গঠনমূলক অংশীদার হওয়া। ভোট কারচুপি, ভোটারদের ভয় দেখানো, সংগঠনের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতা থেকে বিরত রাখতে সহিংসতা এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বা মতামত প্রকাশ থেকে বিরত রাখতে রাজনৈতিক দল, ভোটার, সুশীল সমাজ বা গণমাধ্যমের ওপর পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণের মতো কারণে এই নিষেধাজ্ঞা দেয়া হতে পারে।

দেশে বিগত একদশক যাবত অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে আছে। এ নিয়ে দেশে-বিদেশে সরকার সমালোচনার মুখে রয়েছে। বিশেষ করে ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচন নিয়ে দেশে-বিদেশে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া মানবাধিকার লঙ্ঘন, গণতন্ত্রের সংকোচন, সুশাসনের অভাব এবং বাকস্বাধীনতা, সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি অভিযোগে সরকার ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর র‍্যাবের সাত কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। পরবর্তীতে জাতীয় নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারকে তাকিদ দিতে থাকে। এ নিয়ে প্রায় বছর জুড়ে বাংলাদেশস্থ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসসহ পশ্চিমা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণ সরকার, নির্বাচন কমিশন, বিরোধীদল, নাগরিক সমাজ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন এবং এখনও করছেন। যুক্তরাষ্ট্রের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ঘন ঘন সফর করেন। এর মাঝেই যুক্তরাষ্ট্র ভিসানীতি ঘোষণা করে, যা দেশের জন্য অপ্রত্যাশিত ঘটনা। সেই নীতিরই আনুষ্ঠানিক প্রয়োগ গত শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেছেন, ভিসা নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ব্যক্তির তালিকা খুব একটা বড় নয়। ভিসানীতি নিয়ে সরকার উদ্বিগ্ন নয়। সরকারের পক্ষ থেকে ভিসানীতি কার্যকর করা নিয়ে যাই বলা হোক না কেন, পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, এটা বিশ্বে দেশের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে। এতে বাংলদেশ ভুগবে এবং জনগণও ভুগবে। যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশগুলোও এ নীতি অনুসরণ করতে পারে। দেশের মানুষ ক্ষতির শিকার হতে পারে। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী যতই বলুন না কেন, নির্বাচনের আগে এমন আর কোনো পদক্ষেপ ও যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আসবে না, তবে এই নিষেধাজ্ঞা যে দেশের জন্য অনেক বড় ক্ষতি, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ ক্ষতির প্রভাব কতটা, তা সামাল দেয়া যাবে কিনা, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। বলা বাহুল্য, গোবাল ভিলেজ কিংবা কানেক্টিভিটির এ যুগে কোনো দেশের সাথেই সম্পর্ক খারাপ কিংবা বিরূপ আচরণ নিয়ে চলা যায় না। প্রত্যেকের সাথেই প্রত্যেকের স্বার্থ রক্ষা করে চলতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরাশক্তির সাথে সম্পর্কের টানাপড়েন যে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য কল্যাণকর নয়, তা ব্যাখ্যা করে বলার অবকাশ নেই। র‍্যাবের সাত কর্মকর্তার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা এবং ভিসানীতিতে নিশ্চিতভাবেই দেশের বদনাম হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা কেন আসল, তা সরকারের গভীরভাবে ভাবা এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ ছিল। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়ার পর পরিস্থিতির প্রশংসনীয় উন্নতি হয়েছে বলে যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে বলা হয়েছে। এটা হয়েছে, সরকারের যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার কারণে। ভিসানীতি ঘোষণার পর তার উল্টো চিত্র দেখা গেছে। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে মন্ত্রী-এমপিদের তরফ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাচ্ছেতাই ভাষায় বক্তব্য দেয়া হয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের নীতির বিরুদ্ধে বিষোদগার না করে কিংবা আবাঞ্ছিত কথা না বলে কিভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়, সে ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া দরকার ছিল। কথায় আছে, কাঠের গুঁড়োকে আর বেশি গুঁড়া করো না। তদ্রুপ, পরিস্থিতি যথাযথভাবে অনুধাবন করে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ ছিল। এতে বিপদ কমতো। উস্কানিমূলক কথাবার্তা ও মনোভাব বিপদের আশঙ্কা বরং বাড়িয়েছে। ভিসানীতির সুদূরপ্রসারী ক্ষতি দেখছেন পর্যবেক্ষকরা। এমতাবস্থায়, সরকারের উচিৎ হবে আসন্ন নির্বাচনের পরিবেশ এমনভাবে উন্নত করা যাতে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত হয়।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পূর্ণ বিবরণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুদ্ধ ও সংঘাতের পথ পরিহার করে মানবজাতির কল্যাণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সকলকে একযোগে কাজ করতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়ে এখানে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে ভাষণ দিয়েছেন। গত ২২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বেলা দেড়টার দিকে তিনি মূল অধিবেশনে ভাষণ দেন। এবার নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ১৯বার জাতিসংঘে ভাষণ দিলেন।

তাঁর ভাষণের পূর্ণ বিবরণ নিচে দেয়া হলো-

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় সভাপতি

আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ণ। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। আমি আশ্বাস দিচ্ছি, সাধারণ পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালনকালে পুরো অধিবেশন জুড়েই বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল আপনাকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা দিয়ে যাবে। আমি আপনার পূর্বসূরি জনাব সাবা কোরোসিকেও ধন্যবাদ জানাই দক্ষতার সঙ্গে ৭৭তম অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য।

বহুপাক্ষিক কূটনীতিকে জোরদারকরণ, জাতিসংঘের উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালন করার জন্য প্রচেষ্টা ও সাহসী বক্তব্য এবং বৈশ্বিক সঙ্কট উত্তরণে সুদূরপ্রসারী ও বাস্তবমূখী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমি জাতিসংঘ মহাসচিব জনাব আন্তোনিও গুতেরেসেকে সাধুবাদ জানাই।

এ বছর সাধারণ পরিষদের সাধারণ বিতর্কের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে: আস্থার পুনঃনির্মাণ এবং বিশ্বব্যাপী সংহতির পুনরুজ্জীবন: আমাদের সম্মিলিত পপ্রচেষ্টা আরও জোরদার করে ২০৩০ উন্নয়ন কর্মসূচি এবং এর আওতাধীন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহ অর্জনের মাধ্যমে সকলের জন্য শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ। আমি মনে করি, বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা ও জটিলতার প্রেক্ষাপটে এবারের প্রতিপাদ্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর দক্ষতা ও বৈধতা নিয়ে মানুষের আস্থা কমে যাচ্ছে। এর ফলে একটা শান্তিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে অর্জিত সাফল্য ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।

করোনা মহামারি ও জলবায়ু সঙ্কটের প্রভাব এবং বিশ্বব্যাপী খাদ্য, অর্থায়ন এবং জ্বালানি নিরাপত্তার উপর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উন্নয়ন-লক্ষ্যসমূহ অর্জনে ব্যাপক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

জটিল এই সন্ধিক্ষণে বৈশ্বিক সংহতি রক্ষার্থে আস্থার পুনঃনির্মাণ এবং পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে আপনার আহ্বান আমাকে এই পরিষদে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭৪ সালের ভাষণের একটি বিশেষ উক্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি বলেছিলেন, কোট: "সাম্প্রতিককালে গোটা বিশ্বে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে একটি ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে আমাদের আরও ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত...। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে আমাদের মধ্যে মানবিক ঐক্যবোধ-ভ্রাতৃত্ববোধের পুনর্জাগরণ। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার স্বীকৃতিই কেবল বর্তমান সমস্যার যুক্তিসঙ্গত সমাধান ঘটাতে সক্ষম। বর্তমান দুর্যোগ কাটাতে হলে অবিলম্বে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা দরকার।"-আনকোট

এ প্রসঙ্গে, আগামি বছর 'সামিট অফ দ্য ফিউচার' আহ্বান করার উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই। আশা করছি, এই প্রক্রিয়াটি ২০৩০ উন্নয়ন কর্মসূচি অর্জনের জন্য আমাদের প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।

সকলের জন্য নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ এবং টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য অভিন্ন সঙ্কট মোকাবেলায় আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এ জন্য, আমাদের অবশ্যই বিভাজন, সঙ্কীর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতার বিপরীতে একতা, সহমর্মিতা ও বহুপাক্ষিকতা বেছে নিতে হবে।

শান্তি ও টেকসই সমৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে আমাদের অবশ্যই সুবিচার, ন্যায় ও ন্যায্যতার নীতি অনুসরণ করতে হবে, যার ভিত্তি হবে জাতিসংঘ সনদ এবং ২০৩০ এজেন্ডা।

মাননীয় সভাপতি,

২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর



রহমানের স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিতে আমরা মানুষের কল্যাণে অন্তর্ভূক্তিমূলক ও আধুনিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক বিনিয়োগ করেছি। তাঁর দেখানো পথে বাস্তবমূখী নীতিগ্রহণ, সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও বিনিয়োগের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হতে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে পেরেছি। আমরা দারিদ্র্যের হার ২০০৬ সালের ৪১.৫ থেকে ২০২২ সালে ১৮.৭ শতাংশে এবং চরম দারিদ্র্যের হার ২৫.১ শতাংশ থেকে ৫.৬ শতাংশে নামিয়ে আনতে পেরেছি।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আমরা এসডিজি অর্জনে অবিচলিত অগ্রগতি সাধন করেছি। তবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও এক্ষেত্রে গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। করোনা ভাইরাস, বিভিন্ন মানবসৃষ্ট সঙ্কট এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় চ্যালেঞ্জগুলিকে বহুগুণে জটিল করেছে।

সে কারণে, এই বছর জাতিসংঘ এসডিজি সম্মেলনের সফল আয়োজন এবং এতে গৃহীত রাজনৈতিক ঘোষণাকে আমরা স্বাগত জানাই। কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা বিশ্বাস করি, এই রাজনৈতিক ঘোষণা ২০৩০ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করবে।

মাননীয় সভাপতি,

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে অর্থায়ন গুরুত্বপূণ নিয়ামক। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় যে, বিদ্যমান আন্তর্জাতিক আর্থিক অবকাঠামো লক্ষ্যগুলির সঙ্গে যেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তেমনি এটি সঙ্কটের সময় উন্নয়নশীল দেশগুলির আর্থিক চাহিদা মেটাতেও সক্ষম নয়।

আজ এমন একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক অবকাঠামো আমাদের জরুরিভাবে প্রয়োজন যা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে বিশেষ ছাড়ে, কম খরচে, কম সুদে এবং ন্যূনতম শর্তে অর্থ সংগ্রহে সহায়তা করবে। তাছাড়া, জরুরি অবস্থা এবং দুর্যোগের সময় আইএমএফের এসডিআর তহবিলে উন্নয়নশীল দেশগুলির ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকার থাকতে হবে। সমস্ত ঋণ ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত বিশেষ বিধান অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

৫০০ বিলিয়ন ডলারের একটি প্রণোদনা প্যাকেজ প্রস্তাবনার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিবকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমরা এই প্রস্তবনার দ্রুত বাস্তবায়ন দাবি করছি।

মাননীয় সভাপতি,

করোনা মহামারি এবং মহামারি-পরবর্তী সময়ে জাতীয় পর্যায়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে আমরা বেশ কিছু কঠোর আর্থিক ও নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

অন্যদিকে, আমরা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছি এবং কৃষি, ক্ষুদ্রদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং অন্যান্য দুর্বল খাতে লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তা প্রদান করেছি। অসহায় নারী, বিধবা, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ এবং সমাজের অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারিত করেছি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় সাড়ে ৪ কোটি মানুষ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সুবিধা পাচ্ছেন। চলতি অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১ লাখ ২৬,২৭২ কোটি টাকা (প্রায় ১২ বিলিয়ন ইউএস ডলার) বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এবছর, আমরা সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করেছি। ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী যেকোন নাগরিক এই পেনশন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

মাননীয় সভাপতি,

এসডিজি অর্জনে আমরা নারীর প্রতি বৈষম্যের অবসানকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছি। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গসমতা নিশ্চিতকরণ ও প্রত্যাশা পূরণে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা নারী শিক্ষাসহ সার্বিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। ২০১০ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করা হচ্ছে। প্রাথমিক হতে উচ্চশিক্ষা পর্যায় পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি ৫৩ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি, বৃত্তি **(বাকি অংশ ১১ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

সেপ্টে/অক্টো.	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	০১
ফজর	৫.৩১	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৫	৫.৩৬	৫.৩৭
সূর্যোদয়	৬.৪৫	৬.৪৬	৬.৪৭	৬.৪৮	৬.৪৯	৬.৫০	৬.৫১
জোহর	১২.৪৮	১২.৪৮	১২.৪৮	১২.৪৭	১২.৪৭	১২.৪৭	১২.৪৭
আসর	৫.০৩	৫.০১	৫.০০	৪.৫৯	৪.৫৭	৪.৫৬	৪.৫৫
মাগরিব	৬.৫০	৬.৪৯	৬.৪৭	৬.৪৫	৬.৪৪	৬.৪২	৬.৪১
এশা	৮.০৬	৮.০৪	৮.০২	৮.০০	৭.৫৯	৭.৫৯	৭.৫৮

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি

॥ ড. ফরিদুল আলম ॥

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ১৯তম বক্তব্য প্রদান করলেন। এমন একটি সময়ে প্রধানমন্ত্রী এবার জাতিসংঘে তাঁর ভাষণ প্রদান করলেন যখন একই দিনে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের ওপর ভিসানীতি প্রয়োগ শুরু হয়েছে বলে জানানো হয়। এ বিষয়ে ভাষণের পর নিউইয়র্কে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রতিক্রিয়ায় জানান, এটা নিয়ে আমাদের ভয় পাওয়া বা ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই। কারণ এখানে বিরোধী দলকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে তিনি বাংলাদেশে অতীতের নির্বাচনগুলোর ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে গণতান্ত্রিকব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখতে বর্তমান সরকারের অঙ্গীকারের বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিদ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার তাগিদে এবং মানবজাতিকে পরবর্তী সময়ে যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে দূরে রাখতে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। সময়ের পরিক্রমায় অনেক বছর পার হয়ে গেলেও জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে কতটুকু সফল হতে পেরেছে তা নিয়ে রয়েছে বিস্তর বিতর্ক।

জাতিসংঘকে বৈশ্বিক আইনসভা হিসেবে অভিহিত করা হলেও সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিধানে সংস্থাটির ক্ষমতা সেই অর্থে নেই বললেই চলে।

নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কোনো সুযোগ না থাকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দ্বিমেরুকেন্দ্রিকতার পথ ধরে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরবর্তী সময়ে একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা হয়ে বর্তমানে বিশ্ব এক ভিন্ন মেরুকরণের অবস্থানে এসে পৌঁছেছে, আর এর মূল কারণ বিশ্বের অভিন্ন স্বার্থে ঐকমত্যে আসতে না পারা। বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অনৈক্য ও আস্থাহীনতার পথ বেয়ে আজ ছোট-বড় প্রায় তিন ডজন রাষ্ট্রের কাছে পারমাণবিক অস্ত্রের মজুদ বিশ্বকে অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে অধিক ঝুঁকিতে নিয়ে গেছে।

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং এখন পর্যন্ত নিজভূমে ফিলিস্তিনিদের অধিকারবঞ্চিত হওয়া এবং লাখ লাখ ফিলিস্তিনির শরণার্থী হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করা, আরব বিশ্বের অনৈক্য, আফ্রিকার জাতিগত দাঙ্গা–এ সব কিছু যদি আমরা বিশ্লেষণ করতে যাই, তাহলে দেখব গুটিকয় রাষ্ট্রের ক্ষমতার লড়াইয়ে আজ জিম্মি হয়ে আছে গোটা বিশ্ব। জাতিসংঘের মতো বৈশ্বিক ফোরামের সঙ্গে যে কয়টি আর্থিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে আমরা দেখতে পাই পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যকার লড়াইয়ে এগুলোকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোকে আর্থিক ও কাঠামোগত সহায়তার নাম করে তাদের গণতান্ত্রিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। ফলে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে স্বাধীন হওয়া দেশগুলো আজও আন্তর্জাতিক রাজনীতির জাঁতাকলে পিষ্ট। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমা বিশ্বের সরব উপস্থিতি কার্যত তাদের রাজনৈতিক বলয়কে শক্তিশালী করার প্রয়াস ভিন্ন আর কিছু নয়। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মতো কিছু দেশ এই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে পশ্চিমা চোখ-রাঙানিকে উপেক্ষা করে যদ্দুর সম্ভব এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আর এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবলম্বন হচ্ছে সাহসী নেতৃত্ব।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যতবারই জাতিসংঘের অধিবেশনে বক্তব্য দিয়েছেন, প্রতিবারই কোনো না কোনোভাবে বিশ্বরাজনীতি এবং এ ধরনের বিভাজনকে তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে যেখানে হাজারো সমস্যা বিরাজমান, সেখানে জাতিসংঘ এবং উন্নত দেশগুলো তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণে কতটুকু দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে–এ বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর এবারের বক্তব্যে উঠে এসেছে। এ ক্ষেত্রে তিনি ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রদত্ত জাতির পিতার প্রথম ভাষণের একাংশ উদ্ধৃত করেন, 'সাম্প্রতিককালে গোটা বিশ্বে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে একটি ন্যায়সংগত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে আমাদের আরো ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে আমাদের মধ্যে মানবিক ঐক্যবোধ-ভ্রাতৃত্ববোধের পুনর্জাগরণ। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার স্বীকৃতিই শুধু বর্তমান সমস্যার যুক্তিসংগত সমাধান ঘটাতে সক্ষম। বর্তমান সংকট কাটাতে হলে অবিলম্বে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা দরকার।' এখানে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি যে ১৯৭৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সময় হিসাব করলে ৪৯ বছর পার হলেও বৈশ্বিক রাজনৈতিক সমীকরণ যেন একই বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে!



জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং এখন পর্যন্ত নিজভূমে ফিলিস্তিনিদের অধিকারবঞ্চিত হওয়া এবং লাখ লাখ ফিলিস্তিনির শরণার্থী হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করা, আরব বিশ্বের অনৈক্য, আফ্রিকার জাতিগত দাঙ্গা–এ সব কিছু যদি আমরা বিশ্লেষণ করতে যাই, তাহলে দেখব গুটিকয় রাষ্ট্রের ক্ষমতার লড়াইয়ে আজ জিম্মি হয়ে আছে গোটা বিশ্ব। জাতিসংঘের মতো বৈশ্বিক ফোরামের সঙ্গে যে কয়টি আর্থিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে আমরা দেখতে পাই পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যকার লড়াইয়ে এগুলোকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলায় দেওয়া এই ভাষণে প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন, যুদ্ধ ও নিষেধাজ্ঞা পরিহার, জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্য আঞ্চলিক খাদ্য ব্যাংক চালু, জলবায়ু পরিবর্তন, মানবাধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্যসেবা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি), সন্ত্রাসবাদ ও সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অন্যান্য বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক সমস্যার কথা তুলে ধরেন। আমরা যদি প্রধানমন্ত্রীর এবারের বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করতে যাই, তাহলে দেখব তাঁর বিগত বছরের বক্তব্যের সঙ্গে এবারের বক্তব্যের অনেকটাই সাদৃশ্য রয়েছে, থাকাটাই প্রাসঙ্গিক। কারণ বৈশ্বিক পরিস্থিতি গত বছরের চেয়ে সে রকম কোনো পরিবর্তনের দিকে যায়নি। এ ক্ষেত্রে তিনি নতুন করে তাঁর ভাষণে যে দিকটির ওপর অধিক আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন, তা হলো আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থাপনার অসংগতি। তিনি এ ক্ষেত্রে এসডিজি অর্জনে জাতিসংঘের ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রার কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে এ ক্ষেত্রে যদি উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর চাহিদা অনুযায়ী আর্থিক সহায়তার সরবরাহে বিঘ্ন ঘটে, তাহলে এসডিজি অর্জনও বিঘ্নিত হবে। প্রধানমন্ত্রী এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান চিত্রকে তুলে ধরে তাই জাতির পিতার ১৯৭৪ সালের বক্তব্যকে উদ্ধৃত করেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি বিশ্ববাসীকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে তাদের অঙ্গীকারের দিকটিই স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর সাহসী উচ্চারণে গতবারের মতো এবারও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বিশ্বে খাদ্য, অর্থনীতি ও জ্বালানি সরবরাহে চরম বিঘ্ন ঘটার বিষয়টি উল্লেখ করে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের মাধ্যমে জাতিসংঘের এবারের প্রতিপাদ্য 'আস্থা পুনর্গঠন ও বিশ্বব্যাপী সংহতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা : সবার জন্য শান্তি, সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও স্থায়িত্বের লক্ষ্যে ২০৩০ এজেন্ডা এবং এর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে ত্বরান্বিতকরণ পদক্ষেপ'–এই উপজীব্য ধারণ করতে সবার দায়িত্বশীল আচরণের দিকটি স্মরণ করিয়ে দেন। এ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো যে উন্নত দেশগুলোর তুলনায় নিজেদের দায়িত্বের বিষয়ে ঢের সচেতন রয়েছে, তা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি জলবায়ু পরিবর্তনে নিজেদের দায় না থাকা সত্ত্বেও দায়িত্বশীল আচরণের বিষয়টি তুলে ধরতে গিয়ে বাংলাদেশ কিভাবে উপকূলীয় এলাকার মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষায় কাজ করছে এবং জলবায়ুর ঝুঁকিপূর্ণ দেশ থেকে জলবায়ু সহনশীল দেশে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করছে, তা তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে তিনি 'মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি প্রকল্প' সম্পর্কেও জাতিসংঘকে অবহিত করেন।

বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা তুলে ধরার পাশাপাশি চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত আর্থিক প্রাপ্যতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সামাজিক নিরাপত্তাবলয়ের মাধ্যমে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের ভূমি ও গৃহ প্রদান, অসচ্ছল মানুষ, নারী, বৃদ্ধ তথা সমাজের অতিদরিদ্র মানুষের কল্যাণে প্রণীত এবং গৃহীত ব্যবস্থাদির উল্লেখ করে জানান যে এ বছর সামাজিক নিরাপত্তাবলয়ের আওতায় এক লাখ ২৬ হাজার কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে, যা আমাদের জাতীয় বাজেটের ১৫ শতাংশের বেশি।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আমাদের অর্জন তুলে ধরতে গিয়ে কার্যত বিশ্বকে বোঝাতে চেয়েছেন যে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে যদি অর্জন করতে হয়, তাহলে পারস্পরিক সহায়তা একান্ত দরকার, আর তা না হলে শান্তি, সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও স্থায়িত্বের লক্ষ্যে ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এই লক্ষ্যে তিনি বাংলাদেশে অবস্থানরত ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বোঝাতে চেয়েছেন যে তারা বাংলাদেশে বসবাস করলেও কার্যত আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার অংশ। বাংলাদেশ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আশ্বাসে তাদের মানবিক আশ্রয় প্রদান করে আসছে। এ ক্ষেত্রে তাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনের দিকটিতে মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার আগে এ নিয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকেও তিনি এ বিষয়টির দিকে আলোকপাত করেন।

দীর্ঘদিন রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতার কারণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে বিশ্বের পরিচিত মুখ। তাঁর বক্তব্যের তাই এক ধরনের আলাদা আবেদন থাকা স্বাভাবিক। তিনি সাধারণ পরিষদের ভাষণ ছাড়াও স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সভায় অংশ নিয়েছেন এবং কিছু দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেছেন। অংশ নিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দেওয়া সরকারপ্রধানদের সম্মানে নৈশ ভোজে। তাঁর সরব অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ সনদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি বাংলাদেশের অকুণ্ঠ সমর্থন প্রকাশ পায়। বাংলাদেশে এযাবৎকালের উন্নয়নের গল্পগুলো অপরাপর অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য আশা জাগায়। সব মিলিয়ে আমরা এখন আস্থার সঙ্গে এটা ভাবতে পারি যে বিশ্বরাজনীতিতে আমাদের সরব উপস্থিতিই আমাদের একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাবে।

লেখক: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়



ভিসা নিষেধাজ্ঞা গণতন্ত্র ঠিক করে দেবে না

॥ ইমতিয়াজ আহমেদ ॥

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বাধাদানকারীদের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা শুরু করা হয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইটে শুক্রবার এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্প্রতি তাদের পার্লামেন্টে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পর জানিয়েছে, বাংলাদেশের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে তারা বড় আকারের কোনো পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে না। স্বাভাবিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউর এ সর্বশেষ বক্তব্য দেশের রাজনীতিতে এখন সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে ইমতিয়াজ আহমেদের বি‡শ্লষণ নিচে ছাপানো হলো।

ভিসা নীতি প্রয়োগ করে বাংলাদেশের গণতন্ত্রে সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। এর একটা প্রতীকী মূল্য থাকতে পারে। মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞার প্রভাব অন্য দেশেও তাই তেমন দেখা যায়নি। বাংলাদেশেও কিছু হবার কথা নয়। কারণ, বাংলাদেশের গণতন্ত্র দেশের মানুষকেই ঠিক করতে হবে।

কথা হলো, ক'জনই-বা বাইরের ভিসা নেয় বা ক'জনের ছেলেমেয়ে বিদেশে থাকে? তাছাড়া যারা ক্ষমতায় থাকতে বা ক্ষমতায় যেতে চায়, তাদের কাছে ভিসার চেয়ে ক্ষমতাই বড় কথা। বিরোধী দল ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য চেষ্টা করবে আর সরকারি দল তো ক্ষমতায় থাকতেই চেষ্টা করবে। সেজন্য ভিসা পেল কি না পেল, তাতে তাদের কী আসে যায়? ক্ষমতাই তো তাদের কাছে মুখ্য বিষয়।

আমি মনে করি না, ভিসার দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের সরকার বা বিরোধী দলের কর্মতৎপরতায় বড় ধরনের কোনো প্রভাব পড়বে। আমি ধরে নিলাম, কেউ ভিসা পেল অথচ ক্ষমতায় থাকতে পারল না। সেটা তার কাছে বেশি মূল্যবান হবে না। আমাদের দেশে ক্ষমতায় যে থাকে আর যে ক্ষমতায় থাকে না, এর মধ্যে অনেক পার্থক্য। কোনো কোনো সময় কোনো কোনো দলের জন্য তা জীবনমরণ সমস্যা তৈরি করে। দেশের গত ৫০ বছরের ইতিহাস দেখলে তা না বোঝার কিছু নেই। সেটা বিদেশিরা কতটা বোঝেন আমি জানি না; আমরা ভালোভাবেই তা বুঝি।

আমার মনে হয় এটা বিদেশিরা একেবারে বোঝেন না, তা নয়। তারা হয়তো এটাও বোঝেন যে, এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা তেমন কাজে দেবে না। কিন্তু তাদের পদক্ষেপ নিতে হবে বলে তারা কিছু একটা করছে। ভিসা নিষেধাজ্ঞায় গণতন্ত্র চর্চা ঠিক হবে, এমন ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়। এটা আরও জটিল বিষয়। এর সঙ্গে বাংলাদেশের ইতিহাস দেখতে হবে। বড় দলগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক ও আস্থার যে ইতিহাস, সেটা বিদেশিদের না জানার কথা নয়; কারণ তারাও দীর্ঘদিন ধরে এ দেশের রাজনীতি পর্যবেক্ষণ করছেন। আমি মনে করি, তাদের সে ইতিহাস জানতে হবে। আমার কথা পরিষ্কার, বাংলাদেশের সংকট বাংলাদেশের মানুষকেই সমাধান



করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকট সব সময়ই ছিল। এবার প্রথমবারের মতো যেটা হয়েছে, একটা রেজিমের স্থায়িত্ব হয়েছে। রাজনৈতিক স্থায়িত্ব আমাদের কখনও ছিল না। দশকের পর দশক এখানে আজকের বড় দুই দলের পাল্টাপাল্টি রাজনীতি আমরা দেখে আসছি। যার জন্য আজকে যে অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে তা নতুন কিছু নয়। এই অস্থিরতাও কোনো না কোনোভাবে কাটবে।

ভিসা নিষেধাজ্ঞার প্রতীকী মূল্য এখানেই যে এর ফলে দেশের ওপর এক ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশের ভাবমূর্তি কিছুটা প্রশ্নের মুখে পড়ে। বর্তমান বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বে এর কার্যকরতা কতটুকু হবে তা অবশ্য দেখার বিষয়। একটা বিষয় হলো, সরকার কিছুটা সচেতন থাকবে। সরকার কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, তারা একটা সুষ্ঠু নির্বাচন করবে। কিন্তু এতে কারা এলো কিংবা না এলো তাতে কিছু আসে যায় না। আমার মনে হয়, অন্য দলের আসা-না আসার বিষয়টি বিদেশিরাও এখন সেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে না। সরকার তো বলেই দিয়েছে, সংবিধানের মাধ্যমেই নির্বাচন হবে।

এখন দেখতে হবে, বিরোধী দল নির্বাচনে যাবে কিনা। বিশেষ করে বিএনপি নির্বাচনে যাবে কিনা, সেটা আমার মনে হয় কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। তপশিল ঘোষণার আগে বা সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু স্পস্ট হবে। সে জায়গায়ই মনে হয় আমাদের মনোযোগী হতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র বা বিদেশিরা নিষেধাজ্ঞা দিয়ে একটা দেশের গণতন্ত্র ঠিক করেছে– এ ধরনের চিন্তায় ভুল আছে। গণতন্ত্র একটা জটিল ব্যাপার।

কয়েক শতাব্দী চর্চা করেও মার্কিন নির্বাচন নিয়ে সে দেশের ভেতরেই প্রশ্ন উঠছে। বাংলাদেশের গণতন্ত্র ঠিক করতে হলে বাংলাদেশের জনগণ কিংবা অংশীজনকেই এগিয়ে আসতে হবে। এর বিকল্প নেই।

যদি বিদেশিদের ভিসা নিষেধাজ্ঞা সেভাবে কাজে দিত তবে বিশ্বের অনেক দেশেরই গণতন্ত্র ঠিক হয়ে যেত। যারা রাজনীতি করেন, তাদের নিশ্চয়ই আরও বড় বড় অনেক চিন্তা আছে। ফলে তারা ভিসার দিকে লক্ষ্য রেখেই তাদের কর্মসূচি ঠিক করবে– এমনটা আমি বিশ্বাস করি না।

বিএনপি বড় দল হিসেবে নির্বাচনে আসা না আসা নিয়েই বড় প্রশ্ন। আমরা দেখেছি, গত নির্বাচনে দলটি জোটবদ্ধভাবে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করেছে। সেদিক থেকে বলা যায়, তাদের নেতৃত্বের মধ্যে একটা দুর্বলতা আছে। কে নেতৃত্ব দেবে সেটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বিএনপির এ জায়গাটায় অস্পষ্টতা আছে। সেজন্য বিএনপিকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা নির্বাচনে যাবে কিনা। তারা যদি যায়, তবে নির্বাচন একভাবে হবে। আর না গেলে আরেকভাবে হবে। সেটা হয়তো আমরা দেখব। কিন্তু বিদেশি ভিসা নিষেধাজ্ঞার প্রভাব আমাদের গণতন্ত্রে পড়বে বলে মনে হয় না। আমি আগেও বলেছি, বিদেশিরা এখানে আসছে, কারণ এখানে তাদের নানাবিধ স্বার্থ আছে। ব্যবসা, ভূরাজনীতি মিলে তাদের একটা বড় স্বার্থ রয়েছে। তাদের মতো কাঠামো তৈরি করতে পারলে তাদেরও সুবিধা। সেজন্য তারা এখন দৌড়ঝাঁপ করছে।

সমাধানের কথা আমি বারবারই বলছি, সেটা একমাত্র জনগণের হাতেই রয়েছে। যেমনটা আগেও আমরা দেখেছি। লাখ লাখ মানুষ যখন রাস্তায় নামবে তখন বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার নড়েচড়ে বসে তা ঠিক করতে চেষ্টা করে। জনগণ যদি ব্যাপকভাবে রাস্তায় না নামে, তার মানে বোঝাই যাচ্ছে জনগণ পুরো বিষয়টি অন্যভাবে দেখছে। এর পরও বিদেশি নয়, জনগণের দিকেই নজর রাখা দরকার।

লেখক: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারিংসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

নির্বাচন : লক্ষ্য একটাই, বিজয়ী হবে গণতন্ত্র

॥ সালাহউদ্দিন বাবর ॥

সূর্যাস্তের পর রাত্রি যাপন শেষে আর এক সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায় থাকে সবাই। প্রতিটি পুরনো দিন সাঙ্গ হয়ে রাত এলে একটি শুভ্র সুন্দর প্রভাতের প্রত্যাশায় থাকাটাই স্বাভাবিক। আশাবাদ শেষ হয়ে গেলে জীবন অর্থহীন ও মানুষ জীবন্মৃত হয়ে থাকে। আজ এ জনপদের সব মানুষ অনিবার্য মনে করে নতুন সম্ভাবনার এক প্রভাতের। যে প্রভাতে সূর্যের সাত রঙের বর্ণচ্ছটা সাতেরও বেশি দিক নিয়ে মানুষের বুকের ভেতর আশাবাদের বীজ বপণ করতে পারবে। অনেকে হয়তো এ কথাও ভাবতে পারেন বা বলতে পারেন, পুরনো জানিয়া কাউকে করো না হেলা। সবসময় পুরনোকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াও ঠিক নয়। তাদের বোধ হয়তো এই, 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন'। এ ভূ-ভাগের কোটি মানুষ যত্রতত্র বহু কিছু উড়িয়ে দেখেছে। সেখানে অমূল্য রতনের সন্ধান মেলেনি। কেবলই দেখা গেছে ভস্ম আর হাজারও ব্যত্যয়। শোনা যায়, দুঃস্বপ্নের যত বেদনাবিধূর রাগিণী। স্বজনহারা মানুষের আর্তনাদ। আর দুর্ভোগ দুর্দশা।

এই সুন্দর শুভ্র প্রভাবের প্রকৃত ব্যাখ্যাটা আসলে কেমন! বিষয়টি পরিষ্কার করা অবশ্যই জরুরি। এর একটি ছোট্ট জবাব রয়েছে। চলতে থাকা ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে 'গুড গভর্নেন্স'এর প্রত্যাশা। গুড গভর্নেন্স অর্থাৎ সুশাসনের কামনা। যার অভাব এই মুহূর্তে গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে। সুশাসনের ব্যাপ্তি-পরিধি ও বিস্তৃতি অনেক দীর্ঘ। এর হাত অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত। সেই হাতের ছোয়ায় সোনা ফলে। যেমন একটি বরফখন্ডের ভেতর হাজার লিটার পানি জমাটবদ্ধ থাকে। তেমনি সুশাসন বলতে ব্যাপকভিত্তিক একটা ইতিবাচক ধারণা তৈরি করে। চিন্তায় কর্মে সর্বত্র যোগ্যতা সক্ষমতা ও জনমুখিতার স্ফূরণ লক্ষ করা যায়। বর্তমান শাসনব্যবস্থা বা প্রশাসনিক ব্যবস্থার যে চিত্র। দীর্ঘ সময় থেকে মানুষ দেখে আসছে, সেটা বৈশিষ্ট্যহীন আর বিবর্ণ। কোথাও তার কল্যাণ স্পর্শ নেই। তারপরও তা নিয়ে প্রচুর ঢাক-ঢোল পেটানো হয়। সেটা আসলে 'সুগার কোটিন' দেয়া 'কুইনাইন'-এর গুলি। মানুষ সেটা চেয়ে দেখে মুহূর্তেই তার বিস্বাদটা



টের পেয়ে যায়। তারপরও এ নিয়ে কত গুণগান আর বাগাড়ম্বর।

সুশাসনের অন্বেষণ তখনই শেষ হতে পারে যখন এই ভূ-ভাগের মানুষের অনুভব-অভিব্যক্তির প্রতি সম্মান দেখানো হবে। তাদের ভাগ্য বিনির্মাণের দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে দেয়া হবে। অর্থাৎ তাদের পছন্দের যোগ্য, দক্ষ ও আস্থাভাজনদের বেছে নেয়ার মতো একটা ভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যাবে। সেই 'ভোট ব্যবস্থা' সব মহলের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করবে। প্রশ্নমুক্ত প্রতিযোগিতামূলক ও গ্রহণযোগ্য ভোট অনুষ্ঠানের পূর্ব শর্ত হচ্ছে এমন এক প্রশাসনের অধীনে ভোট হতে হবে, যাদের নিরপেক্ষতা নিয়ে কারো কোনো কথা থাকবে না। ইতিপূর্বে দেশের মানুষ দেখেছে, বর্তমান ক্ষমতাসীন প্রশাসনের অধীনে যত নির্বাচন হয়েছে, তার একটিতেও ভোটাররা ভোট দিতে পারেনি বা ভোট দিতেই আসেনি। ঘরে-বাইরে ওই সব নির্বাচনের কোনো গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। সব নির্বাচনের পূর্বনির্ধারিত একটি লক্ষ্য ছিল। সে লক্ষ্য নির্ধারণ করে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ। সুনির্দিষ্ট সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভোটের নামে যথেচ্ছাচার করা হয়েছে। নির্বাচন শেষে দেখা যায়, সর্বত্রই ক্ষমতাসীনদের একচেটিয়া বিজয়। এভাবেই তাদের বারবার 'নির্বাচিত' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। গত ১৫ বছর থেকে এমনটাই ছিল নির্বাচনের চেহারা। ২০২৪ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যে যে নির্বাচন হওয়ার কথা। সেখানে ইসি ও সরকার যৌথভাবে একই নিয়মে অতীতের মতো নির্বাচনের নামে এক প্রহসন মঞ্চস্থ করতে চাচ্ছে। সেই প্রহসনের লক্ষ্য হচ্ছে পূর্বেরই মতো। বিজয় অর্জনের নিমিত্ত মাত্র। এমন নির্বাচন কেমন করে নির্বাচন হতে পারে, যার ফলাফল পূর্বেই ঠিক করে রাখা হয়? এমন যৌথ প্রযোজনার নির্বাচনে দেশে কস্মিনকালেও প্রকৃত জনপ্রতিনিধিদের বিজয়ী হয়ে আসা সম্ভব নয়। এমন নির্বাচনে বারবার দেশের মানুষের আর গণতন্ত্রের পরাজয় ঘটেছে। এখন এমন 'ভোটের আসর' জমানোর জন্য নানা কথা বলা হচ্ছে। জনগণ ভোট দিতে এলেই অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয়ে যাবে। কোনো খেলায় প্রতিপক্ষ দল না থাকলে সেটা আর খেলা হয় না। মাঠ ফাঁকা শিশুদের নিয়ে খেলার চেষ্টাকে পুতুল খেলাই বলা যায়। সেখানে কোনো দর্শকই থাকে না। নির্বাচনে প্রকৃত রাজনৈতিক সংগঠনগুলোকে বাদ রেখে যদি 'শিশু দল' গুলো নিয়ে ভোট-ভোট খেলা হয়, সেই পুতুল খেলার মতো নির্বাচনকে নির্বাচন বলা হয় না। সেটি কেবল তামাশা হতে পারে। এমন নির্বাচনী তামাশায় এ দেশের সচেতন মানুষ কখনো মেতে উঠবে না। যেমন অতীতে মাতেনি। বহুবার লক্ষ করা গেছে, এমন তামাশার নির্বাচনে দশ ভাগ ভোটারও কেন্দ্রে যায়নি।

এবার একটু অতীতের দিকে তাকানো যেতে পারে। নিকট অতীতে নয়। বছর ২৫ আগে যারা ক্ষমতার চর্চা করেছে। তারা ক্ষমতা চর্চার মেয়াদ শেষ হলেই ছুটে যেত জনগণের দুয়ারে। তাদের কাজের একটা মূল্যায়ন জানতে। অনুমোদন না পেলে নিজেদের বিচ্যুতিগুলো নিয়ে ভাবত। দেয়ালের লেখন পাঠ করত। সুধীজনের ধরিয়ে দেয়া ভুলগুলো বুঝতে চেষ্টা করত। সংবাদপত্রের সমালোচনাকে গ্রাহ্য করা হতো, বিবেচনায় নেয়ার চেষ্টাও হয়েছে।

ওই সব শৈলীকে এখন ময়লার ভাগাড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে। এখন ক্ষমতাসীনরা মনে করে তাদের কাজের মূল্যায়নের জন্য তারাই যথেষ্ট। তাদের বরকন্দাজ, পাইক-পেয়াদা, তোষামোদকারীদের বাক্যবচন অমৃত্যের সমান। ভিন্নজনের কথা শোনাকে কর্ণদূষণের সমতুল্য মনে করা হয়। তাদের এমন বোধকে ঘরে-বাইরের কেউ ধর্তব্যে না নিলেও তাতে তাদের কোনো পরোয়া নেই। এই ভিন্নমত পোষণকারীদের ব্যাপারে তাদের ধারণা হচ্ছে, 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল'। এসব ধ্যান ধারণা থেকে ক্ষমতাসীনদের অহমিকা আত্মম্ভরিতাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এখন রাজনৈতিক প্রশাসন থেকে বারবার জোর গলায় বলা হচ্ছে, তারা সুষ্ঠু নির্বাচন চান। তবে তাদের শর্ত অবশ্যই সে নির্বাচন তাদের অধীনেই হতে হবে। এমন উচ্চারণকে কেউ স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছেন না। কেননা অতীতে অন্তত কয়েকবার ভালো নির্বাচন হয়েছে, নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের অধীনে। সেটাই এখন সবাই চাচ্ছে। অথচ বর্তমান ক্ষমতাসীনদের অধীনে দুটি জাতীয় নির্বাচন হয়েছে। তার একটাও ঘরে-বাইরে কোথাও বৈধতা বা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারেনি। সেজন্য ভালো নির্বাচনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ ও তাদের অধীনে ভোটের দাবি তোলা পরস্পর সাংঘর্ষিক এবং সেই উদ্দেশ্য ঘিরে একটা দুর্গন্ধ পাচ্ছে ওয়াকিবহাল মহল। এই মহলের আশঙ্কা এমন নির্বাচনের ফল হবে অতীতের মতো অভিন্ন। বিজয়ী হবে ক্ষমতাসীন দল আর পরাজিত হবে কোনো দল নয়। জনগণের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র। হেরে যাবে মানুষের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ঐতিহ্য।

পূর্বে যত ব্যত্যয়ের কথা বলা হয়েছে, তাকেই ক্ষমতাসীনরা এখন নিজেদের সাফল্যের তোরণ হিসেবে বিবেচনা করছেন। সেই সাথে গর্বভরে বলা হয়, এখন সুষ্ঠু সুন্দর ও সচ্ছন্দ গতিতে দেশ চলছে এবং চলবে। এই প্রেক্ষিতে কারো কারো মনে হঠাৎ করে, পুরনো দিনের দূরাগত একটি সঙ্গীতের কলি ভেসে আসতে পারে- 'হায়রে কপাল মন্দ/চোখ থাকিতে অন্ধ।' যাই হোক, মানুষ এখন নানা ব্যত্যয়ের মধ্যে দিন যাপন করছে। তবে সেই ব্যত্যয়ের কথা ও রহস্য নিয়ে কথা বলা যাবে না। কেননা ভয় আছে। কথা বললে, রহস্য ভেদ করলেই এনালগ নয় ডিজিটাল আইন আছে। তাতে যে কেউ ফেঁসে যেতে পারেন। তার আশঙ্কা অনেকখানি। সেজন্য শুধু প্রার্থনা নয়। এসবের প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে মাঠে ময়দানে সবাইকে তৎপর ও তদবির করতে হবে। অতীতে বারবার বহুবার গণতন্ত্রের লড়াইয়ে দেশের মানুষ মরিয়া হয়ে লড়েছে। প্রতিপক্ষের পরাজয় না দেখে তারা ময়দান থেকে হটে আসেননি। এখনো সেই উদাহরণ দেখা যাচ্ছে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের যে লড়াই চলমান তা থেকে কেউ হটছে না। রাজপথে লাখো জনতার পদভারে প্রকম্পিত হয়ে উঠছে চারিধার।



MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে এম চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী। আমার স্ত্রীর করা আবেদনে আমি গ্রিনকার্ড পেয়েছি। আমি বাংলাদেশে আমার বাবা-মাকে রেখে এসেছি। আমি আমার বাবা-মা-কে এখানে আনতে চাই। এ কারণে ঢাকা ইউএস অ্যাম্বেসিতে কল করে আমার বাবা-মার ইউএসএতে আসার ব্যাপারে ভিসা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। আমার খুব ইচ্ছা যে আমার বাবা-মা এখানে এসে আমার সাথে থাকতে পারেন। তারা আমাকে বলেছে যে ভিসার জন্য আমার মা-বাবাকে ডিএস-১৬০ ফরম পূরণ করতে হবে। তাদের এদেশে আনার ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কামনা করছি।

এম চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার জন্যে আমার প্রথম পরামর্শ হচ্ছে, আপনার প্রশ্নের মতো প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন আমরা প্রায়ই পেয়ে থাকি এবং তার উত্তরও প্রকাশ করা হয়। সে কারণে আপনার যদি নিয়মিত আমাদের এই বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং উত্তর পড়েন তবে তা থেকে হয়তো আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।

আপনার বাবা-মাকে এখানে আনার ব্যাপারে প্রথম শর্ত হচ্ছে আপনাকে ইউএস সিটিজেন হতে হবে। আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী কেবলমাত্র একজন ইউএস সিটিজেনরা তাদের বাবা-মায়ের গ্রিনকার্ডের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

একজন সিটিজেন নাগরিক এক্ষেত্রে কোন পেশাদার এটর্নী অথবা বন্ধুর সাহায্য নিতে পারি কিনা?

হ্যাঁ আপনি কোন অভিজ্ঞ পেশাদার এটর্নীর সাহায্য নিতে পারেন- ফরম পূরণ করার জন্য। আবার আপনি আপনার কোন বন্ধুর সাহায্য নিতে পারেন। তবে ফরম পূরণে সাহায্যকারীর নাম উল্লেখ করার জায়গায় অবশ্যই আপনার বন্ধুর নামটি উল্লেখ করতে হবে।

ফরমটি পূরণ করা খুব সহজ। কারণ প্রশ্নগুলো আপনার ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কে। তবে আপনার খুব ভালো কম্পিউটার জানা নাই বলে উল্লেখ করেছেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই পেশাদার মানুষের পরামর্শ নিতে হবে।

আপনি যদি ভুল তথ্য সংযোজন করে থাকেন এবং তা পরবির্তন না করলে যখন আপনার বাবা-মায়ের ভিসার জন্য আবেদন করবেন তখন তাদের জন্য সমস্যা হতে পারে। এ জন্য এটর্নী নিয়োগ করার সামর্থ থাকলে এবং প্রয়োজন থাকলে এটর্নি নিয়োগ করা ভালো অথবা তাদের পরামর্শ নেয়া ভালো।



আমাকে কী ২টি ফরম পূরণ করতে হবে- নাকি একটাই যথেষ্ট?

পরিবারের অথবা গ্রুপ সদস্য হিসেবে ভিসার আবেদনকারী ভ্রমণ করতে চাইলে পরিবার বা গ্রুপ আবেদন ক্রিয়েট করতে হবে। তারা একসাথে আবেদন করতে পারেন। এবং আবেদনের সঙ্গে লিংক করে দিতে পারেন। তবে পরিবারের প্রতিটি সদস্য যারা ইউএসএ ভ্রমণ করতে চান তাদের অবশ্যই পৃথকভাবে ডিএস-১৬০ আবেদনের জন্য পৃথক লিংক তৈরি করতে হবে।

কীভাবে আবেদনে লিংক করা যাবে?

প্রথমে প্রাইমারী ভিসা আবেদনকারীকে প্রত্যুত্তরে 'থ্যাংক ইউ' জানানো হবে। এই পেজে পারিবারিক আবেদনে লিংক তৈরির অপশনও থাকবে। এই অপশন সিলেক্ট করে প্রাইমারি ভিসা আবেদনকারীর ফর্মে কিছু তথ্য সংযোজন করতে হবে। যেমন বাড়ির ঠিকানা বা ডেসটিনেশন যা স্বাভাবিকভাবেই নতুন আবেদনে দেখা যাবে।

সাক্ষাতকারে সময় আপনার মা-বাকে যা যা সঙ্গে নিতে হবেঃ

ডিএস-১৬০ ফরমের কনফারমেশন পেজ,

বৈধ পাসপোর্ট এবং টিকেন, যদি ইমিধ্যেই ক্রয় করা হয়ে থাকে। আর নিশ্চিত করতে হবে যে টিকেট যেনো ওয়ান ওয়ে না হয়ে রিটার্ন টিকেট হয়,

সকল এটাচমেন্টের সঙ্গে এফিডেভিট অব সাপোর্ট ফরম,

এখান থেকে পাঠানো একটি আমন্ত্রণপত্র বা স্টেটমেন্ট,

বাংলাদেশ থেকে আপনার বাবা-মায়ের ব্যাংকের চিঠি এবং সম্পদের মালিকানার প্রমাণপত্র।

সেপ্টেম্বরর ২০২৩ ভিসা বুলেটিনঃ

পরিবার ভিত্তিক অগ্রাধিকারঃ

প্রথম (এফ-১) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাঃ জানুয়ারি ১, ২০১৫।

দ্বিতীয়ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী, সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র ও কন্যা।

এ. (এফ-২এ) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তানেরাঃ জানুয়ারী ০১, ২০১৮।

বি. (এফ-২বি)ঃ পার্মানেন্ট রেসিটেন্টদের (২১ বছর বা তদুর্ধ) অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ এফ-৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র কন্যাঃ জানুয়ারী ০৮, ২০০৯।

চতুর্থঃ (এফ-৪)- প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই ও বোনেরাঃ এপ্রিল ২২, ২০০৭।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পূর্ণ বিবরণ

(৫ পাতার পর)

এবং এককালীন অনুদান দেওয়া হচ্ছে। এদের অর্ধেকেরও বেশি নারী।

আমাদের জাতীয় বাজেটের মোট ৩০ শতাংশ নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা সরকারের শীর্ষ থেকে সর্বনিম্ন সকল স্তরে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করেছি। আমরা ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতিটি খাতে ৫০ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়েছি।

এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমরা উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও তাদের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ, নারীর প্রতি সহিংসতা, নারী পাচার এবং অন্যান্য অপরাধ নিরসনের জন্য কাজ করছি। আমরা নারীর অগ্রগতির জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের 'প্ল্যাটফর্ম ফর উইমেন লিডার' -এর মাধ্যমে সকল আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সমর্থন করছি।

মাননীয় সভাপতি,

বৈশ্বিক কার্বন নির্গমনের ০.৪৭% এরও কম অবদান রাখলেও বাংলাদেশ জলবায়ুজনিত ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য মারাত্মক হুমকি। এর সমাধানের লক্ষ্যে জরুরি, সাহসী এবং উচ্চাভিলাষী সম্মিলিত পদক্ষেপ প্রয়োজন। বাংলাদেশ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও সংরক্ষণ এবং জলবায়ু-সহনশীল টেকসই উন্নয়নের পথ অনুসরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্যারিস চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ সবুজ উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার জাতীয় স্বল্প-কার্বন নির্গমন কৌশল প্রণয়ন করছে।

আমরা জলবায়ু অভিযোজনের জন্য ২০০৯ সালে 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড' প্রতিষ্ঠা করেছি এবং আমাদের নিজস্ব সম্পদ থেকে এই তহবিলে এ পর্যন্ত ৪৮০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছি।

জলবায়ু অভিযোজন এবং প্রশমনের লক্ষ্যে সমুদ্র উপকূলে বাঁধ, সাইক্লোন শেল্টার, গ্রিন বেল্ট এবং বৃক্ষরোপণ করা হচ্ছে। আমরা কক্সবাজারে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য বিশ্বের সবচেয় বড় আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। সেখানে ৪ হাজার ৪০৯টি উদ্বাস্ত পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য সব ধরনের সুযোগ-সুবিধাসহ ১৩৯টি বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের জন্য আমার সরকারের যুগান্তকারী উদ্যোগ "আশ্রয়ণ" প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত প্রায় ৮ লাখ ৪০ হাজার পরিবারের ৫০ লাখ মানুষকে বিনামূল্যে ঘর দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় সভাপতি,

আমরা 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' বাস্তবায়ন করছি। এর লক্ষ্য হল সমন্বিত ব-দ্বীপ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি নিরাপদ, জলবায়ু সহনশীল এবং সমৃদ্ধ ডেল্টা অর্জন। সরকার 'মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা' গ্রহণ করেছে। আমরা ধীরে ধীরে একটি জলবায়ুর ঝুঁকিপূর্ণ দেশ থেকে জলবায়ু সহনশীল দেশে পরিণত হতে কাজ করছি।

বাংলাদেশের ৬০ লাখেরও বেশি মানুষ সোলার হোম সিস্টেম ব্যবহার করছে। আমরা আরও টেকসই শক্তির মিশ্রণের জন্য কাজ করছি। আমরা আশা করি, ২০৪১ সালের মধ্যে আমাদের শক্তির ৪০% পুনঃনবায়নযোগ্য উৎস থেকে পাওয়া যাবে।

আমরা প্রধান কার্বন নির্গমনকারী দেশগুলিকে উচ্চাভিলাষী NDCs গ্রহণ ও বাস্তবায়নের আহ্বান জানাই। উন্নত দেশগুলোকে অবশ্যই ১০০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে।

জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশের উন্নয়ন চাহিদার কথা বিবেচনা করতে হবে। আমরা ২৭তম জলবায়ু সম্মেলনে গৃহীত ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত তহবিলের জরুরি বাস্তবায়ন চাই।

সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা, লবণাক্ততা, নদী ক্ষয়, বন্যা ও খরা-জনিত কারণে জলবায়ু-অভিবাসীদের দায়িত্ব ভাগাভাগির ক্ষেত্রে আমি আন্তর্জাতিক সংহতির আহবান জানাই।

মাননীয় সভাপতি,

বিগত কয়েক বছরের আন্তঃসংযুক্ত সঙ্কটগুলি বিশ্বব্যাপী খাদ্য, জ্বালানি এবং পণ্য মূল্য বৃদ্ধি করেছে। জ্বালানি ও খাদ্য আমদানিকারক দেশ হিসেবে আমাদের আমদানি বিল উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, যা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

এসব চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, আমরা প্রতিটি মানুষের জন্য খাদ্য নিশ্চিত করেছি। আমরা নিম্ন আয়ের ১ কোটি মানুষকে সাশ্রয়ী দামে চাল ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করছি। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছি। আমি আমাদের জনগণকে নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করতে এবং কোনো জমি অনাবাদি না রাখার আহবান জানিয়েছি। আমাদের বিজ্ঞানীরা খরা, লবণাক্ততা, জলমগ্নতাসহ বিরূপ আবহাওয়া উপযোগী ফসলের জাত উদ্ভাবন করেছেন।

২০২২ সালে গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপ গঠন এবং এর মাধ্যমে বৈশ্বিক খাদ্য, শক্তি এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট মোকাবিলায় প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে বিভিন্নমুখী সমাধান প্রদানের জন্য আমি জাতিসংঘ মহাসচিবকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। খাদ্যপণ্য রপ্তানি এবং সরবরাহ শৃঙ্খলে বিদ্যমান সমস্যাসমূহের টেকসই সমাধান নিশ্চিত করার জন্য এই গ্রুপের অন্যতম চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আমি সব সময়ই জোর দিয়েছি।

আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন যে 'ব্ল্যাক সি গ্রেইন ইনিশিয়েটিভ' অকার্যকর হয় পড়েছে এবং এ ব্যবস্থার দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি। এছাড়াও, আমাদের মত দেশগুলোর জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে সারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া, উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণের লক্ষ্যে হিমাগার নির্মাণের জন্য আমাদের বৈশ্বিক বিনিয়োগ প্রয়োজন। আমি জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য আঞ্চলিক 'খাদ্য ব্যাংক' চালু করার প্রস্তাব করছি। আমাদের অবশ্যই জলবায়ু-সহনশীল ফসলের গবেষণায় একে অপরকে সহযোগিতা করতে হবে।

মাননীয় সভাপতি,



ভিশন ২০৪১-এর আওতায় 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে আমার সরকার বিপুল বিনিয়োগ করেছে এবং এর মাধ্যমে আমরা আমাদের দেশকে এমন একটি উচ্চ আয়ের, দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত দেশে পরিণত করতে চাই যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার এবং নিত্য নতুন উদ্ভাবনের পথ উন্মুক্ত করবে। সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, লিঙ্গসমতা নিশ্চিতকরণ এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল প্রযুক্তি যেমন বহুবিধ সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে সহায়তা করছে, তেমনি তা আবার বহুবিধ আন্তঃরাষ্ট্রীয় এবং অন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈষম্য সৃষ্টির মাধ্যমে বিদ্যমান বিভেদসমূহকে গভীরতর করছে। টেকসই প্রযুক্তির সমতাভিত্তিক প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা গেলে তা টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিপুলভাবে সহায়ক হবে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, দক্ষিণ-দক্ষিণ এবং ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতার মাধ্যমে ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসার এবং এর সুফলসমূহের সমতাভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

মাননীয় সভাপতি,

বাংলাদেশ ২০২৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হবে। আমি বিশ্বাস করি যে, বর্তমান বৈশ্বিক সঙ্কটসমূহ আমাদের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। তবুও, উন্নয়ন সহযোগী এবং উন্নত দেশসমূহকে আমাদের এ যাত্রায় তাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি; যা স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় আমাদের জন্য সহায়ক হবে। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য প্রযোজ্য বিশেষ সুবিধাসমূহ আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যাপ্তিকাল মোতাবেক প্রদান করার জন্য আমি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

এ বছরের মার্চ মাসে কাতারের দোহাতে অনুষ্ঠিত এলডিসি-৫ সম্মেলনে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য অপেক্ষমান দেশগুলোকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। আমি জাতিসংঘ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের দোহা কর্মসূচির সম্পূর্ণ ও কার্যকর বাস্তবায়নের আহ্বান জানাচ্ছি।

মাননীয় সভাপতি,

নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও নিয়মিত অভিবাসনের জন্য প্রণীত আন্তর্জাতিক কমপ্যাক্টের একজন প্রবক্তা হিসেবে আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই কমপ্যাক্টের পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পুনরায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। গত বছর অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক অভিবাসন পর্যালোচনা ফোরামের ফলাফলের পূর্ণ বাস্তবায়নের উপর আমরা বিশেষ গুরুত্বারোপ করছি।

মাননীয় সভাপতি,

আমরা বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের জন্য কিছু ন্যূনতম মানদ- স্থাপনের ধারণার প্রশংসা করি। এসকল লক্ষ্য অর্জনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা যেমন পর্যাপ্ত অর্থায়ন, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং উত্তম চর্চাসমূহ বিনিময় নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দিতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছি। বাংলাদেশের এই সাফল্য এই সাধারণ পরিষদ দ্বারা স্বীকৃত এবং প্রশংসিত হয়েছে। অনুরূপ আর্থ-সামাজিক অবস্থার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহ আমাদের এই মডেল অনুকরণ করতে পারে।

মাননীয় সভাপতি,

প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সমুদ্রসীমার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পর সুনীল অর্থনীতি বাংলাদেশের উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। আমরা বিশ্বাস করি, সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারকে কাজে লাগানোর জন্য সমুদ্রের আইন সম্পর্কিত জাতিসংঘ কনভেনশনের বিধানগুলির কার্যকর বাস্তবায়ন আবশ্যক।

একদিন আগে, আমি জাতিসংঘের সাগর সম্পর্কিত আইন অনুযায়ী দেশসমূহের জাতীয় অধিকারভূক্ত এলাকার বাইরে সামুদ্রিক জৈব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহারের জন্য Biological diversity of areas beyond national jurisdiction- BBNJ চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। বাংলাদেশ সম্প্রতি তার 'ইন্দো-প্যাসিফিক আউটলুক' প্রকাশ করেছে, যেখানে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই এবং সহযোগিতার মাধ্যমে সমুদ্রপথ এবং সামুদ্রিক সম্পদের ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় সভাপতি,

সর্বজনীন ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রতি বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি পূর্ণাঙ্গ ও অবিচল। আমরা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ সকল আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ এবং পারমাণবিক অস্ত্রসহ অন্যান্য অস্ত্রের প্রসারণ বন্ধ বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। আমরা অনতিবিলম্বে আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ এবং অস্ত্রের প্রসারণ বন্ধ বিষয়ক চুক্তিসমূহের পূর্ণ বাস্তবায়ন চাই।

মাননীয় সভাপতি,

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে আমাদের অবদান বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারেরই বহিঃপ্রকাশ। অদ্যাবধি ১ লাখ ৮৮ হাজার বাংলাদেশী নারী ও পুরুষ ৪০টি দেশে ৫৫টি শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীগণ তাঁদের পেশাগত দক্ষতা এবং কাজের জন্য সমাদৃত।

জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশনে নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা সংঘাত-পরবর্তী পুনর্গঠন প্রচেষ্টায় কাজ করে যাচ্ছি। জাতিসংঘের প্রতিরোধ কর্মসূচি বাস্তবায়নে জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের কার্যক্রমকে আমরা পুরোপুরি সমর্থন করি।

মাননীয় সভাপতি,

আমরা বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ এবং তৎসংশ্লিষ্ট হুমকি নিয়ে চিন্তিত; যা প্রতিনিয়ত তথ্যের অপব্যবহার এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুনভাবে আবির্ভূত হচ্ছে। আমার সরকার চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে "শূন্য সহনশীলতা" নীতি গ্রহণ করেছে। আমরা কখনই সন্ত্রাসবাদ কার্যক্রম সংঘটনে বা অন্যের ক্ষতি সাধনে আমাদের ভূমি ব্যবহৃত হতে দেই না।

যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অস্থিরতা, বিদ্বেষমূলক এবং উগ্রপন্থী বক্তব্য ছড়িয়ে পড়ায় আমরা উদ্বিগ্ন। সাম্প্রতিককালে পবিত্র কুরআন শরীফ পোড়ানোর মত জঘন্য অপরাধ আমাদের বিবেককে নাড়া দিয়েছে। এ ধরনের জঘন্য অপরাধ শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিকেই আঘাত করে না, এটি অস্থিরতাকে উসকে দেয় এবং বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

মাননীয় সভাপতি,

এই বছর আমরা সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনাপত্রের ৭৫তম বার্ষিকী পালন করছি। এই মাহেন্দ্রক্ষণে বিশ্ব মানবতার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে সকলের জন্য সমতা, ন্যায্যতা, স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টি যাতে উন্নয়নশীল দেশের উপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টিতে ব্যবহৃত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশের সংবিধান সকলের মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে। সকলকে আইনগত সুরক্ষা প্রদান ও সুবিচার নিশ্চিতকরণে গত এক দশকে বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থার তাৎপর্যপূর্ণ সংশোধন করা হয়েছে। একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে, জনগণের মানবাধিকার রক্ষায় আমরা সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের নির্বাচিত সদস্য হিসেবে আমরা সারা বিশ্বের আপামর জনগণের মানবাধিকার সংরক্ষণে অন্যান্য সদস্যগণের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি।

আজ এই অধিবেশনে আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করতে চাই যে, বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে যাবে।

মাননীয় সভাপতি,

এ বছর ফিলিস্তিনের উপর বিপর্যয় নিয়ে আসা - 'নাকবা' এর ৭৫ বছর পূর্ণ হলো। ফিলিস্তিনি জনগণের বৈধ অধিকার অর্জনের পথ এখনও আশার মুখ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। ফিলিস্তিনের জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশ ফিলিস্তিনের পাশে থাকবে।

মাননীয় সভাপতি,

আমি মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত মাসে রোহিঙ্গাদের বাস্তচ্যুত হওয়ার ছয় বছর পূর্ণ হয়েছে। সম্পূর্ণ মানবিক কারণে আমরা অস্থায়ীভাবে তাদের আশ্রয় দিয়েছি।

কিন্তু, পরিস্থিতি এখন আমাদের জন্য সত্যিই অসহনীয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের দীর্ঘায়িত উপস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনীতি, পরিবেশ, নিরাপত্তা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। প্রত্যাবাসন নিয়ে অনিশ্চয়তা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক হতাশার জন্ম দিয়েছে। এই পরিস্থিতি সম্ভাব্য মৌলবাদকে ইন্ধন দিতে পারে। এই অবস্থা চলমান থাকলে এটি আমাদের আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে ফিরে যেতে চায় এবং সেখানে তারা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে আগ্রহী। আসুন আমরা এই নিঃস্ব মানুষের জন্য তাদের নিজের দেশে ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করি।

মাননীয় সভাপতি,

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আমার পিতা, জাতির পিতা ও বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেদিন আমার মা, আমার তিন ছোট ভাই, দুই ভ্রাতৃবধূ, চাচাসহ পরিবারের মোট আঠার সদস্যকে হত্যা করা হয়েছিল।

আমার ছোট বোন এবং আমি বিদেশে থাকায় সেই বর্বরতা থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। এর আগে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের ত্রিশ লাখ দেশবাসীকে হত্যা করা হয়, দুই লাখ নারী নির্মম নির্যাতনের শিকার হন। আমি নিজে নিপীড়িত এবং যুদ্ধ ও হত্যার নৃশংসতার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে যুদ্ধ, হত্যা, অভ্যুত্থান ও সংঘাতের ভয়াবহতার কারণে মানুষ যে বেদনা ও যন্ত্রণা সহ্য করে তা অনুভব করতে পারি।

তাই, আজ আপনাদের সকলের কাছে, বিশ্ব নেতাদের কাছে আমার আবেদন, যুদ্ধ ও সংঘাতের পথ পরিহার করুন এবং আমাদের জনগণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্থায়ী শান্তি, মানবজাতির কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করুন।

সবাইকে ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু;
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।





প্রয়োজনে বাংলাদেশও স্যাংশন দেবে

(প্রথম পাতার পর)

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি প্রয়োগে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা স্যাংশন দেয়, তারা বিএনপি-জামায়াতের নানা কর্মকান্ডও দেখবে। যুক্তরাষ্ট্রের স্যাংসনে বিরোধী দলসহ সবার কথাই বলা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, যারা স্যাংশন দিচ্ছে, তাদের দেশের নির্বাচন নিয়েও সমস্যা আছে। তারা তাদের বিরোধী দলের সঙ্গে কি করছে, তাও আমরা জানি। আমরা তো, তাও করিনি। জাতিসংঘের ৭৮তম সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপরোক্ত কথা বলেন। শুক্রবার (২২ সেপ্টেম্বর) অপরাহ্নে জাতিসংঘের বাংলাদেশ মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এর আগে প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের ভাষন দেন। এবার নিয়ে শেখ হাসিনা ১৯তম বার জাতিসংঘে ভাষণ দিলেন। সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি আব্দুল মুহিত তার পাশে ছিলেন। অপরদিকে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. তৌফিক এলাহী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী এম মালেক সহ তাঁর সফরসঙ্গীদের অনেকেই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রদত্ত লিখিত বক্তব্য সময় স্বল্পতার কারণে তা পঠিত বলে গণ্য হবে উল্লেখ করে তিনি সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্বে চলে যান। খবর ইউএনএ'র।

সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতি প্রয়োগ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা কি ২০০১ সালের অবৈধ নির্বাচনের কথা ভুলে গেছে? ১৯৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার কথা। তিনি অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল আর হ্যাঁ-না ভোটের উদাহরণ দিয়ে বলেন, নির্বাচন নিয়ে এই সচেতনতা তখন তাদের (যুক্তরাষ্ট্র) কোথায় ছিল? ২০১৪ সালের নির্বাচন ঠেকাতে বিএনপির বিরুদ্ধে ভোটকেন্দ্র পোড়ানো, যানবাহনে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, ভিসানীতির কারণে এবার তারা হয়তো এত দূর যেতে পারবে না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভিসানীতির একটি সুবিধা হলো, এবার তারা (বিএনপি) জ্বালাও-পোড়াও করতে পারবে না। এতে জনগণের জীবন বাঁচবে।

ভিসানীতির মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে টার্গেট করলে কিছু বলার নেই উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, জনগণের ওপর নির্ভর করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে। এটাই হলো আমাদের স্বার্থকতা। কাজেই কে স্যাংশন দিলো, আর কে স্যাংশন দিলো না সেটা নিয়ে আমরা চিন্তিত নই। আওয়ামী লীগ চিন্তিত নয়। তিনি বলেন, আমার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন, হার্ভভার্ডে লেখাপড়া করেছেন। এখানে তাঁর পরিবার আছে, বাড়ী-ব্যবসা আছে। 'নিষেধাজ্ঞা দিলে দেবে। আমাদের তো বাংলাদেশ আছে।'

এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশে সংবিধানের আলোকে গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। কারো শক্তিতে বিশ্বাস করে নয় বরং জনগণের ভোটে ক্ষমতায় এসেছেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেউ আমাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়নি। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে। আমরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছি। কাজেই নির্বাচন স্বচ্ছ, অবাধ হোক- সেটা আমরাও চাই।

নির্বাচনের স্বচ্ছতার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন নির্বাচনে যতটুকু স্বচ্ছতা আছে তা আওয়ামী লীগের জন্য হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অনেকগুলো উপনির্বাচন হয়েছে, স্থানীয় সরকার নির্বাচন হয়েছে। জনগণ কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে।

প্রসঙ্গত শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া দন্ডিত আসামি হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী তাঁর নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাঁকে (খালেদা জিয়া) বাসায় থাকতে দিয়েছেন।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অবৈধভাবে ক্ষমতা নেবার কোন সুযোগ নেই। আমরা গণতান্ত্রিক ধারা এনেছি, সেটা অব্যাহত থাকবে। ভবিষ্যতে কে ক্ষমতায় থাকবে সেটা ঠিক করবে দেশের জনগণ।

রোহিঙ্গা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গা শরনার্থী ঘরে ফিরে যাক এটা অনেকেই চায় না। শরণার্থী হিসেবে থাকা কত কষ্টের সেটা আমি বুঝি। রোহিঙ্গারা নানা অপরাধমূলক কর্মকান্ডের যুক্ত হচ্ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী।

আগামী জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, একসময় বাংলাদেশের নির্বাচন সম্পর্কে কথাই ছিল, ১০টা হোন্ডা, ২০টা গুন্ডা। বিএনপি এক কোটি ২০ লাখ ভুয়া ভোটার করেছিল। ১৯৯৬ সালে ভোটারবিহীন নির্বাচন বিএনপিই করেছিল। তারা দেড় মাসও টিকতে পারেনি। তিনি বলেন,ট্রান্সপারেন্ট ব্যালট বাক্স, ছবিসহ ভোটার তালিকা, মানুষের মধ্যে ভোটের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এগুলো আমরা করেছি। ভোট ও ভাতের অধিকার আওয়ামী লীগই করেছে। আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব এটি আমারই স্লোগান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগই নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে আইন করেছে। স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স চালু করেছে এবং নির্বাচন কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা দিয়েছে।

কন্যা সায়মা ওয়াজেদের রাজনীতিতে আসার সম্ভাবনা আছে কিনা এমন এক প্রশ্নের উত্তরে শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর (সায়মা) নেতৃত্বে আসার সম্ভাবনা নেই। ছেলে-মেয়েকে এনে চেয়ারে বসিয়ে দিবো এটা আমি বিশ্বাস করি না। কে আসবে না আসবে, তা বাংলাদেশের জনগণ ও দল ঠিক করবে। বলেন, সায়মা ওয়াজেদ অটিজম নিয়ে কাজ করছে। ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছে, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে কাজ করছে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্ক সফর সম্পর্কে গণমাধ্যমকে অবহিত করতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা লেখক মো. নজরুল ইসলাম সংবাদ সম্মেলন সঞ্চালনা করেন।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.
917-282-9256
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury, Esq
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বিএনপি নেতা মালেকের সম্মানে জাসাসের সংবর্ধনা























চিত্রে জাতিসংঘ ভবনের সামনে বিএনপি'র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ





















চিত্রে জাতিসংঘ ভবনের সামনে বিএনপি'র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ













SYLHET MOTORS
Getting Approved is EASY
BAD CREDIT ?
NO CREDIT ?
No Problem...
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
QUALITY PRE-OWNED VEHICLES
YOU WORK
YOU DRIVE
Address: 161-05 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432
Phone: 718-523-3044, www.sylhetmotors.com

চিত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্মানে আয়োজিত সংবর্ধনা



















চিত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্মানে আয়োজিত সংবর্ধনা





















গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি,
বিশ্ব শান্তি মডেলের প্রণেতা (জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত), স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানের রূপকার, বঙ্গবন্ধু কন্যা, দেশরত্ন



জননেত্রী শেখ হাসিনা'র

জাতিসংঘের ৭৮তম অধিবেশনে যোগদান ও ২৮ সেপ্টেম্বর শুভ জন্মদিন উপলক্ষে

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন



ক্যালভিন মন্ডল
ফাউন্ডার চেয়ারম্যান - ক্যাথরিনা লাভ ফর বাংলাদেশ।
ও পরিবারবর্গ

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm





ওয়াশিংটনে প্রধানমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, সহ সভাপতি ড. মুহাম্মদ আলী মানিক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিজাম চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগ নেতা জাহিদ হাসান, রায়হান ও মাহফুজ উপস্থিত হোটেলে উপস্থিত থেকে প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানান বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থান করবেন। ডিসি সংলগ্ন রাজ্য ভার্জেনিয়ায় তাঁর সন্তান ও আইটি উপদেষ্টা সজিব ওয়াজেদ জয় বসবাস করেন। প্রধানমন্ত্রী আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনের উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটন ডিসি ত্যাগ করবেন এবং ৩ অক্টোবর পর্যন্ত লন্ডনে অবস্থান করবেন। সফর শেষে দেশের উদ্দেশ্যে লন্ডন ত্যাগ করবেন এবং ৪ অক্টোবর তাঁর ঢাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

এর আগে, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে যোগ দিতে গত ১৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতিসংঘে ভাষণ দেন এবং প্রথমবারের মতো নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনা সভায় যোগ দেন ২২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার।

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: popultaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
tax refund
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC

MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
Microsoft SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL

Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট

সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps | Scrum Master & Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us



‘রাত ৩টায়ও ডেথ বোলিং করতে পারবে মোস্তাফিজ’

স্পোর্টস ডেস্ক: নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে গত ২১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার মিরপুরে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। ৭ ওভারে এক মেডেনসহ ২৭ রানে ৩ উইকেট শিকার করেন ‘দ্য ফিজ’ খ্যাত এই তারকা পেসার। যদিও বৃষ্টির কারণে খেলাটি পরিত্যক্ত হয়।

তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে দুর্দান্ত বোলিং করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন মোস্তাফিজ। তার বোলিং পারফরম্যান্স নিয়ে বাংলাদেশ দলের ভারপ্রাপ্ত কোচ নিক পোথাস, মোস্তাফিজ মাসখানেক ধরেই খেটে যাচ্ছে, নতুন বলে ছন্দ ফিরে পেতে। পেস বোলিং কোচ অ্যালান ডোনাল্ডের সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করেছে। সেগুলোর ফসলই দেখতে পাচ্ছে।

পোথাস আরও বলেন, এটি আসছে ঠিক বিশ্বকাপের আগে, একেবারে উপযুক্ত সময়ে। তার জন্য অনেক ভালো লাগছে আমাদের। আমরা তার ডেথ বোলিংয়ের মান জানি। আপনি তাকে ভোররাত ৩টায় ডেকে তুলে ডেথ বোলিং করতে বলতে পারেন, সে (তখনো) বিশ্বের সেরাদের সঙ্গেই সেটি করবে। মোস্তাফিজের প্রশংসা করেছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক লকি ফার্গুসনও, তিনি বলেন, মোস্তাফিজ বেশ ভালো বোলিং করেছে, নতুন বলে সিমে হিট করেছে। আর বল পুরোনো হয়ে গেলে তো গতি কমে আসবেই।

‘পরবর্তী কোহলি হতে চান শুভমান গিল’

স্পোর্টস ডেস্ক: শুভমান গিল যে ভারতীয় ক্রিকেটের উঠতি সুপারস্টারদের একজন, এ নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই বললেই চলে। ২৪ বছরের এই তারকার নাম ভারতীয় দলের সেরা ব্যাটসম্যানদের তালিকাতেই রয়েছে। তবে মনে করা হচ্ছে, শুভমান গিলের নিজের সেরাটা এখনো দেওয়ার বাকি রয়েছে। কারণ তার ব্যাটিং গ্রাফ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি করছে। ২০২৩ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ থেকেই গিল ভালো ছন্দে রয়েছেন। তবে তার আগে গিলের গ্রাফটা কিছুটা হলেও নিম্নমুখীই ছিল। সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপে শুভমান ৭৫.৫০ গড়ে ছয় ম্যাচে ৩০২ রান করেছে। তিনি সর্বোচ্চ স্কোরার হিসেবে টুর্নামেন্ট শেষ করেছেন।



ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার সুরেশ রায়না মন্তব্য করেছেন, গিল পরবর্তী বিরাট কোহলি হতে চান। রায়না দাবি করেছেন, ও বিশ্বকাপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়দের একজন হবে। আমি জানি, ও একজন সুপারস্টার হতে চায় এবং পরবর্তী বিরাট কোহলি হতে চায় এবং ইতোমধ্যে সেই লক্ষ্যেই রয়েছে এবং এই বিশ্বকাপের পরে, আমরা ওকে আরো বেশি আলোচনা করব।

রায়না আরো বলেছেন, ও একজন অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যাটার। স্পিনাররা বুঝতেই পারে না, কোথায় ওকে বল দেবে। এবং যদি ফাস্ট বোলাররা বল সুইং করাতে না পারে, তবে ও সেই বলগুলো স্ট্রেট বা ফ্লিক দিয়ে সত্যিই ভালো খেলতে পারে। ওর মানসিকতা এখানেই থেমে থাকবে না। ২০১৯ বিশ্বকাপে রোহিত শর্মা যা করেছিল, গিল এই বছর ভারতের জন্য একই কাজ করতে পারে। ও ব্যাট করার জন্য ৫০ ওভার পাবে, তাই এটি ওর ব্যাটিংয়ের জন্য একটি টেক অফ পয়েন্ট। আমি মনে করি, ও একজন জন্মগত নেতা। এবং ও ওর খেলায় সেটা দেখিয়েছে ও।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে, বিশেষ করে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ এবং পাঁচটি টি-টোয়েন্টিতে দুর্বল পারফরম্যান্স করার পরে শুভমান গিলকে প্রচুর সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। এশিয়া কাপে তার প্রত্যাবর্তনের ফলে ২০২৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ারদের তালিকায় ফের জায়গা করে নিয়েছেন এই ব্যাটার।

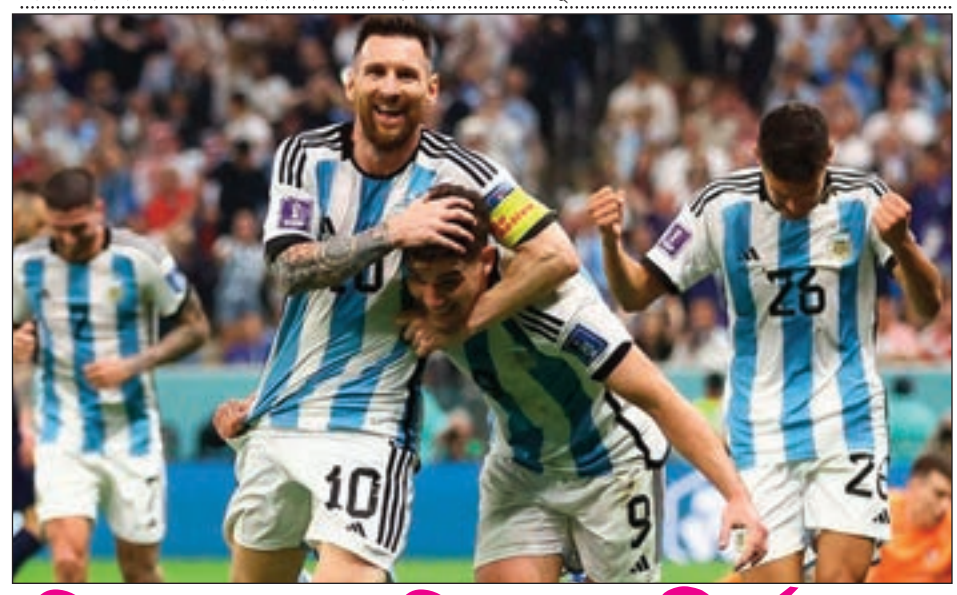
রায়না বলছিলেন, ও দেড় বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে খেলছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে মাঝপথে ও লড়াই করেছে, কিন্তু যে ভাবে ও ফিরে এসেছে এবং এশিয়া কাপে ভালো রান করেছে, সেটা ইতিবাচক। ভালো ফুটওয়ার্ক ব্যবহার করেছে।

দল ঘোষণার আগের দিন দায়িত্ব ছাড়লেন হাফিজ

স্পোর্টস ডেস্ক: এতদিন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন মোহাম্মদ হাফিজ। তবে বিশ্বকাপ দল ঘোষণার ঠিক একদিন আগে পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন তিনি। গত ২১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসে পিসিবি থেকে অব্যাহতির কথা জানান হাফিজ। তিনি লিখেছেন, পাকিস্তান ক্রিকেটের টেকনিক্যাল কমিটি থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি একজন সম্মানিত সদস্য হিসেবে কাজ করেছি। আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য জাকা আশরাফকে ধন্যবাদ দিতে চাই। জাকা আশরাফ যদি পাকিস্তান ক্রিকেটের প্রয়োজনে আমার কোনো পরামর্শ চায়, তা হলে সাহায্য করার জন্য সবসময় আমি প্রস্তুত আছি। পাকিস্তান ক্রিকেটের জন্য শুভকামনা। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।



এদিকে বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারের ইনজুরি এবং সর্বশেষ এশিয়া কাপে আশানুরূপ সাফল্য না পাওয়ায় বিশ্বকাপের জন্য পাকিস্তানের স্কোয়াড ঘোষণায় দেরির কথা আগেই জানা গেছে। এ নিয়ে গতকাল জরুরি বৈঠকে বসেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। যেখানে বাবর আজম অধিনায়ক এবং শাদাব খানকে সহ-অধিনায়ক করে বিশ্বকাপ দল ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ পূর্ণাঙ্গ স্কোয়াড ঘোষণা করার কথা রয়েছে।



ফিফা র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করল আর্জেন্টিনা

স্পোর্টস ডেস্ক: ফিফা র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষস্থান মজবুত করল আর্জেন্টিনার। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ফ্রান্সের সঙ্গে লিওনেল মেসিদের ব্যবধান আরও বেড়ে গেল। গত ২১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার নতুন র‍্যাংকিং প্রকাশ করে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। তালিকায় ওপরে থাকা আর্জেন্টিনার পয়েন্ট বেড়ে হয়েছে ১৮৫১.৪১। গত জুলাইয়ে সবশেষ প্রকাশিত র‍্যাংকিংয়ে ১৮৪৩.৭৩ পয়েন্ট ছিল মেসিদের।

দুই নম্বর পজিশনে থাকা ফ্রান্স ৮.৬৫ পয়েন্ট পিছিয়ে গেছে। আগের র‍্যাংকিংয়ে আর্জেন্টিনার সঙ্গে তাদের পয়েন্টের ব্যবধান ছিল মাত্র ০.১৯। তিন নম্বর পজিশনে থাকা ব্রাজিলের পয়েন্ট ৯.৩৪ বেড়ে ১৮৩৭.৬১ হয়েছে। ফিফার প্রকাশিত র‍্যাংকিংয়ে চতুর্থ থেকে সপ্তম স্থান পর্যন্ত কারও অবস্থান পরিবর্তন হয়নি।

এক ধাপ এগিয়ে আটে উঠে এসেছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর পর্তুগাল। তাদের জায়গা দিতে গিয়ে নয়ে নেমে গেছে ইতালি। দশম স্থান রয়েছে স্পেনের দখলে। আফ্রিকার দলগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে মরক্কো। তারা একধাপ এগিয়ে ১৩ নম্বরে উঠে এসেছে। এশিয়ার দলগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে জাপান। তারা আছে ১৯তম পজিশনে।

‘গামিনির পক্ষে মিরাকল কিছু ঘটানো সম্ভব না’

স্পোর্টস ডেস্ক: বৃষ্টিতে ভেসে গেল বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার প্রথম ওয়ানডে। জয়ের সুবাস পাওয়া বাংলাদেশ ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় হতাশ। গত ২১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার মিরপুরে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে টস হেরে আগে ব্যাট করে নিউজিল্যান্ড। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ৩৩.৪ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৩৬ রান করে নিউজিল্যান্ড। এরপর শুরু হয় বৃষ্টি। বৈরি আবহাওয়ার কারণে খেলা আর হয়নি। ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ার পর বাংলাদেশ দলের কোচ নিক পোথাস বলেন, আমরা পিচকে রেট করছি না। গত তিন সপ্তাহ ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। পিচ বড় জোর দুই ঘণ্টা রোদ খেয়েছে। আপনি এতে আর কি আশা করেন? এজন্য প্রধান কিউরেটর গামিনি ডি সিলভাকে দোষ দেওয়া যায় না। তার পক্ষে তো মিরাকল ঘটানো সম্ভব না। আমার মনে হয়েছে এই সময়ে তিনি যথেষ্ট ভালো কাজ করেছেন। কোচ আরও বলেন, পরের ম্যাচের উইকেট ভিন্ন হতে পারে। এমন হলে দলের সমন্বয় ভিন্ন হতে পারে। লম্বা সময় ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, গামিনি ও তার দল অসাধারণ কাজ করেছে।





‘কবে ক্ষমতা ছাড়ছেন’ ‘ক্ষমতা ছাড়বো কেন’

(প্রথম পাতার পর)

নাস্তা করা অবস্থায় যার সঙ্গে মন্ত্রী কথা বলছেন তিনি হলেন সাংবাদিক, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাবেক উপ প্রেস সেক্রেটারী মুশফিকুল ফজল আনসারী।

কুশল বিনিময়ের এক ফাঁকে ওই সাংবাদিক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জানতে চান, ‘কবে ক্ষমতা ছাড়ছেন?’ তার এই প্রশ্ন এবং মন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে ছবিটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। আর ওই ভাইরাল ছবি ও নিউজে নেটিজেনরা নানান মন্তব্য করছেন, বক্তব্য দিচ্ছেন। হাজার হাজার লাইক ও শেয়ার পড়েছে ওই সচিত্র খবরে। ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিকে কাজ করতেন মুশফিকুল ফজল আনসারী। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর সরকারের মেয়াদের শেষ দিকে তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রেস উইংয়ে কাজ করেছেন। এখন থাকেন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে। সেখান থেকে প্রকাশিত সাউথ এশিয়া পার্সপেক্টিভ জার্নালের নির্বাহী সম্পাদক। ওয়াশিংটন ন্যাশনাল প্রেসক্লাব এবং হোয়াইট হাউজ প্রেস কোরের সদস্য। জাতিসংঘ সংবাদদাতা সমিতিরও সদস্য তিনি। তার সম্পাদনায় ‘জাস্ট নিউজ’ নামে অনলাইন পোর্টালও রয়েছে।

সাংবাদিক মুশফিকুল ফজল আনসারী বাংলাদেশের রাজনীতি সচেতন মানুষদের কাছে খুবই পরিচিত মুখ। হোয়াইট হাউস, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর ও জাতিসংঘের প্রেস ব্রিফিংগুলোতে নিয়মিত কভার করেন এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গ উত্থাপনের মধ্য দিয়ে এই পরিচিতি লাভ করেন। তবে সরকার-সমর্থকরা যে তার প্রতি বিরূপ সেটাও গোপন নয়। তাকে (আনসারী) সাইজ করতে সরকার সমর্থিত একজন বাংলাদেশী সাংবাদিককে হোয়াইট হাউস, পররাষ্ট্র দফতরে এসাইন্ট করা হয়। কয়েকদিন আগে ওই সাংবাদিক ‘বাংলাদেশে বিরোধী দলের জ্বালাও পোড়াও এবং গুম-খুন’ নিয়ে প্রশ্ন করায় তার প্রশ্নের অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য করে এড়িয়ে যান পররাষ্ট্র দফতরের মুখপত্র।

গত শনিবার (২৩ এপ্রিল) নিউইয়র্কের বাঙালীপাড়া জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্তোঁরায় সকালের নাশতা খেতে আসেন মুশফিকুলর ফজল আনসারী। তার সঙ্গে ছিলেন আরো কয়েকজন। এ সময় হঠাৎ রেস্টুরেন্টে হাজির হন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ও তার স্ত্রী সেলিনা মোমেন। সাংবাদিক মুশফিকুল নাস্তা করছেন শুনেই মুশফিকুলের টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কুশল বিনিময় করেন। চেয়ার টেনে বসে বেশ গল্প জুড়ে দেন। স্ত্রী ছাড়াও তার সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা ছিলেন। উল্লেখ্য, ড. মোমেন আর আনসারী উভয়েই সিলেট জেলাবাসী।

রেস্তোরায় আনসারীর সঙ্গে নাস্তা করছিলেন ভার্জিনিয়ার ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট জাহিদ খান। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে গণমাধ্যমকে তিনি বলেন, সাংবাদিক মুশফিকুল তার কয়েক বন্ধুসহ নবান্ন রেস্টুরেন্টে বসে সবেমাত্র নাশতা খেতে শুরু করেছিলেন। ঠিক তখনই সেখানে সস্ত্রীক হাজির হন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন। তিনি সোজা মুশফিকুলের টেবিলের সামনে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। মন্ত্রী আমেরিকান জীবনের নানা অধ্যায়ের গল্প করেন। উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশীদের সবচেয়ে বড় সংগঠন ফোবানা গঠনের ক্ষেত্রে নিজের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কথাবার্তার এক পর্যায়ে মুশফিকুল ফজল আনসারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘কবে ক্ষমতা ছাড়ছেন?’ জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন বলেন, ‘ক্ষমতা ছাড়বো কেন? এবার নির্বাচন হবে নির্বাচনের মতো। মন্ত্রী পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন ‘আমেরিকায় কি নির্বাচনের সময় প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা ছাড়ে?’ তখন সাংবাদিক মুশফিক বলেন, ‘এই তুলনা (আমেরিকার তুলনা) করবেন না। দেশের (বাংলাদেশ) সব প্রথা-প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে গেছে। এসব কেতাবি কথা বলে কী লাভ? বরং প্রধানমন্ত্রীকে বুঝিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারেন ক্ষমতা থেকে সরে পড়েন। অবস্থা কিন্তু ভালো না। বিপদে পড়ে যাবেন। তখন আর কিছুই করার থাকবে না। বরং এখনই বিদায় নিলে দেখা যাবে কিছু করা যায় কি-না। পাল্টা উত্তরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘না আমরা এসব নিয়ে চিন্তা করছি না। তবে হ্যাঁ পরিস্থিতি কিছুটা খারাপ। অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, কারও সাথে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনাও করা যায় না। সবাই পেছনে লেগে থাকে। সেদিন আমার এক বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তার বাড়িতে গেলাম। আমার আরেক বন্ধু বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুলও সেখানে এসেছিল। সেটা নিয়ে কত কথা!’ এর প্রেক্ষিতে মুশফিকুল বলেন, ‘আপনার দল আওয়ামী লীগই দেশটাকে এই জায়গায় নিয়ে গেছে।’

এক পর্যায়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী উঠে গিয়ে স্ত্রী ও সঙ্গীদের নিয়ে অন্য একটি টেবিলে বসেন। সচিত্র এই খবর এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, ব্লগ, টুইটারে ভাইরাল। ইউটিউবে এই সচিত্র খবর নিয়ে ইউটিউবাররা নানান মন্তব্য-বক্তব্য প্রচার করছেন।

নিউইয়র্কে চাই আরও গাছ

(প্রথম পাতার পর)

আইনপ্রণেতারা এ সংক্রান্ত নিউইয়র্ক সিটি চার্টারের সংশোধনী পাশ করেছেন। মেয়র এরিক অ্যাডামস তাতে সই করার অপেক্ষা।

এ অবস্থায় নিউইয়র্কের জলবায়ু অ্যাডভোকেটেরা বলছেন, নগরে আরও বেশি গাছ রোপণ করতে। তারা বলছেন, বেশি গাছ লাগালে নগরের নেইবারহুডগুলো আরও শীতল হবে, তাপমাত্রা কমে আসবে আর জনস্বাস্থ্য উন্নত হতে পারে।

গেলো গ্রীষ্মে নগরে প্রচণ্ড তাপমাত্রার অভিজ্ঞতার পর কথাগুলো গুরুত্ব পাচ্ছে সকল মহলে।

সিটি কাউন্সিলওম্যান গেল ব্রুয়ার এই বিল এনেছেন। নগরের সেন্ট্রাল পার্ক, লিঙ্কন স্কয়ার ও আপার ওয়েস্ট সাইডের প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি।

ন্যাচার কনজারভ্যান্সির নিউইয়র্ক সিটি প্রোগ্রামের পরিচালক এমিলি ম্যাক্সওয়েলকে সাথে নিয়ে সিটি হলে গত মঙ্গলবার এই সংশোধনী বিলটি আনেন গেল।

ম্যাক্সওয়েল বলেন, গাছ পরিবেশের জন্য জরুরি। গাছ বাতাস যেমন বিশুদ্ধ রাখে তেমনি সড়কগুলোকে রাখে শীতল। কমিউনিটির সৌন্দর্য বাড়ায়। নগরবাসীর জন্য বসবাস উপযোগী পরিবেশ তৈরি করে। এছাড়াও গাছের কারণে পানিও পরিষ্কার থাকে। সব মিলিয়ে গাছ আমাদের সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর জীবন দেয়। আমাদের ভালো লাগতে সাহায্য করে।



বাঃলাদেশিদের বিভক্তি নয়, একতা। এবার যুদ্ধ হবে অস্ত্রে নয়, ভালোবাসা ও দেশপ্রেমে। আমাদের প্রেমের নাম বাংলাদেশ ও আমেরিকা

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ, গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর





*নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামস বক্তব্য রাখছেন ব্রুকলিনে **চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস** এসোসিয়েশন আয়োজিত পথমেলায়। পাশে গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ।*



ব্রুকলিনে চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন আয়োজিত পথমেলা উদ্বোধনের পর প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ।



*সম্প্রতি নিউইয়র্কের **লাগোর্ডিয়া ম্যারিওট হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দুদিনব্যাপী বাংলাদেশ সম্মেলন।** সম্মেলন উদ্বোধন করেন **গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর, বীর মুক্তিযোদ্ধা স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ।***



*বাংলাদেশ সম্মেলনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিখ্যাত শিল্পী **পবন দাশ বাউল। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্যার** ড. আবু জাফর মাহমুদ তাঁর হাতে বিশেষ সম্মাননা তুলে দেন।*



দি বার্মিজ রোহিঙ্গা এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা'র 'ভয়েস ফর ভয়েসলেস' শীর্ষক তিনদিনব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম শেষে একমাত্র ও সর্বোচ্চ সম্মাননা 'ড. ওয়াকার উদ্দিন লাইফট্যাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়েছে মানবিক অধিকারের নিরন্তর সংগ্রামী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদকে।



'ড. ওয়াকার উদ্দিন অ্যাওয়ার্ড গ্রহণের পর বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার পরিবারের সঙ্গে গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ।

ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

PEOPLE UNITED FOR PROGRESS
POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES

Abu Zafar Mahmood Foundation

জয় বাংলাদেশ
JOY BANGLADESH MEDIA INC.

JBTV
JOY BANGLADESH TELEVISION

CDPAP SERVICES
বাংলাদেশি কন্যা বাংলাদেশি সেবা, মানুষ মানুষের জন্য
www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com



সাহিত্য সাময়িকী

বয়স বেড়ে গেলে
মতিন বৈরাগী

আমার বয়স হয়েছে;
বেদনাদায়ক কোনো সংবাদ বা দৃশ্য-কৌতুক অথবা রাজার কাহিনি
এবং তার গোপন চাতুর্য
কোনো কিছুই আর জানতে ইচ্ছে করে না
আমি সারাদিন আমার মধ্যে গুটিয়ে থাকি অলস বিড়ালের মতো
বাছাই করি না কোনো ভালোমন্দ কিংবা তার মাতলামির নাচ,
সম্ভবত কোনো ভালো কে আর চিনতে পারছি না,
তাই চোখ নামিয়ে রাখি-

তবে:
কখনও কখনও আমার চোখের আলো ফিরে আসলে আমার ভিতরটা
বেশ ভালো করে দেখতে পাই; কিংবা বাহিরও খানিকটা;
দেখতে পাই চারদিকে লোভের নানা রংয়া লেজ
সুরুত সুরুত লাফাচ্ছে। আমার বিবমিষা লাগে।
আহত হয় আমার আত্মা,
আর সে রূপান্তরীত হয় একটা আজব কচ্ছপে।
আমি কচ্ছপগতিতে হাঁটি আরও কোনো ন্যারেটিভের আশায়
আমি তখন অনেকের বয়ান ভাষা পড়তে পারি
আকাশে কোনো রোদ না থাকলেও;
এই নিয়ে এখন আমার দিনলিপি।
আর শীতপাখিদের গণতন্ত্রের চলমান নকশায় আগামীর
দাসত্বের চিত্রগুলো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।
কিন্তু এসব ভাবতে গেলেই
আমার বয়স আরও বেড়ে যায় আর ঝুলে থাকি পেন্ডুলাম
বিরান আকাশে।

আজকাল কখনও কখনও খুব ভোরে
ঘুম ভেঙে গেলে দরজায় দেখি একটা কফিন ঠেস দেয়া
আর তাতে ধুলোবালি কাঁকড় জমে আছে
আবার কখনও কুশায়াশার পাতলা আস্তরণ, ভেতরটা আবছায়া;
সেখানে শুয়ে আছে কবি বোদলেয়ারের করুণ আত্মা।

স্বপ্নের মধ্যে
শঙ্খশুভ্র পাত্র

ট্রেনের জানালা, ওই মুখচ্ছবি মনে পড়ে দিগন্তসমান...
শূন্য প্ল্যাটফর্ম একটি দীর্ঘ সরলরেখা আমার স্বপ্নের ভিতরে
আঁকাবাঁকা নদী হয়ে দিনান্তে মিলিয়ে যায়
তীরে জেগে-থাকা কাশবনে একাকী চাঁদের খেলা-
ওই একটা ট্রেন, তার কু-ঝিক-ঝিক যেন আমাদের
দুরন্ত ছেলেবেলা... শর্তহীন আনুগত্য
বছরের পর বছর চলে যায়- আমাদের বয়স বাড়ে না
স্বপ্নের মধ্যে একটি ট্রেন, বিদায়জানালা, ওই মুখচ্ছবি
দীর্ঘশ্বাসের মতো বেঁচে থাকে মায়াবী হাওয়ায়...

কতকাল হাত পেতে রবে
দুখু বাঙাল

বেড়াল পুষি না আমি, আমার পোষ্যরা সব বাঘের সন্তান
শব্দের অরণ্যে যারা তিনবেলা লেফট-রাইট করে
ভাইরাসবিস্তৃত পৃথিবীতে শান্তির বিপরীতে যুদ্ধই সম্বল
যুদ্ধেই দেশে দেশে মানচিত্র বিবর্তিত হয়
যুদ্ধেই বাঙময় হয়ে উঠে স্বাধীনতার উড্ডীন পতাকা
যুদ্ধেই কার্পাসের মতো উড়তে থাকে জারের প্রাসাদ
যুদ্ধেই তাল বৃক্ষের মতো বৃষ্টির পরশ পেয়ে
দিকে দিকে মুখরিত হয়ে ওঠে শান্তির বয়ান।

বেড়াল পুষি না আমি, আমার পোষ্যরা সব বাঘের সন্তান
হুকুমের অপেক্ষায় যারা আমার মুখের দিকে দৃষ্টি ফেলে রাখে
কখনো পর্বত যদি দাঁড়ায় সমুখে 'হ্যান্ডস আপ' বলে যারা
কম্পমান করে তোলে থির পৃথিবীকে
আগামী পৃথিবীর অপেক্ষায় যারা প্রতিক্ষণ নিজেকে শাণিত করে
মুখোমুখি হতেই বশ্যতায় হাত তুলে দাঁড়িয়ে যায় তাতার বাহিনী
যা কিছু অর্জন এই মানুষের সবটাই যুদ্ধের ফসল
শান্তির দুয়ারে আর কতকাল পৃথিবীটা হাত পেতে রবে!

চোখ দুটি গন্ধম ফলের দিকে চেয়ে অনড়
হিলারী হিটলার আভী

দেবদারু কাঠ দিয়ে তৈরি করেছি প্রাণহীন এক মানবী
ভিতরে কন্টক পাথর দিয়ে তৈরি করেছি হৃদযন্ত্র!

রিমোট কন্ট্রোলে নড়েচড়ে তোতার মতো কথাও বলে
গন্ধম ফলের দিকে চেয়ে মৃগয়া হাসে!

আজ দেখি রিমোটটি নষ্ট হয়ে গেছে
মানবী আর নড়েচড়ে না - কথাও বলে না,
শুধু তার চোখ দুটি গন্ধম ফলের দিকে চেয়ে অনড়!

অন্তরণ
স.ম. শামসুল আলম

জল গড়াতে গড়াতে যেখানে থেমেছে, থেমে গেছে, বাধ্যতামূলক।
সেখানে আমি গা-ছেড়ে বসে আছি, ডানা-ঝাপটানো মাছরাঙা, শঙ্খচিল।
মানুষকে কোনো-না-কোনোভাবে স্থিত হতে হয়।
পাথর পারে না। পাহাড় পারে না। পাখি পারে।

কোনো কোনো জল ফেভিকেল আঠা হয়ে যায়।
কোনো কোনো আঠা আটকে রাখতে ব্যর্থ।
এইসব ঘটনঅঘটনের ভেতরে চলমান সার্কাস দৃশ্যত মানুষের।
একজন বাঁদর নাচায়। অনেকেই দেখে।
বেদেরা সাপের ঝাঁপি খোলে। সাপ নৃত্য করে।
মানুষেরা দেখতে দেখতে ক্লান্ত।

দিন বদলে গেলেও পড়ে থাকে স্মৃতি। মাকড়সা হাঁটে।
তার পাছা থেকে বেরয় আঠালো সুতো। কী অদ্ভুত উর্ণনাভ-জাল!
জাল ও জলের আয়নায় স্পষ্ট দেখি আমাকে আবার।
গা-ছেড়ে বসে, নাকি আটকে আছি, নাকি স্থিত, থিতু।
নাকি নিজেই মহাপুরুষ, জলে আছি, জালে আছি।

অপ্রকাশিত ভালোবাসা
বিচিত্র কুমার

কলমের কালি থেকে যে উড়ন্ত পাখি বের হয়
সে শুধু কেবল কোন কবিতার উড়ন্ত পাখি'ই নয়;
হয়তো বা কোন এক কবির ভাবনার প্রতিমূর্তি,
কিম্বা হতে পারে তার বাস্তব কল্পনার জীবন্ত এক পাখি।

হতে পারে সেই পাখির সাথে কবি স্বপ্নে কথা বলে
তার সাথে ইচ্ছে নদীতে সাঁতার কাটে;
মনের অজান্তেই আবেগের দেশে হারিয়ে যায়,
নদী-নালা বন-জঙ্গল সমুদ্র-সৈকত পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে;
ওই স্বপ্নপূরীর দেশে।

সে শুধু কবির কাছে স্বপ্নের সুখ পাখি'ই নয়
হয়তো বা তার জীবনের আরও অনেক কিছু;
যে স্বপ্নে হাতছানি দেয় আবার স্বপ্নে হারিয়ে যায়
ধূসর পান্ডুলিপির মতো-
কিছু স্মৃতি কিছু স্বপ্ন রেখে যায় নকশীকাঁথার মাঠে।

যা কেউ জানে না, কেউ কখনো বোঝার চেষ্টাটুকুও করে না;
কবিতা আসলে কবির কাছে শুধু কবিতা'ই নয়।
হয়তো বা কোন কবির আবেগ জড়িত কিছু রোমান্টিক স্মৃতিকথা;
কিম্বা কবির মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা আবেগ অনুভূতি,
অথবা অপ্রকাশিত ভালোবাসা।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549



ডিভোর্স ইস্যুতে পরীমনিকে যে পরামর্শ দিলেন জায়েদ

বিনোদন ডেস্ক: অভিনেতা শরিফুল রাজ ও চিত্রনায়িকা পরীমনির সংসার ভেঙে গেছে। সোমবার রাজের ঠিকানায় ডিভোর্স লেটার পাঠিয়েছেন অভিনেত্রী। বুধবার গণমাধ্যমে উঠে আসে তাদের বিচ্ছেদের খবর। এর পর শুরু হয় নানা মহলে আলোচনা-সমালোচনা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রীতিমতো ঝড় বয়ে যাচ্ছে। তবে দুঃসময়ে অনেকেই দিচ্ছেন পরীমনিকে নানা পরামর্শ।

রাজ-পরীমনির বিচ্ছেদ ইস্যুতে কথা বলেছেন চিত্রনায়ক জায়েদ খানও। একসময়ে সিনেমায় পরীমনির নায়ক ছিলেন জায়েদ। সেই নায়িকার ব্যক্তিগত জীবনে এখন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। পরীমনির ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ভক্তদের আগ্রহ নিয়ে জায়েদ বলেন, আমি মনে করি দাম্পত্য জীবন একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। এ বিষয়গুলো পাবলিকলি এলে শিল্পীদের সম্মান নষ্ট হয়।

পরীমনি একের পর পোস্ট দিয়ে রাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আসছেন। এ বিষয়ে পরীমনিকে পরামর্শ দিয়ে জায়েদ বলেন, শিল্পীদের মানুষ এখন আর আগের মতো সম্মান করে না। এর কারণ হচ্ছে– ব্যক্তিগত বিষয় সামনে চলে আসছে। আমার পরামর্শ থাকবে– সিনেমার বাইরে ব্যক্তিগত বিষয়গুলো নিজেরাই সমাধান করা উচিত। এগুলো পাবলিকটি এলে পুরো শিল্পীদের ওপর প্রভাব পড়ে।

জায়েদ খান আরও বলেন, রাজ-পরীমনির বিচ্ছেদ ঘটেছে, এটি তাদের ব্যক্তিগত বিষয়। আমি মনে করি ডিভোর্সটা বিয়েরই একটি অংশ। এটি নিয়ে আমার কথা বলা ঠিক হবে না।

সন্তানকে নিয়ে যে ভিডিও বার্তা দিলেন পরীমনি



বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই সিনেমার অভিনেতা শরিফুল রাজকে ডিভোর্স দিয়েছেন পরীমনি। তবে ছেলে রাজ্যকে নিজের কাছেই রাখবেন। ছেলের যাবতীয় ভরণপোষণ বর্তমানের মতো আগামীতেও তিনিই বহন করবেন। এবার সন্তানের সঙ্গে একটি ভিডিও দিয়ে অভিনেত্রী জানালেন, রাজ্যই তার বেঁচে থাকার সবচেয়ে সুন্দর কারণ।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিজের ফেসবুকে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন পরীমনি। সেখানে সন্তান রাজ্যের সঙ্গে দেখা গেছে তাকে। রাজ্যকে মুখে তুলে খাইয়ে দিচ্ছেন পরী। সেইসঙ্গে চুমু এঁকে দিচ্ছেন সন্তানকে। সঙ্গে ইংরেজিতে ক্যাপশনে লিখেছেন অভিনেত্রী। যার বাংলা ভাবার্থ করলে দাঁড়ায়, যত বাধাই আসুক নিজের সন্তানই হলো জীবনে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে সুন্দর কারণ। এর আগে সোমবার (১৮ সেপ্টেম্বর) স্বামী রাজকে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়েছেন পরীমনি। রাজের ভাই পরিচয়ে একজন সেই ডিভোর্স লেটার গ্রহণও করেছেন বলে জানিয়েছেন রাজ-পরীর বিয়ের কাজী আবু সাইদ।

২০২১ সালের ১৭ অক্টোবর গোপনে একে অপরকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বিয়ে করেন পরী ও রাজ। তবে খবরটি প্রকাশ্যে আনেন ২০২২ সালের ১০ জানুয়ারি। একই দিন আরও ঘোষণা করেন, সন্তান আসছে তাদের ঘরে। এর পর ২২ জানুয়ারি পারিবারিক আয়োজনে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতাও করেন তারা। গত বছরের ১০ আগস্ট পরীমনির কোলজুড়ে আসে ছেলে রাজ্য।



পরীমণির ছয় বিয়ের একটিও টেকেনি

বিনোদন ডেস্ক: এগারো বছরে ছয় বিয়ের একটাও টেকেনি ঢাকাই সিনেমার আলোচিত নায়িকা পরীমণির। এই হাফ ডজন বিয়ের মধ্যে অবশ্য তিনটি বিয়ে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। বাকিগুলো নিয়ে নানান সমালোচনায় তিনি সত্যতা স্বীকার না করলেও অস্বীকার করেননি। বিয়ের শুরুটা ২০১০ সালে। পরীমণি তখনো রুপালি পর্দায় আসেননি।



এসএসসি পাসের আগেই স্মৃতি ওরফে পরীমণি নানার কথামতো গ্রামের জাকির হোসেনের ছেলে ইসমাইল হোসেনকে পারিবারিকভাবে বিয়ে করেন। দুই বছর পর তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়। এ খবর ২০১৬ সালের শুরুর দিকে হঠাৎ ফেসবুকে ভাইরাল হয়। এমনকি সে সময় বিয়ের ছবি, কাবিননামা ও তালাকনামার ছবিও প্রকাশ পায়। এক ফেসবুক আইডি থেকে ছবিগুলো শেয়ার করে দাবি করা হয়, পরীমণি ইসমাইল নামের একজনের স্ত্রী। এ বিয়ের সত্যতা কিংবা অসত্যতা নিয়ে পরীমণি তখন তার অবস্থান পরিষ্কার করেননি। এর পর ২৮ এপ্রিল ২০১২ সালে কেশবপুরের ফুটবলার ফেরদৌস কবীর সৌরভের সাথে পরীমণির বিয়ে হয়। ফেসবুকে সৌরভ কবীরের সাথে তার বিয়ের কাবিননামা এবং কিছু ঘনিষ্ঠ ছবি ভাইরাল হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটিও ভেঙে যায়।

সিনেমায় অভিষেক হওয়ার ঠিক আগের দুই বছর অর্থাৎ নাটকে অভিনয় করার সময় সেতু নামের এক ফটোগ্রাফারের সাথেও বিয়ের খবর শোনা যায় পরীমণির। তাদের নাকি দুই বছরের সংসারও ছিল। তাও টেকেনি। এরপর চলচ্চিত্রে আসার পর পরীমণি তার প্রথম সম্পর্কের কথা আনুষ্ঠানিভাবে জানান ২০১৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী। এক সাংবাদিকের প্রেমে জড়ান তিনি। দীর্ঘ সময় প্রেমের পর বাগদানও হয় এই জুটির। বাকদত্তাকে নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও ঘুরে বেড়ান। কিন্তু সেই সংসার স্থায়িত্ব পায়নি। বিয়ের এক বছর পার না হতেই বিচ্ছেদ ঘটে এ দম্পতির।

এরপর ২০২০ সালের ৯ মার্চ আবারো বিয়ে করেন পরী। সেই রাতে অভিনেত্রী ও পরিচালক হৃদি হকের অফিসে কাজী ডেকে তার সহকারী কামরুজ্জামান রনিকে মাত্র তিন টাকা দেনমোহরে বিয়ে করেন। কিন্তু সে বিয়েও বেশি দিন টেকেনি।

ঢাকাই সিনেমার অভিনেতা শরিফুল রাজকে ২০২১ সালের ১৭ অক্টোবর গোপনে বিয়ে করেন চিত্রনায়িকা পরীমণি। মাত্র সাত দিনের পরিচয়ে বিয়ে করেছিলেন তারা। সেই খবর প্রকাশ্যে আনেন ২০২২ সালের ১০ জানুয়ারি। এই সংসারও দুই বছরের মাথায় ভেঙে গেল অভিনেত্রীর। স্বামীর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে শরিফুল রাজকে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়েছেন তিনি।

যদিও কয়েক বছর ধরে ক্যারিয়ার, সন্তান– সবকিছু ঠিক থাকলেও রাজ-পরীর মনোমালিন্যের খবর প্রায়ই উঠে আসত গণমাধ্যমে। তবে এ বিষয়ে রাজ বরাবরই চুপ থাকলেও পরীমণি ঘটা করেই জানান দিতেন তাদের সাংসারিক ঝামেলার কথা। তবে বারবার মিলে গিয়ে তারা ফের শোনাতেন একসাথে থাকতে চাওয়ার আর-জিও। যদিও সর্বশেষ আর একসাথে থাকা হলো না রাজ-পরীর। ডিভোর্স নোটিশ পাঠানোর মধ্য দিয়ে নিজেদের সম্পর্কের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দিয়েছেন এবার পরীমণি নিজেই।

‘এবার জওয়ানি বের করে দেবে পুলিশ’

বিনোদন ডেস্ক: প্রেক্ষাগৃহে ‘জওয়ান’ দেখতে গিয়ে ‘টাইগার ৩’-এর পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেন শাহরুখ খানের ভক্তরা। বিষয়টি নজরে পড়তেই সালমান ভক্তদের সঙ্গে বিবাদে জড়ান তারা। দিওয়ালিতে আসছে সালমান খানের বহু প্রতীক্ষিত ‘টাইগার ৩’। সেই ছবি নিয়ে ভাইজান ভক্তদের মধ্যেও উন্মাদনা বিরাজ করছে।

একপর্যায়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশের পদক্ষেপ নিতে হয়। দুই খানের ভক্তদেরই প্রেক্ষাগৃহ থেকে বের করে দেন পুলিশ। সেই মুহূর্তের ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে নেটদুনিয়ায়। যেখানে দেখা যায়, মুখে ‘জওয়ান’-এর মতো ব্যান্ডেজ বাঁধা তরুণদের কলার ধরে নিয়ে যাচ্ছেন পুলিশ সদস্যরা। সেই ভিডিওতে নেটিজেনদের একাংশের মন্তব্য, এবার জওয়ানি বের করে দেবে পুলিশ। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে কিনা, তা স্পষ্ট করতে পারেনি ভারতীয় সংবাদমাধ্যম।

বর্তমানে প্রেক্ষাগৃহে ঘোড়ার গতিতে ছুটছে ‘জওয়ান’। মাত্র আড়াই সপ্তাহেই গোটা বিশ্বে ৯০০ কোটি টাকার ব্যবসা করে ফেলেছে শাহরুখ খানের সিনেমা। আর তাতেই উত্তেজনায় উড়ছেন বাদশাহর অনুরাগীরা। কেউ কেউ নাকি আবার চার-পাঁচবার এই ছবি দেখে ফেলেছেন।

‘পাঠান’ সিনেমায় ছোট্ট এক চরিত্রে দেখা গেছে সালমান খানকে। শোনা যাচ্ছে, এই অভিনেতার আসন্ন ‘টাইগার ৩’ সিনেমাতে আবার দেখা যাবে শাহরুখকে। যদিও পুরো বিষয়টি এখনো পরিকল্পনাতেই রয়েছে। এর আগেই জ্বলে উঠল বলিউডের শীর্ষ দুই খান শাহরুখ ও সালমানের ভক্তরা। এই দুই তারকার মধ্যকার সম্পর্ক বর্তমানে বেশ দারুণ হলেও তাদের ভক্তদের সম্পর্কটা যেন একদম ‘সাপে-নেউলের’ মতো।

পরীমনির নতুন নায়ক সাইমন

বিনোদন ডেস্ক: নবোদ্যমে আবার ছুটে চলা। নতুন অধ্যায়ে পরীর প্রথম নায়ক সাইমন সাদিক। দুজনেই চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন সিনেমায়। সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত সেই সিনেমার নাম ‘ডোডোর গল্প’। এটি নির্মাণ করছেন রেজা ঘটক। গত ১৭ সেপ্টেম্বর ছবিটিতে পরী ও সাইমন চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। তবে সাইমনের যুক্ত হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ হলো আজ (২১ সেপ্টেম্বর)।



এ ছবিতে সাইমন অভিনয় করবেন রায়হান নামের এক ফটোগ্রাফারের ভূমিকায়। অভিনেতা বলেন, অনেক দিন পর পরী আর আমি একসঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছি। এই সিনেমার গল্প, প্রেক্ষাপট একেবারে আলাদা। অন্যরকম একটা বার্তাসমৃদ্ধ গল্প। আমার বিশ্বাস, পরিচালক এটি যত্নসহকারে নির্মাণ করবেন। আমরাও চেষ্টা করব শতভাগ দিতে।

পরীর চরিত্রের নাম কাজল চৌধুরী। অভিনেত্রী বলেন, এ অঙ্গনের মানুষেরা আমার আরেকটি পরিবার। সেটা ছাড়া দীর্ঘ দুটি বছর থাকতে হয়েছে। এ সময়টা আমার পরিবারকে ভীষণ মিস করেছি। অবশেষে অপেক্ষার পালা শেষ হলো। গল্পটির জন্য চার মাস সময় নিয়েছি, প্রস্তুত হয়েছি।

২০২১-২২ অর্থবছরে ৬০ লাখ টাকা সরকারি অনুদান পেয়েছে ‘ডোডোর গল্প’। এটি প্রযোজনা করছে জি-সিরিজ। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ছবিটির শুটিং শুরু হবে। শুটিং-সম্পাদনা সেরে চলতি বছরই ছবিটি মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন সংশ্লিষ্টরা।



ক্যাপশনঃ বাংলাদেশী বন্দীদের ভারতের কারাগার থেকে মুক্তি করে নিয়ে আসছেন মানবকর্মী অমলেন্দু কুমার দাশ।



ক্যাপশনঃ বাংলাদেশী বন্দীদের ভারতের কারাগার থেকে মুক্তি করে নিয়ে আসছেন মানবকর্মী অমলেন্দু কুমার দাশ।



ক্যাপশনঃ বাংলাদেশী বন্দীদের ভারতের কারাগার থেকে মুক্তি করে নিয়ে আসছেন মানবকর্মী অমলেন্দু কুমার দাশ।



ক্যাপশনঃ বাংলাদেশী বন্দীদের ভারতের কারাগার থেকে মুক্তি করে নিয়ে আসছেন মানবকর্মী অমলেন্দু কুমার দাশ।

বেতনের টাকা দিয়ে মানবিক কাজ

৩’শ বাংলাদেশীকে ভারতের কারাগার থেকে মুক্তি করে আনলেন মৌলভীবাজারের অমলেন্দু

হোসাইন আহমদঃ ভারতের কারাগারে বন্দি ৩ শতাধিক বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশের কারাগারে বন্দি ভারতের ১৯ নাগরিককে মুক্তি করে মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মৌলভীবাজারের অমলেন্দু কুমার দাশ। স্বেচ্ছায় এবং নিজের বেতনের টাকা খরচ করে তিনি এ কাজ করছেন। বরাবরের মতো এবারের ’ইত্যাদি’ অনুষ্ঠানে হৃদয়ছোঁয়া মানবিক প্রতিবেদনে রয়েছে অমলেন্দু’র মহৎ কাজ। এবারের পর্ব ধারণ করা হয়েছে নৈসর্গিক শোভার লীলাভূমি নেত্রকোণায়। ২৯ সেপ্টেম্বর প্রচারিত হবে।

অমলেন্দু কুমার দাশ মৌলভীবাজার সদর উপজেলার দক্ষিণ বাড়ন্তি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মৌলভীবাজার সদর উপজেলার সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত। সরকারি চাকুরীর পাশাপাশি তিনি মানবিক কাজ, লোক সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী লেখা-লেখিসহ লোকজ সংস্কৃতি রক্ষায় কাজ করছেন।

অমলেন্দু কুমার দাশ জানান, ২০১৭ সাল থেকে অদ্যাবধি ৩ শতাধিক বাংলাদেশি নাগরিককে ভারতের বিভিন্ন কারাগার থেকে মুক্ত করে তাদের স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এ কাজের জন্যই তাকে মানবিক মানুষ বলা হয়। মানবিক কাজের পিছনে রয়েছে এক বৃদ্ধা মায়ের চোখের জল, অনেক বন্দীর করুণ কাহিনী ও নীরব চাহনি। ভারতের আসামের পাথারকান্দির জয়ন্তী বিশ্বাস ছেলেকে নিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশে মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়ে মৌলভীবাজার কারাগারে বন্দী হন। আদালত তাদেরকে ১ মাসের জেল প্রদান করেন। কিন্তু সাজার মেয়াদ শেষ হলেও নানান প্রশাসনিক জটিলতায় তারা নিজ দেশে যেতে পারছিলেন না। ১৪ মাস পর আসামের এমএলএ কৃষ্ণেন্দু পালের অনুরোধে অমলেন্দু বাবু প্রায় দুই মাস সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দৌড়ঝাপ করে



তিনি মৌলভীবাজার জেলা কারাগারের সকল ভারতীয় তাদের মুক্তির আদেশ হাতে পান। অবশেষে ১৬ মাসের বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে মা ছেলেকে আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে নিজ দেশে ফিরিয়ে দেন। এসময় তাদের কান্নাতে সেদিন বর্ডার এলাকার পরিবেশ অন্যরকম হয়। মা-ছেলের ঘরে ফেরার আনন্দে অমলেন্দু বাবুর এ ধরনের কাজে উৎসাহ বেড়ে যায়। পরবর্তীতে বন্দী এবং সিলেট জেলা কারাগারের কয়েকজন বন্দীকে ভারতে নিজ পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেন। এই বন্দীদের অনেকেই ১৪/১৯ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশের কারাগারে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দী ছিলেন।

অমলেন্দু বাবুর এ মহতি কাজ মিডিয়াতে প্রচার হলে ভারতীয় কয়েকজন সংবাদকর্মী ও সমাজসেবক অমলেন্দু বাবুকে জানান আসামের বিভিন্ন কারাগারে অনেক বাংলাদেশি নাগরিক বন্দী রয়েছেন। এর প্রেক্ষিতে ২০১৮ থেকে এ পর্যন্ত উভয় দেশের আইনী ও প্রশাসনিক জটিলতা নিরসন করে আসাম ও মেঘালয় রাজ্যের বিভিন্ন কারাগারের বন্দীর পরিবারকে খোঁজে ৩ শতাধিক বাংলাদেশি নাগরিককে নিজ দেশে স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

তিনি আরও জানান, পুরো কাজটি স্বেচ্ছাশ্রমের মানসিকতা থেকে করছেন। অমলেন্দু বাবু তার বেতনের একটা অংশ এই কাজে ব্যয় করে থাকেন। অসহায় বন্দীদের মুক্ত করা তার নেশায় পরিণত হয়েছে। বন্দীদের মুক্ত করার আনন্দে তিনি সমস্ত কষ্ট ও যন্ত্রণা ভুলে যান। ভুক্তভোগী পরিবারের কাছে অমলেন্দু দাশ একজন মহামানব। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি মানবতার ফেরিওয়ালা হিসাবে পরিচিত।







জাতিসংঘের সামনে আ. লীগ-বিএনপির বোতল

(শেষের পাতার পর)

দাঁড়িয়ে ৪৬ স্ট্রীট সড়কের দু'পাশে সরিয়ে দেন। এই স্ট্রীটের দুই পাশে পুলিশী অনুমতি নিয়ে আওয়ামী লীগের সরকারের 'উন্নয়ন-অগ্রগতিতে শান্তি সমাবেশ' এবং 'ভোটার বিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার ক্ষমতায় থাকা'র প্রতিবাদে বিএনপি কালো পতাকা প্রদর্শন ও বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করে।

উল্লেখিত দাবীতে শুক্রবার সকাল থেকেই জাতিসংঘের সদর দপ্তরের সামনের ৪৭ নম্বর সড়কে মুখোমুখি অবস্থান নেয় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র শত শত নেতা-কর্মী, সমর্থকেরা। শুরুতেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উভয় দলের কর্মসূচী চলে। এসময় উভয় দলের নেতা-কর্মীরা ব্যানার ফেস্টুন, জাতীয় ও দলীয় পতাকা নিয়ে স্ব স্ব পাল্টা-পাল্টি শ্লোগানে মুখর করে তোলে। বেলা দেড়টার দিকে চরম বিক্ষোভ, মিছিল আর বাদ-প্রতিবাদের এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগের কয়েকজন কর্মী বিএনপি'র হ্যান্ড মাইক নিয়ে খানিকটা এগিয়ে এসে বিএনপি'র সমাবেশের মুখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ প্রচার করতে থাকলে বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। এসময় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল সহ কতিপয় নেতা তাদের নিবৃত কারার চেষ্টা করার পরও আওয়ামী লীগের কর্মীরা পুলিশী ক্রস লাইন পেরিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে। ঘটনার সময় বিএনপি'র সমাবেশ থেকে আওয়ামী লীগের সমাবেশের দিকে পারি বোতল ছুড়ে মারলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। শুরু হয় পাল্টাপাল্টি পানির বোতল নিক্ষেপ আর আক্রোশমূলক শ্লোগান। এসময় খাবারের প্যাকেটও ছুড়ে মারদে দেখা যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে নিউইয়র্ক পুলিশ বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সমর্থকদের সরিয়ে দিয়ে মাঝে অবস্থান নিয়ে সার্বিক পরিস্থিতি শান্ত হয়। প্রায় আধা ঘন্টার মতো এই হট্টগোল চলে।

ঘটনাস্থলে সরেজমিনে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগে নেতা-কর্মীরা বর্তমান সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরে শান্তি সমাবেশ করছে, অন্যদিকে বিএনপির নেতা-কর্মীরা 'গো ব্যাক, গো ব্যাক' শ্লোগান দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি তুলেছে। পরিশেষে দুই দলের সমাবেশ শান্তিপূর্ণ করতে সড়কের মাঝখান ব্যারিকেড দেয় নিউ-ইয়র্ক পুলিশ। নিজ নিজ দলের রাজনৈতিক কর্মসূচির এক পর্যায়ে ব্যারিকেডের তোয়াক্কা না করে একে অপরের দিকে বোতল ছুড়ে মারা শুরু করেন আওয়ামী লীগ-বিএনপির নেতাকর্মীরা।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে দলীয় নেতা-কর্মী ছাড়াও যুবলীগ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ সহ সহযোগী সংগঠনের শত শত নেতা-কর্মী ছাড়াও নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসি, ভার্জেনিয়া, মেরিল্যান্ড, পেনসেলভেনিয়া, নিউজার্সী, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা, নিউ ইল্যান্ড, মিশিগান সহ বিভিন্ন রাজ্যের নেতা ও কানাডা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।

অপরদিকে বিএনপি'র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশে দলীয় নেতা-কর্মী ছাড়াও যুবদল, ছাত্রদল, শ্রমিকদল, জাসাস, জিয়া পরিষদ, বৃহত্তর নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী ফোরাম, বেগমগঞ্জ জাতীয়তাবাদী ফোরাম প্রভৃতি সংগঠনের শত শত নেতা-কর্মীরা ছাড়াও নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসি, ভার্জেনিয়া, মেরিল্যান্ড, পেনসেলভেনিয়া, নিউজার্সী, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা, নিউ ইল্যান্ড, মিশিগান সহ বিভিন্ন রাজ্যের নেতা এবং যুক্তরাজ্য ও কানাডা বিএনপি'র নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।

হিলসাইডে ফ্যাসন হাউজ নুসরাত ডিজায়ার



এর উদ্বোধন

(শেষের পাতার পর)

ঠিকানায় স্টোরটি উদ্বোধনের সময় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রিন্স মাহমুদ জানান, বাংলাদেশী কমিউনিটির জন্য দেশীয় ফ্যাশনের নিত্য নতুন পোষাক ও জুয়েলারী সামগ্রী পাওয়া যাবে নুসরাত

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.



বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি, আতঙ্কে দুর্নীতিবাজ

(প্রথম পাতার পর)

করার লক্ষ্যে গত ২৪ মে বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। তাতে বলা হয়েছিল বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য দায়ী বা জড়িত বাংলাদেশিদের ভিসা দেবে না দেশটি।

ওই ঘোষণার প্রায় চার মাস পর গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর এক বিবৃতিতে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় বাধাদানকারী ব্যক্তিদের ভিসা প্রদানে বিধিনিষেধ আরোপ শুরুর ঘোষণা দেয়। বিবৃতিতে বলা হয়, পররাষ্ট্র দপ্তর শুক্রবার বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে বাধাদানে দায়ী ও জড়িত ব্যক্তিদের ওপর ভিসা বিধিনিষেধ আরোপের পদক্ষেপ নিচ্ছে। এসব ব্যক্তির মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের সদস্য রয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ওই বিবৃতিতে বলা হয়, এসব ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবেন। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করার জন্য দায়ী বা জড়িত বলে প্রমাণিত অন্য ব্যক্তিরাও ভবিষ্যতে এই নীতির আওতায় ভিসার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারেন। ওই ব্যক্তিদের মধ্যে বর্তমান ও সাবেক বাংলাদেশি কর্মকর্তা, বিরোধী ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং আইন প্রয়োগকারী, বিচার বিভাগ ও নিরাপত্তা পরিষেবার সদস্য রয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইটে এই বিবৃতি প্রকাশের পর সেদিন রাতে ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের মুখপাত্র ব্রায়ান শিলার গণমাধ্যমকে জানান, যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে বাংলাদেশের কিছু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, ক্ষমতাসীন দলের সদস্য ও রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা যখন এই ভিসা নীতি ঘোষণা করেছি, তখন থেকেই যুক্তরাষ্ট্র সরকার ঘটনাবলির ওপর গভীর দৃষ্টি রাখছে। সতর্কতার সঙ্গে তথ্যপ্রমাণ পর্যালোচনার পর আমরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, ক্ষমতাসীন দলের সদস্য ও রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ করেছি।'

তবে কাদের ওপর বা কতজনের ওপর এই বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, তা জানাননি তিনি। এ বিষয়ে ব্রায়ান শিলার বলেন, এসব ভিসা বিধিনিষেধের আওতায় আসা ব্যক্তিদের নাম তাঁরা প্রকাশ করবেন না। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের আইনে ভিসাসংক্রান্ত তথ্য গোপনীয় বিষয়।

এর আগেই জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে বাংলাদেশের কিছু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, ক্ষমতাসীন দলের সদস্য ও রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর আজ শুক্রবার বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় বাধাদানকারী ব্যক্তিদের ভিসা প্রদানে বিধিনিষেধ আরোপের পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করার ঘোষণা দেওয়ার পর ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস এ তথ্য জানায়।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের মুখপাত্র ব্রায়ান শিলার বলেন, 'আমরা যখন এই ভিসা নীতি ঘোষণা করেছি, তখন থেকেই যুক্তরাষ্ট্র সরকার ঘটনাবলির ওপর গভীর দৃষ্টি রাখছে। সতর্কতার সঙ্গে তথ্য-প্রমাণ পর্যালোচনার পর আমরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, ক্ষমতাসীন দলের সদস্য ও রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ করেছি।'

তবে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইটে এ বিষয়ে একটি বিবৃতিতে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলারের ওই বিবৃতিতে বলা হয়, আজ পররাষ্ট্র দপ্তর বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে বাধাদানে দায়ী এবং তাতে সহযোগিতাকারী ব্যক্তিদের ওপর ভিসা বিধিনিষেধ আরোপের পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেছে। এসব ব্যক্তির মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যরা রয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা অব্যাহত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

রাজনীতি, অর্থনীতিতে বড় প্রভাব

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ করায় আওয়ামী লীগ সরকার একধরনের চাপে পড়েছে। তবে ক্ষমতাসীন দলটির শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা প্রকাশ্যে চাপের বিষয়টি স্বীকার করতে চান না। তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকার কথা বলছেন। অন্যদিকে বিএনপি এই পরিস্থিতির জন্য এককভাবে সরকারকে দায়ী করছে। পাশাপাশি বর্তমান পরিস্থিতি সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছে দলটি।

সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের এক দফা দাবিতে আন্দোলনে থাকা বিএনপি অবশ্য মনে করছে, যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপ তাদের জন্য রাজনৈতিকভাবে কিছুটা সুবিধাজনক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। কিন্তু আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের কেউ কেউ যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি প্রয়োগের বিষয়টিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখছেন।

মার্কিন ভিসা নীতি কার্যকরের ঘোষণার খবরে শেয়ারবাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। কারসাজির কারণে যেসব কোম্পানির শেয়ারের দাম কিছুদিন ধরে অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছিল, সেগুলোর দামই আজ সবচেয়ে বেশি কমেছে। যেমন ক্রিস্টাল ইনসুরেন্স, মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ, অগ্রণী ইনসুরেন্স, ফু-ওয়াং ফুড ইত্যাদি। এসব কোম্পানির কোনো কোনোটির শেয়ারের দাম গত এক মাসে দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে। এ ছাড়া কিছুদিন ধরে শেয়ারবাজারের লেনদেন কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়েছিল বিমা খাতে। আজ এসব খাতের বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ারের দরপতন হওয়ায় লেনদেন উলেখযোগ্য পরিমাণে কমে গেছে।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ল্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্পর্কীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিসিনায় গ্রেড বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC



আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member : naea

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ/নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

জাতিসংঘের সামনে বিএনপি নিউজার্সি স্টেট (নর্থ) ইউএসএ বিক্ষোভ সমাবেশে









বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কাটকিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনেলস ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
পাঙ্গাস স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

চিত্রে জাতিসংঘ ভবনের সামনে যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের শান্তি সমাবেশ













FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CPA
ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET



রাসুলের স: ভালবাসা ও অনুসরণ

(শেষের পাতার পর)

প্রকার বাতিল ব্যবস্থাকে উৎখাত করে একটি নতুন নিরাপদ পৃথিবী রচনা করবেন। আমাদের অনেকে কেন যেনো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অর্পিত জরুরী দায়িত্বের এই সহজ কথাটি বুঝতে চায় না। কেন চায় না, নি:সন্দেহে সে এক বিরাট রহস্য। আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, মানবতার কল্যাণের জন্য। তিনি বলেছেন, "তোমরাই উত্তম জাতি, তোমাদের প্রেরণ করা হয়েছে মানবতার কল্যানের জন্য।" তিনি আরো বলেছেন, 'তাঁর সালেহীন বান্দারা পৃথিবীর বৈধ উত্তরাধিকারী।'এটা পরিস্কার যে, সারা পৃথিবীতে রাজত্ব করবে কাফির, মুশরিক ও মুনাফিক সম্প্রদায়, খোদাদ্রোহী-ফেরাউনের দল; আর মুসলমান মুদিত চক্ষু মুত্তাকীর বেশে পৃথিবীর দয়ার উপর নির্ভর করে প্রায় কাঙালের মত দিন গুজরান করবে, এটা হয় না এবং আল্লাহর অভিপ্রায়ও আসলে এ রকম নয়। আল্লাহ কি চান, কি তাঁর অভিপ্রায়, তাঁরই সার্বিক ও সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর তেইশ বছরের নবুয়তী জিন্দিগীর একাগ্র অবিরাম সাধনা ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতরূপ।

আমরা তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের জীবনের চেয়েও বেশী ভালবাসি। সেই ভালবাসার প্রকৃতি কি?কি জন্য আমরা ভালবাসি? ভালবাসা বলতে কি বুঝি ? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সহজ করার জন্য আমি কয়েকটি ভালবাসার ধরণ এখানে উল্লেখ করলাম। যেমন: আমরা মাকে ভালবাসি, কারণ তিনি আমাকে ১০ মাস পেটে ধারণ করেছেন, আড়াই বৎসর বুকের দুধ দিয়ে আমার পুষ্টির যোগান দিয়েছেন, বুকে ধারণ করে শিশু থেকে যৌবনে পৌছে দিয়েছেন। আর আল্লাহর নির্দেশ তো আছেই। বাবাকে ভালবাসি, কারণ বাবার সকল ঘাম ঝড়ানো পরিশ্রম আমার জন্যই ছিল। ভাইবোনকে ভালবাসি, কারণ তাঁরা একই মায়ের পেট থেকে একই রক্তে মাংসে গড়া। স্ত্রীকে ভালবাসি, কারণ সে হলো আমার জীবন চলার পথে একান্ত সাথী। সন্তানদের ভালবাসি কারণ এরা আমার হৃদয়ের গ্রন্থি এবং আমার পরবর্তি প্রজন্ম। শিক্ষক-উস্তাদকে ভালবাসি, কারণ তাঁরা আমার আলোকিত পৃথিবীর পথপ্রদর্শক। সমস্ত মুসলিম উম্মাহকে ভালবাসি কারণ এঁরা আমার শরীরের অঙ্গ-পতঙ্গের মতো হৃদয়ের অংশ। এখানে লক্ষণীয় যে একজনের ভালবাসার কারণ অন্যজন থেকে ভিন্ন। এখন আপনার জন্য সহজ হবে, বলুন কেন কি কারণে আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসি?

আমরা আল্লাহকে ভালবাসি কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আমাদের রব, আমাদের মনিব, আমরা তাঁর গোলাম। তিনি সার্বিকভাবে আমাকে লালণ-পালন করেন, খিদে পেলে তিনি আমাদের খাওয়ান, তৃষ্ণার্থ হলে পান করান, অসুস্থ্য হলে শেফা দেন, আপদে-বিপদে তিনিই আমাদের রক্ষা করেন। দু'টি চোখে পৃথিবীর আরো যত নিয়ামত আমরা দেখি বা ভোগ করে থাকি, তা আমাদের সেই মহান প্রভুই যোগান দিয়ে থাকেন।

আমাদের সেই প্রিয় মহামনিব আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে নবী! তুমি বলো, "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন।" তাছাড়া স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর জন্য গ্রহণ করো এবং আল্লাহর জন্যই ত্যাগ করো।' এটিই হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ মুসলিম উম্মাহকে ভালবাসার প্রকৃত মানদ- আর এই কারণেই আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসি। অর্থাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসা হলো দ্বীনের জন্য তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার জন্য, যেই দ্বীন আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মনোনীত, যেই জীবন ব্যবস্থা অন্যান্য জীবন ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করার জন্য আল্লাহ তাঁর নবীকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সেই জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এ জন্য তাঁকে পাহাড়সম বিশাল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। নিজের পরিবার, সমাজ ও দেশের কায়েমী স্বার্থবাদীদের নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। সুস্ক মরুভূমির তপ্ত বালিকায় নিজের রক্ত ঝড়াতে হয়েছে। 'শি'বে আবু তালিব'-এ জেল জীবন বরণ করতে হয়েছে। একটি ইসলামী সমাজের মডেল প্রদর্শনের জন্য নিজের প্রিয় মাতৃভুমি ছেড়ে মদীনায় হিজরত করতে হয়েছে। সেখানে তিনি একটি পরিপূর্ণ ইসলামী সমাজ কায়েম করে পৃথিবীবাসীর সামনে তার সুফল বাস্তবে দেখিয়ে গেছেন।

বিদায় হজ্জের ভাষনের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই দায়িত্ব পরবর্তি প্রজন্মের কাছে দিয়ে গেছেন এবং এ দায়িত্ব বাধ্যতামূলকভাবে সকলকেই পালন করতে হবে। এই দায়িত্ব পালন করা হলে কেবল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসার দাবী করা যাবে। অর্থাৎ রাসুলকে ভালবাসা মানে তাঁর কাজকে ভালবাসা, রাসুলকে ভালবাসা মানে তাঁর অনুসরণে দাওয়াতে দীনের জন্য ইস্পাত-কঠিন ঈমান, প্রজ্ঞা এবং সার্বিক প্রচেষ্টা নিয়োগ করা। রাসুলের সুন্নাহ অনুসারে তাঁর মিশনকে এগিয়ে নেয়ার সকল প্রচেষ্টাই হবে আশেকে রাসুলের প্রকৃত কাজ। সুন্নাহর অনুসরন বলতে এই প্রচেষ্টার সমষ্ঠিকে বোঝায়।

সমগ্র পৃথিবী এখন একটি উত্তপ্ত কড়াই। কোথাও শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। যুদ্ধ বিগ্রহ, হানাহানি, মারামারি, জবর দখল এবং মানবতাহীনের বিস্তার লাভ করেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান প্রাণী মানুষ, যাদের বসবাসের জন্য মহান আল্লাহ পৃথিবী নামক গ্রহটি সৃষ্টি করেছেন, এখানে তাদের জীবন এখন যে কোন কিছুর তুলনায় অত্যন্ত সস্তা। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, মানুষ তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ভুলে গেছে। তারা ভুলে গেছে আল্লাহ, রাসুল এবং আল কুরআনের নির্দেশাবলী। ভোগের সাম্রাজ্যে নিজেদেরকে এতটাই সম্পৃক্ত করে ফেলেছে যে, স্বার্থবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অক্টোপাসের মতো ঘিরে ফেলেছে এবং অধ:পতনের এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে।

আজ বিশ্ব পরিস্থিতি এবং সমগ্র বিশ্বের সমাজ ব্যবস্থায় যে অবক্ষয় সৃষ্টি হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের অতল গহব্বরে নিমজ্জিত হচ্ছে, মানবতা চরমভাবে লাঞ্চিত হচ্ছে, ন্যায়বিচারের আশা, সত্য সুন্দরের কামনা, কলাণ-মহৎ বৃত্তির পরিচর্যা আজ প্রতারণার শিকার। রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা তথা সামগ্রীক জীবন ব্যবস্থা পর্যদুস্ত। হিংসা,বিদ্বেষ,কলহ,দ্বন্দ্ব সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়ে জীবনকে অতিষ্ট করে তুলেছে। স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা ও মুনষ্যত্বহীনতা জীবনকে করেছে জীর্ণ। চরিত্রহীনতা, শঠতা, কপটতা, চতুরতা, ছলনা, প্রতারণা, ভাওতা আর বলপ্রয়োগই দেশ ও দশের কাছে যোগ্যতার মাপকাঠি হিসাবে বৈধতা লাভ করেছে। জোরের কাছে প্রজ্ঞা, পশুশক্তির কাছে মানবশক্তি এখন সম্পূর্ণভাবে পরাজিত। পাশবিকতার লালন ও উন্মেষই আজ একমাত্র যুক্তিসহ বিধান। বর্বরতার পরিচর্যা অনুমোদিত পেশা। বাহুবল ও ক্ষমতার অপব্যবহারকারীদের রাজত্বে 'জোর যার মলুক তার'-এ মানবতা ও মানবিক মূল্যবোধ আজ বন্দী। জৈবিক ও দৈহিক প্রবৃত্তির নেশায় ছোট-বড়, শিশু-যুবা-বৃদ্ধ, নর-নারী সবাই উন্মাদের মতো ছুটে চলেছে। লক্ষ্যহীন এ যাত্রার কি শেষ নেই, এর কি কোন প্রতিকার নেই? হাঁ আছে। ---এই সমূহ পতন থেকে রক্ষা পেতে হলে অবশ্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিষ্ঠিত ও প্রদর্শিত কর্মকৌশল গ্রহণ করতে হবে। এটিই হবে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা, এটিই হবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রকৃত ভা-লবাসা। আর এটিই হবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকৃত অনুসরণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর প্রকৃত অনুসরণ।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মানবতার এমনই এক সন্ধিক্ষণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছিলেন। যিনি বিশ্বের যাবতীয় সমস্যার সামগ্রীক সম-াধান দিয়েছিলেন। ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের সকল সমস্যা দূর করে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন সকলের জন্য শান্তি। তাঁর কালের ও অগণিত ভবিষ্যতের সকল মানুষের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেলেন সুষ্ঠু জীবন ব্যবহার। এই আমোঘ অস্ত্রটি আত্মপ্রত্যয়ের সাথে যদি আজও প্রয়োগ করা হয় তবে দিশেহারা বিশ্বে শান্তি ফিরে আসবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, মুসলিম বিশ্ব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই আমোঘ অস্ত্রটি হারিয়ে ফেলেছে। তাঁর জীবনের আদর্শ থেকে বহু দূরে চলে গেছে। ভোতা সব অস্ত্রে শান দিতে দিতে মুসলমানগণ অনেকটা ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই অস্ত্রের মতো ঝিলিক সৃষ্টি করতে পারে নাই। কখনো পারবে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শে ফিরে আসতেই হবে।

রাসুলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসি কিন্তু তাঁর কর্মনীতি, কর্মপন্থা গ্রহণ করবো না, তাঁর প্রদর্শিত পথে চলবো না, এটিকে কি ভালবাসা বলা যায়? কখনো নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসা মানে তাঁকে অনুসরণ করা। বর্তমান অশান্ত পৃথিবীকে মানুষের বাস উপযোগী করার জন্য মানুষের কল্যাণের নিমিত্তে কাজ করার জন্য প্রয়োজন তাঁর অনুসরণ। নিজেদের স্বার্থবাদী চিন্তা ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে ছুড়ে ফেলে তাঁর সোনালী সমাজ বিনির্মাণ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর তাঁর সাহাবীগণও রা: তাঁর নির্দেশিত পথে তাঁদের সামগ্রীক প্রয়াস অব্যাহত রেখেছিলেন, তাঁর অনুসরণের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র শীতিলতা প্রদর্শন করেন নাই। ফলে ইতিহাস স্বাক্ষী তাঁরা যে এলাকাতে গেছেন, সেখানকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকসহ সকলক্ষেত্রে বিশেষ স্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, চরিত্র-মাধুর্য, যোগ্যতা, শিষ্টাচার, দক্ষতা, শিল্প, সাহিত্য, ব্যবসা-বাণিজ্য সার্বিক দিকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচীত হয়েছে।



Sarwor Khan
LIC. Real Estate Saleperson
Cell: 347-665-7580

EXIT REALTY PRIME

This is the best time to Buy or Sell your home

বাড়ী কিনার এখনই উপযুক্ত সময়
সুলভে বাড়ী কিনতে
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

- Residential
- Commercial
- Co-op Condo
- HUD
- Pre-Forclosure
- Rental & Short Sale

- রেসিডেনসিয়াল
- কমার্শিয়াল
- কো-অপ কনডো
- HUD-বাড়ি
- প্রি-ফরক্লোজার
- ভাড়া ও শর্ট সেল



189-10 Hillside Ave, Jamaica NY 11423
Tel: 718-262-0205 Cell: 347-665-7580
Email: sarworexitrealty@gmail.com, Web:Exitprimeny.com

GLOBAL MULTI SERVICES, INC



তারেক হাসান খান, সিইও

অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS





37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com

সিএমবিবিএ'র পথমেলায় মানুষের ঢল

বাংলাদেশীরা বিশ্বাস ও হৃদ্যতায় সবার চেয়ে আলাদা : এরিক এডামস













নিউইয়র্ক: ব্যাপক উৎসহ-উদ্দীপনায় হাজার হাজার প্রবাসী বাংলাদেশীর অংশগ্রহনে অনুষ্ঠিত হলো চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (সিএমবিবিএ) এর বার্ষিক পথমেলা। নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনের ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউর সুবিশাল রাজপথে গত ১৭ সেপ্টেম্বর শনিবার দিনব্যাপী আয়োজিত মেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন সিটি মেয়র এরিক এডমস। মেলার উদ্বোধক ছিলেন মেলার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার সার্ভিস এর প্রেসিডেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. আবু জাফর মাহমুদ, মেলায় বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিস্ট্রিক অ্যাটর্নি এরিক গনজালেস, বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত সিটি কাউন্সিল ওমেন শাহানা হানিফ, এটর্নি পেরি ডি সিলভা ও ডেমোক্র্যাট পার্টির কুইন্সের ডিষ্ট্রিক্ট এট লার্জ এটর্নি মঈন চৌধুরী। মলায় ছিলো কয়েক শত হরেক রকমের স্টল, শুভেচ্ছা বক্তব্য আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। খবর ইউএনএ'র।

সিএমবিবিএ'র সভাপতি আব্দুর রব চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারী, মেলা কমিটির কনভেনার মামুনুর রশীদ, মেম্বার সেক্রেটারী মইনুল ইসলাম বাপ্পী সহ আরো অনেকে মেলার উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন। সাংস্কৃতিক পর্বে দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। বিশেষ আকর্ষণ ছিলো র‍্যাফল ড্র'র প্রথম পুরষ্কার সিলেট মটরস এর গাড়ী।

মেলার সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন মেলা কমিটির আহবায়ক মামুন উর রশীদ ও বিশিষ্ট উপস্থাপক আশরাফুল হাসান বুলবুল। মেলার সার্বিক সমন্বয় করেন মো. মহিউদ্দিন, রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী, আজিম উদ্দিন প্রমুখ।

চমৎকার আবহাওয়ায় ব্রুকলীন প্রবাসী বাংলাদেশী ছাড়াও সিটির বিভিন্ন স্থান থেকে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী সপরিবারে মেলায় যোগ দেন এবং দিনভর উপভোগ করেন। এছাড়াও ভিন দেশীদেরকেও মেলার কর্মকান্ড উপভোগ করতে দেখা যায়। পাশাপাশি জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর যোগদান কেন্দ্র করে মেলায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একটি স্টল এবং সন্দ্বীপ সোসাইটি ইউএসএ'র আসন্ন নির্বাচন ঘিরে মেলায় সংগঠনটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দুই প্যানেলের স্টল থেকে ফ্রি চা-কপি, ঝাল-মুড়ি, সোডা, পানি প্রভৃথি খাওয়ানো হয়। সেই সাথে চলে প্রচারণা। ব্রুকলীনের লিটল বাংলাদেশ-এর সু-বিশাল রাস্তার (ম্যাকডেনাল্ড এভিনিউর একাংশ) উপর এই মেলার আয়োজন করা হয়। কমিউনিটিতে অবদান রাখার জন্য মেলায় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্ল্যাক/অ্যাওয়ার্ড/সাইটেশন প্রদান করা হয়।

সাংস্কৃতিক পর্বে দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

এদিকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়ছে, মেলায় সিটি মেয়র এরিক এডামস বলেন, নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। আমাদের পুলিশ বিভাগে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। একইভাবে এই নগরীর ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অসাধারণ এক পরিবেশ রচনার পেছনে রয়েছে তাদের ভূমিকা। তিনি বলেন, আমি খুবই আশাবাদী, এখানে জুম্মাহর দিনে মসজিদে মসজিদে আজানের ধ্বনি শোনা যাবে। স্কুলে মুসলিম কমিউনিটির শিশুদের জন্য হালাল খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা হবে, এর সঙ্গে থাকবে বৃত্তিসহ নানা সুবিধা। তিনি বাংলাদেশী কমিউনিটির বহুমুখি অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশীদের মধ্যে রয়েছে বিশ্বাস, পারিবারিক বন্ধন ও বাণিজ্যিক স্বচ্ছতা। এসব ক্ষেত্রে সাফল্য দেখিয়েই তারা নিউইয়র্ক নয় শুধু গোটা আমেরিকায় তাদের স্বকীয় জাতিসত্তার সাক্ষর রাখছে।

মেলার উদ্বোধক বীর মুক্তিযোদ্ধা, গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, এই মেলা কেবল ব্যবসা কিংবা সঙ্গীত বাদ্যের নয়। এই মেলা ভালোবাসার। আমরা একে অপরকে ভালোবাসতে পারি, এটিই আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তি। এ মেলা আমাদের শেখায় আমাদের দেশপ্রেম দুটি ধারায় চলমান, একটি বাংলাদেশ আরেকটি আমেরিকা।

ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, দেশপ্রেম ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। জন্মভূমির প্রতি আমাদের আনুগত্য সবার আগে। আমরা যদি জন্মভূমির প্রতি অনুগত না থাকি, অনুভূতিশীল না থাকি তাহলে আমরা সেই বিহারিদের চরিত্র ধারণ করবো, যারা একাত্তরে বাংলাদেশের আলোবাতাস পেয়েছে, সব সুযোগ সুবিধা নিয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের বিরোধীতা করেছে। আজ আমরা আমেরিকায় আছি। আমেরিকার বহুমুখি সেবা ও কল্যাণ আমাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের মধ্যে যারা আমেরিকার সমালোচনা করে, তারা ওই বিহারির মতো, পরজীবী।

ড. আবু জাফর মাহমুদ বক্তব্যের শুরুতে বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার সঙ্গে তার জন্মগত সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমি নোয়াখালী জেলার সন্দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছি। ১৯৫৪ সনের আগে আমরা যারা সন্দ্বীপে জন্মেছি আমরা প্রত্যেকে নোয়াখালী জেলার অধিবাসী। ১৯৫৬ সালের পর সন্দ্বীপ চট্টগ্রাম জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলে আমরা চট্টগ্রামের মানুষ হই। বাংলাদেশ জন্ম দেয়ার মধ্য দিয়ে আমি মুক্তিযোদ্ধা পরিচিতি পেয়েছি। যে মানুষটি আমাদের ছাত্রজীবনে বাংলাদেশ জন্ম দেয়ার অপরিহার্যতা বুঝিয়েছেন, শিখিয়েছেন, তিনি আমার নেতা, সিরাজুল আলম খান নোয়াখালীর মানুষ। স্বাধীন দেশের পতাকা উত্তোলন করে বাঙালীকে জাগ্রত করেছেন, জানান দিয়েছেন আমরা আর পাকিস্তনী নই, তিনি হচ্ছেন আ স ম আব্দুর রব। তিনিও নোয়াখালীর মানুষ। সুতরাং নোয়াখালীর সঙ্গে সন্দ্বীপের আবু জাফর মাহমুদের আত্মীয়তা ও যোগসূত্র রক্তের ও চেতনার। পাশাপাশি চট্টগ্রাম থেকে আমার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা আসে। চট্টগ্রাম আমার জেলা। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী সন্দ্বীপ এই ত্রিভূজের যে আকৃতি সেটি নিয়েই আমার দেশপ্রেমের শুরু। এভাবেই আমাদের প্রেম সামনে নিয়ে যাচ্ছি। যে রাজনীতি আমাদের বিভক্তি শেখায়, বিদ্বেষ শেখায় সে রাজনীতি আমাদের হতে পারে না।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

আমড়া খেলে ১০ উপকার

(শেষের পাতার পর)

রোগ থেকে। আমড়ায় মেলে ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম, আঁশ, আয়রন, থায়ামিন, রিবোফ্লাবিনসহ আরো অনেক উপকারী উপাদান। জেনে নিন আমড়া খাওয়া জরুরি কেন।

ডায়াটারি ফাইবার সমৃদ্ধ আমড়া খেলে হজমজনিত সমস্যা দূর হয়। এতে ভালো থাকে পাচনতন্ত্র। আয়রন শরীরের জন্য অপরিহার্য একটি অত্যাবশ্যক মাইক্রোনি-উট্রিয়েন্ট ও রক্তাল্পতা এবং অন্যান্য রক্তের সমস্যা প্রতিরোধ করে। এছাড়া হিমোগ্লোবিন এবং মায়োগ্লোবিন তৈরি করতে সাহায্য করে আয়রন, যা শরীরের সমস্ত সিস্টেমে অক্সিজেন স্থানান্তর করে। আমড়ায় পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়রন পাওয়া যায়। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে আমড়ায়। হাড় ও দাঁতের রক্ষণাবেক্ষণসহ বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের জন্য ভিটামিন সি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিন সি কোলাজেন উৎপাদন উন্নত করতেও সাহায্য করে। এটি ত্বকে পাওয়া একটি প্রোটিন যা ত্বককে সুস্থ, দৃঢ় এবং বলিরেখা থেকে মুক্ত করে। আমড়ায় থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরে ফ্রি র‍্যাডিক্যালের কারণে সৃষ্ট অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের প্রভাব কমাতে সাহায্য করে। আমড়ায় পাওয়া যায় থায়ামিন। থায়ামিন হলো গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিনগুলোর মধ্যে একটি। এটি শরীরে অনেকগুলো কার্য সম্পাদন করে। এর মধ্যে একটি হলো পেশী সংকোচন এবং স্নায়ু সংকেত সঞ্চালনে সহায়তা করার ক্ষমতা। আমড়া বিভিন্ন ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে। সর্দি-কাশি ও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে আমড়ায় থাকা উপকারী সব উপাদান।

আমড়াকে বলা হয় রুচিবর্ধক ফল। এটি খেলে অরুচি দূর হয়। স্ট্রোক ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে আমড়া। এটি রক্তের খারাপ কোলেস্টেরল দূর করে। ব্রণের প্রকোপ কমিয়ে ত্বকের জৌলুস বাড়ায় আমড়া। এতে থাকা ভিটামিন সি ত্বক উজ্জ্বল রাখতে সাহায্য করে। আমড়ায় থাকা বিভিন্ন উপকারী উপাদান আমাদের স্ট্রেস কমাতে সহায়তা করে।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে থাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যুতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

রাজপথে আজ আবারও মুখোমুখি আওয়ামী লীগ ও বিএনপি

ঢাকা, ২৫ সেপ্টেম্বর : রাজধানীতে আবারও মুখোমুখি হচ্ছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি। কয়েক দিন বিরতির পর আজ সোমবার একই সময়ে সমাবেশ করবে দল দুটি। এ নিয়ে জনমনে কিছুটা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছড়িয়েছে। তবে দু'পক্ষই শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করার কথা জানিয়েছে। সরকার পতনের এক দফা দাবিতে আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিএনপি গত ১৮ সেপ্টেম্বর সারাদেশে রোডমার্চ, সমাবেশসহ টানা ১৫ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১৯ সেপ্টেম্বর এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। বিএনপি কর্মসূচি ঘোষণার পরদিন যৌথ সভা করে আন্দোলন রাজনৈতিকভাব প্রতিহত করতে দেশের বিভিন্ন স্থানে শান্তি, উন্নয়ন সমাবেশসহ আট দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করে মাঠে নামে আওয়ামী লীগ।



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com



অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে দৃঢ় প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত

(শেষের পাতার পর)

সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী এদিন দুপুরে জাতিসংঘের ৭৮তম অধিবেশনে ভাষণ শেষে অপরাহ্নে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন। এরপর সন্ধ্যায় সংবর্ধনা সভায় যোগ দেন। প্রধানমন্ত্রী তার যুক্তরাষ্ট্র সফরের অংশ হিসেবে বর্তমানে ওয়াশিংটন ডিসি অবস্থান করছেন।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ইতিহাসে এই প্রথম মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় সভাপতির সম্মানে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হলো। ইতিপূর্বে বরাবর-ই যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ এই সংবর্ধনার আয়োজন করেছে। স্থানীয় দলীয় কোন্দ, বিভক্তি সহ নানা কারনেই স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশেই এই সিদ্ধান্ত হয় বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। আরো উল্লেখ্য, মেয়াদ উত্তীর্ন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের বর্তমান কমিটি নিয়ে দলের মধ্যে ব্যাপক প্রতিতিক্রিয় বিরাজমান।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি এম ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভা মঞ্চে অন্যান্যের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আব্দুস সোবহান গোলাপ এমপি, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগর সভাপতি মুজিবুর রহসান ও সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল, মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুর রহমান উপবিষ্ট ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী।

প্রধানমন্ত্রী সংবর্ধনাস্থলে পৌছলে আওয়ামী লীগের শত শত নেতা-কর্মী 'শেখ হাসিনার আগমন, শুভেচ্ছা স্বাগতম' শ্লোগান তুলে আর হাততালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানান। তিনি মঞ্চে বসার পর আব্দুস সোবহান গোলাপ সভা পরিচনার জন্য ইমদাদ চৌধুরীকে আহ্বান করেন। সভার শুরুতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করার পর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

সংবর্ধনা সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'পলাতক আসামি, অর্থ চোর, অস্ত্র চোরাচালানকারী, খুনি ও ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলাকারী (তাদের নেতা) এই যদি একটি দলের নেতা হয়-তবে মানুষ কেন সেই দলকে এবং তাকে ভোট দেবে?' তিনি বলেন, তারা ২০০৮ সালের নির্বাচনে ভোট পায়নি এবং ২০১৪ সালের নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করেনি।

নির্বাচন ঠেকানোর নামে অগ্নিসংযোগ করে মানুষ হত্যার কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'কত প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। এখনো সেই পোড়া মানুষের মুখ দেখলেই বোঝা যাবে যে কী জঘন্য কাজ হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, 'যারা এটি করেছে, তাদের মতো আর কেউ ঘৃণ্য হতে পারে না।'

আগামী জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, 'ইনশাআল্লাহ অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে। জনগণ সঠিকভাবে ভোট দেবে।' তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণের অন্তত অনুধাবন করা উচিত যে-তারা নৌকায় (আ. লীগের নির্বাচনী প্রতীক) ভোট দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং নৌকার পক্ষে ভোট দেওয়ায় আজ জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে।

সরকার প্রধান বলেন, 'নৌকায় (দেশের জনগণ) ভোট দেওয়ার কারণে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, যারা বিদেশে থাকেন তাদের বুঝতে হবে বিএনপি-জামায়াতের শাসনামলে বিদেশে কারও সঙ্গে কথা বলা যেত না, এখন মানুষ বাংলাদেশকে সম্মানের চোখে দেখে।

প্রধানমন্ত্রী অপপ্রচারে কর্ণপাত না করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের ভাবমূর্তি যেন সবসময় উজ্জ্বল হয়-তা আপনাদের সকলকে সর্বদা মনে রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন, 'আজ যখন বিশ্বনেতারা (বাংলাদেশের সাফল্য) স্বীকৃতি দিচ্ছেন, তখন আমাদের কিছু পাপাচারী যা বলছে তাতে মনোযোগ দেওয়ার দরকার নেই।' শেখ হাসিনা বলেন, 'বিভিন্ন অপরাধের দায়ে সাজাপ্রাপ্তরা এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছে ও তাদের অপকর্ম ধামাচাপা দিতে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া ও অ্যাপসের মাধ্যমে বিভিন্ন মিথ্যা অপবাদ ছড়াচ্ছে।' নিন্দুকদের মুখোশ উন্মোচন করার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, মিথ্যা অপপ্রচার করলে তাদের মুখ উন্মোচিত করতে হবে। তিনি বলেন, 'মানুষের সামনে তাদের মুখোশ উন্মোচন করা দরকার।' এই চোরচক্র থেকে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহবান জানান প্রধানমন্ত্রী।

পাত্তাই পেল না অস্ট্রেলিয়া, সিরিজ

(শেষের পাতার পর)

অস্ট্রেলিয়া ও স্বাগতিক ভারত। সিরিজে অবশ্য ভারতের কাছে কোনো পাত্তাই পেল না অজিরা। প্রথম দুই ম্যাচ জিতেই সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া।

প্রথম ম্যাচে ৫ উইকেটে জয়ের পর রোববার ইন্দোরে দ্বিতীয় ম্যাচে বৃষ্টি আইনে ভারত জয় পেয়েছে ৯৯ রানে। আগে ব্যাট করে ভারত ৫০ ওভারে করেছিল ৩৯৯ রান। বৃষ্টির কারণে অজিদের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৩৩ ওভারে ৩১৭। তবে ২৮ দশমিক ২ ওভারে ২১৭ রান করে অলআউট হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া।

ব্যাট হাতে দিনটি ভালো যায়নি ম্যাথু শর্ট (৯), স্টিভ স্মিথ (০), জশ ইংলিস (৬) ও অ্যালেক্স ক্যারির (১৪)। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সর্বোচ্চ ৫৪ রান করেছেন অলরাউন্ডার শট অ্যাবট। তার ৩৬ বলের এই ইনিংসে ছিল ৫টি ছক্কা ও ৪টি চার। অর্ধশতক হাঁকিয়েছেন ডেভিড ওয়ার্নার।

৩৯ বলে ৫৩ রান করেছেন এই বাঁহাতি।

এর আগে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে ভারতের শুরুটা ভালো ছিল না। দলীয় ১৬ রানেই সাজঘরে ফিরে যান ওপেনার রুতুরাজ গাইকওয়াদ (৮)। দ্বিতীয় উইকেটে ২০০ রানের জুটি গড়েন শুভমান গিল ও শ্রেয়াস আয়ার। শতক হাঁকিয়েছেন দুজনই।

গিল ১০৪ ও আয়ার ১০৫ রানের ইনিংস খেলেন। এর পর অর্ধশতক হাঁকান লোকেশ রাহুল ও সূর্যকুমার যাদব। রাহুল ৩৮ বলে ৫২ রান করে আউট হলেও সূর্যকুমার অপরাজিত থাকেন ৩৭ বলে ৭২ রানে।

পরীমনির ওয়েব ফিল্ম অশ্লীলতা ছড়াচ্ছে

(শেষের পাতার পর)

প্রদর্শন বন্ধে আইনি নোটিশ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবী। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ও কুমিল্লা জজ কোর্টের আইনজীবী জয়নাল আবেদীন মাযহারী এই আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন।

রোববার (২৪ সেপ্টেম্বর) ই-মেইলের মাধ্যমে ও ডাকযোগে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কম্পানি লিমিটেডের (বিটিসিএল) চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ওটিটি প্ল্যাটফরম বঙ্গ বিডির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যান, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানের কাছে এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন ওই আইনজীবী।

আইনি নোটিশে বলা হয়, সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকার সুযোগে সুকৌশলে পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে তাদের বিপথে নেওয়ার মানসে এবং সহজে টাকা উপার্জনের জন্য একটি মহল ওটিটি প্ল্যাটফরম ব্যবহার করছে।

সম্প্রতি এই প্যাটফরমে অসংখ্য অশ্লীল ওয়েব ফিল্ম রিলিজ হয়েছে। আমাদের প্রাপ্ত তথ্য মতে, এমন অসংখ্য মুভি রয়েছে। এসব প্ল্যাটফরমের প্রায় সব মুভিতেই কমবেশি যৌন সুড়সুড়ির দৃশ্যসহ ব্যাপক হারে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা, দেশি সংস্কৃতিবিরোধী গল্প ও দৃশ্য উপস্থাপন করা হয়।

'পাফ ড্যাড' মুভিতে কোনো পজিটিভ মেসেজ ছিল না উল্লেখ করে নোটিশে বলা হয়েছে, প্রদর্শিত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম নেগেটিভ মেসেজ হলো, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ককে প্রমোট করা, বিয়েতে অনুৎসাহিত করা, আধ্যাত্মিক মনীষীর চরিত্রকে অত্যন্ত বাজেভাবে হরণ করা, প্রতি মুহূর্তে যৌন সুড়সুড়ির দৃশ্য উপস্থাপন করা। এ ছাড়া ওই মুভিতে আর কোনো মেসেজ নেই। যা নতুন প্রজন্মের জন্য অশনিসংকেত। বৃহৎ স্বার্থে নিম্নোক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য আপনার হস্তক্ষেপ একান্ত কাম্য।

নোটিশে আরো বলা হয়- আগামী তিন দিনের মধ্যে 'পাফ ড্যাডি' ওয়েব ফিল্মের প্রদর্শনী বন্ধ করা, সেন্সর বোর্ড পুনর্গঠন করে তাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিকে কমপক্ষে আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং ধর্মীয় পন্ডিত যুক্ত করা।

ওটিটি প্ল্যাটফরমসহ ইউটিউব/ফেসবুকে অর্থাৎ অনলাইনে প্রদর্শনের জন্য নির্মিত সব ভিডিওর জন্য সেন্সর নীতিমালা প্রণয়ন করে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা। কোনো শৈল্পিক ছোঁয়াবহির্ভূত অশ্লীল ইঙ্গিতবাহী সব অডিও/ভিডিও/গল্প/কার্টুন/পিকচার আপলোডের নীতিমালা প্রণয়ন করা। এসব অডিও/ভিডিও/গল্প/কার্টুন/পিকচার আপলোড করা হলে ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে দ্রুত মুছে ফেলা ও দোষীকে আইনের আওতায় আনাসহ সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

আইনজীবী জয়নাল আবেদিন মাযহারী বলেন, 'এটি দায়িত্ববোধ থেকে করেছি। আমাদের সন্তানরা কী দেখছে? এসব নিয়ে কথা না বললে এটা অব্যাহত থাকবে।

আমরা চাই, চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্তৃপক্ষ নিয়ম-নীতির আওতায় সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র আনুক। আমাদের সন্তানরা যেন ওইসব চলচ্চিত্র দেখে কিছু শেখে। এসব চলচ্চিত্রে কী শেখার আছে। আমি আশাবাদী, কর্তৃপক্ষ বিষয়টি দেখে এসব বন্ধ করবে।'

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লিখুন এবং বিজ্ঞপিন দিন।
ফোনঃ ৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসা চাই

(শেষের পাতার পর)

সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ আর নিরপেক্ষ হবে না। আমরা তাকে অনেক বিশ্বাস করেছি, আর নয়। তিনি বলেন, গোখড়া সাপ-কে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু শেখ হসিনা-কে আর বিশ্বাস করা যায় না। তিনি বলেন, বিএন-পি'র নেতৃত্বেই দেশে ভোট আর ভাতের অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘে ভাষণের সময় বিএনপি আয়োজিত প্রতিবাদ, কালো পতাকা প্রদর্শন ও বিক্ষোভ সমাবেশে যোগদান উপলক্ষ্যে নিউইয়র্ক সফরে আগত বিএনপি নেতা এম এ মালেক-এর সম্মানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। খবর ইউএনএ'র।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস), যুক্তরাষ্ট্র এই সংবর্ধার আয়োজন করে। যুক্তরাষ্ট্র জাসাস-এর আহবায়ক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ রহমান সায়েম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন জাসাস-এর জাতীয় নির্বাহী কমিটির আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য চিত্র নায়ক হেলাল খান, বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য যথাক্রমে আব্দুল লতিফ স্মাট, গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, ফয়ছল আহমেদ চৌধুরী, কেন্দ্রীয় বিএনপি'র আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট জাকির ভূইয়া, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক আন্তর্জাতিক সম্পাদক এবং সিলেট জেলা বিএনপি'র উপদেষ্টা এম এ বাতিন ও জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল যুক্তরাষ্ট্র-এর সভাপতি মোঃ বাবর উদ্দিন। এছাড়াও অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সহ সভাপতি এডঃ জামাল আহমেদ জনি, নিয়াজ আহমেদ জুয়েল, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম, সাখাওয়াত হোসেন আজম, মহিলা বিষয়ক সৈয়দা মাহমুদা শিরিন, নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র সাবেক সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার এম এ খালেক ও আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি পরিষদ, ইউএসএ'র সভাপতি রাজু আহমেদ।

যুক্তরাষ্ট্র জাসাস-এর সদস্য সচিব জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঞ্চালায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোর-আন থেকে তেলাওয়াত করেন মৌলানা নুর নবী এবং বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন নিউইয়ক স্টেট বিএনপির সভাপতি অলিউল্লাহ মোহাম্মদ আতিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাউছার আহমদ, যুক্তরাষ্ট্র জাসাস'র সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক শেখ হায়দার আলী এবং সিনিয়র সদস্য সচিব আনোয়ার হোসেন, নিউইয়র্ক সিটি জাসাস'র যুগ্ম আহ্বায়ক, মূলধারার রাজনীতিক ও কমিউনিটির পরিচিত মুখ জাবেদ উদ্দিন প্রমুখ।

সভায় এম এ মালেক আওয়ামী লীগ সরকারকে 'ভোট ডাকাত, ভোট চোর, মধ্যরাতের ভোটের সরকার' হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, ভয়ের কিছু নাই, ধৈর্য্য ধরুন। যুক্তরাষ্ট্র শেখ হাসিনা সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছে তাতে তার আর বেশী দিন নাই। আমাদের নেতা তারেক রহমানের বিরুদ্ধে কোন দেশেই কোন অভিযোগ নেই। আওয়ামী লীগ সরকার তার জনপ্রিয়তায় প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে। তারেক রহমান নয় বরং জয়-পতুলরাই দেশের অর্থ বিদেশে পাচার করছেন বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তিনি দলের প্রতি অস্থাশীল থেকে দলকে এগিয়ে নেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, তিনি আগামীতে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি দেবেন।

হেলাল খান বলেন, আমার বন্ধু এম এ মালেক বিএনপি'র একজন ত্যাগী আর সাহসী নেতা। আজ আমাদের একটাই দাবী শেখ হাসিনার সরকারের পদত্যাগ। সরকারের পায়ের নীচে মাটি নেই। শেখ হাসিনা পদত্যাগ না করা পর্যন্ত তারেক রহমানের নেতৃত্বেই আন্দোলন চলবে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিএনপি নেতা এম এ মালেক ছাড়াও সভায় উপস্থিত ফ্লোরিডা বিএনপি'র সাবেক সভাপতি দিনাজ খান, পেনসিলভেনিয়া বিএনপি'র সভাপতি শাহ ফরিদ ও সাধারণ সম্পাদক নূর উদ্দিন নাহিদ নিয়াজ, ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপি'র সভাপতি বদরুল আলম চৌধুরী শিপলু ও সাধারণ সম্পাদক এম ওয়াহিদ রহমান, জর্জিয়া বিএনপি'র সভাপতি নাহিদুল খান সাহেল ও সাধারণ সম্পাদক মামুন শরীফ, মিশিগান বিএনপি'র সভাপতি দেওয়ান আকমল চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদ, নিউ ইংল্যান্ড বিএনপি সভাপতি সৈয়দ বদরে আলম ও সাধারণ সম্পাদক মনসুর আহমেদ, নি-উইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র সভাপতি ওয়ালিউল্লাহ মোহাম্মদ আতিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মো. সাঈদুর রহমান, ভার্জেনিয়া বিএনপি'র সদস্য সচিব মো. তোফায়েল আহমেদ, কানাডার কুইবেক ষ্টেট বিএনপি'র সভাপতি আব্দুল মান্নান-কে ফুল দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

সভায় কেন্দ্রীয় যুবদলের সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ইলিয়াস খান, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের উল্লেখযোগ্য নেতার মধ্যে সিনিয়র সহ সভাপতি মোস্তাক আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম শাহিন, সাংগঠনিক সম্পাদক কাইয়ুম আহমেদ, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মোফাজ্জল ভুইয়া, যুগ্ম সম্পাদক রুহেল আমিন উপস্থিত ছিলেন এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র জাসাস-এর আহবায়ক কমিটি'র যুগ্ম আহবায়ক যথাক্রমে শামীম আহমেদ, খালেদ আহমদ খান, এলিজা আক্তার মুক্তা, সুলতানা খানম, সজীব চোধুরী ফয়ছল, সদস্য যথাক্রমে মুজিবুর রহমান লাভলু, তানভীন ফাতেমা রিয়া, রুহেলুজ্জামান চৌধুরী, তারেক আহমেদ, মোঃ মান্নান, ফয়ছল আহমদ, ডা. নার্গিস রহমান, মাকসুদুল হক, মোঃ মইনুল হোসেন বাবু, আশরাফুল হাসান, আমিরুল ইসলাম (জেনিফ), সালেহ আহমেদ মানিক, ইঞ্জি. মোঃ নুরুল নবী, ম ম জসীম, নুরে আলম উপস্থিত ছিলেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

বেবি সিটার আবশ্যক

Columbia medical Hospital এর ডাক্তার আফসানা রহমানের ৯ মাসের মেয়েকে দেখাশুনার জন্য বৃহস্পতি ও শুক্রবারের একজন বেবি সিটার দরকার বাসার দুই বকের ভিতর Train আছে ।
Address:709 W 169th Street.1st floor.Manhattan, New York.
যোগাযোগ :-(347) 944-2284, 347 475 7554

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।
যোগাযোগঃ উদ্দিন
929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

আগামী ১লা অক্টোবর থেকে ওজনপার্কের ১০৫ স্ট্রীট এবং ১০১ এভিনিউ এর কর্নারে ৩ বেডরুম, সাথে ছোট বেবি রুম, সেপারেট লিভিং, ডাই-নিং, কিচেন ও ফুল বড় বাথরুম, ভাড়া হবে। বাসার নিকটে কিউ-৮, কিউ-২৪ বাস, এ ট্রেন, মসজিদ ও বাংলাদেশী গ্রোরী আছে।

যোগাযোগঃ

৬৪৬-২৫৫-৯১৬৩

৩৪৭-৭২০-০২৩০

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হি-লসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ

৭১৮-৬০৭-৯৫৫১

৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।

ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭

অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

বাসা ভাড়া

বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।

ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

রুম ভাড়া

সুন্দর ভদ্র পরিবেশে কর্মজীবী পুরুষদের জন্য বেড বিছানাসহ এক রুম, কিচেনের সাথে ডাইনিং রুমের চেয়ার টেবিল ও ইন্টারনেটের সুবিধায় ভাড়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীট, ব্রুকলীন।

যোগাযোগঃ

৬৩১-২৩০-০২৩০

৭১৮-৩৪৮-৮৪২২।

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন এলাকায় ৩ বেড, ১ লিভিং, কিচেন এবং বাথরুম (১ম তলা) ভাড়া হবে। জে ট্রেন এবং কিউ-৫৬, কিউ-২৪, কিউ-৫৩, কিউ-৫২, কিউ-১১ এবং বি-১ বাসের সন্নিকটে। ভাড়া ২৪০০ ডলার। সববিল একত্রে।

যোগাযোগঃ

জিনাত ৬৪৬ ২৮৯ ০৫৩৯.

গাড়ি ভাড়া

উবার লিফ্ট এর জন্য গাড়ীর জন্য কল করুন

718-865-6870.

718-501-1510

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ মোহাম্মদ তুহিন

☎ ৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-

TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.

f-06/14

পাত্র-পাত্রী চাই

(১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই। (২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই। এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। **৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭.**

পূর্বাচলে রাজউকের নির্ভেজাল ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়

ঢাকার মাস্টার প্ল্যান শহর পূর্বাচলের আকর্ষণীয় লোকেশনে সরাসরি রাজউকের বরাদ্দতো ৫ কাটার নির্ভেজার একটি প্লট বিক্রয় হবে। আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার নিজের কেনা প্লটটি সরাসরি নিজে বিক্রি করবেন।

যোগাযোগের ফোন: ১-৪০৮-৫৬৪-৩৯১০

Email: gomaruf@gmail.com

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

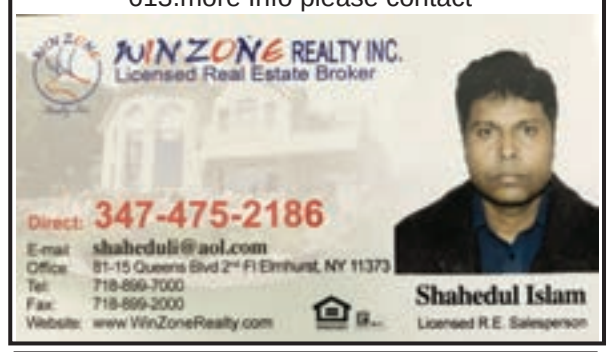
কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-

দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00

Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার

Bangladesh Center Inc

ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।

যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬



লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্

যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।

যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

JAMAICA GARAGE FOR RENT

INDOOR GARAGE WITH REMOTE KEY FOR RENT. 175 STREET & HILLSIDE AVENUE. LEAVE MESSAGE: 917-533-3928

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib

Bangla Bazar Jame Masjid

1351 Odell St, Bronx, NY 10462

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea

Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh

Marriage Registrar New York State

(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)

Tel: 347-208-9055

Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696

Res: 718-931-2509

e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR

IMAM & KHATUB

MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.

Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

স্যাংশন প্রশ্নে টাইম টিভি-কে ড. আলী রিয়াজ

(প্রথম পাতার পর)

দিয়েছে। সরকার জানে কতোজনের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন হোক চায়। এজন্য তারা সবধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাবে। নিউইয়র্ক থেকে প্রচারিত টাইম টেলিভিশনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন। টাইম টেলিভিশনের প্রতিদিনের জনপ্রিয় লাইভ অনুষ্ঠান 'টাইম এক্সক্লুসিভ'-এ শুক্রবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাতে ড. রিয়াজ এই সাক্ষাৎকার দেন। সাক্ষাৎকার নেন টেলিভিশনটির সিইও আবু তাহের।

সাক্ষাৎকারে ড. আলী রীয়াজ বলেন, সম্পর্ক ভালো তার অর্থ এই নয় যে, যুক্তরাষ্ট্র তার যে নীতিগত অবস্থানের কথা বলেছে তারা আসলে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সকলের অংশগ্রহণমূলক শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চায় এবং তার জন্য তারা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে। বাংলাদেশের বাস্তবতাটা হচ্ছে দুটো বৃহৎ রাজনৈতিক দল আছে। একটি বাদ গেলে সেটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয় না। ১৯৯৬ সালে ফেব্রুয়ারীতে বিএনপি'র সরকারের অধীনে খালেদা জিয়া সরকারের অধীনে একটি নির্বাচন হয়েছিল, আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করেনি। এটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন ছিল না। একইভাবে ২০১৪ সালের নির্বাচনকে আমরা অংশগ্রহণমূলক বলবো না। সুতরাং অংশগ্রহণমূলক হওয়াটাই আসল কথা নয়। নিশ্চয়তা দিতে হবে ভোট দেয়ার অধিকারটি আছে কিনা।

তিনি বলেন, আজকের এই ঘোষণাটি আসলো ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের যে নীতি কার্যকর করার একটি স্বীকৃতি মাত্র। অর্থাৎ যদিও তারা বলছেন যে, আজ থেকে কার্যকর। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে আসলে এই নীতিটা তারা গত ২৪মে ঘোষণা করার পর থেকে আসলে কার্যকর করতে শুরু করেছেন। তারা এখন এটা স্পষ্ট করে জানাচ্ছেন। এই কারণে বললাম, লক্ষ্য করলে দেখবেন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম যে কথাগুলো বলেছেন তাতে মনে হচ্ছে যে তাদেরকে একটি তালিকাও দেয়া হয়েছে আসলে।

ড. রিয়াজ বলেন, তারা জানেন যে, কতোজনকে ইতিমধ্যে এই ভিসা নিষেধাজ্ঞা এবং কাদের ওপর আরোপ করা হয়েছে। কাদের ভিসা ক্যানসেল করা হয়েছে। বা দেয়া হয়েছে। তার মানে হচ্ছে এটি আগে থেকেই কার্যকর হয়েছে। আর এরমধ্যে দিয়ে যে রাজনৈতিক তাৎপর্যের বিষয়টি সেটা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এটা কথার কথা হিসেবে বলেনি। অনেকেই যেটা মনে করছিলেন মে মাসে এ ধরনের ঘোষণা দেয়ার পর এটা কী করে কার্যকর করবে? সেটা যেহেতু স্পষ্ট নয়। সম্ভবত তারা এটা কার্যকর করবে না। শুধু কথার কথা হিসেবে বলছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সেটা নয়। কখনোই এটা মনে করার কোনো কারণ ছিল না। দ্বিতীয় আরেকটি যেটা ঘটেছে সাম্প্রতিককালে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের এক ধরনের সমঝোতা তৈরি হয়েছে। তাদের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি ছিল সেটার অবসান ঘটেছে। সেটা যে হয়নি সেটাও বোঝা যাচ্ছে। শুধু এই ভিসা নীতির কার্যকর করার মধ্যদিয়ে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে আসলে যুক্তরাষ্ট্র একটি সকলের অংশগ্রহণমূলক অবাধ নির্বাচনের জন্য যা যা করণীয় সেটা করতে মোটেও পিছপা হবে না।

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ কথাটি যদি আক্ষরিক অর্থে নেন। আসলে কি সম্পর্ক ভালো? হ্যাঁ অবশ্যই সম্পর্ক ভালো। সম্পর্ক যদি খারাপ হতো তাহলে তো যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন রকম কার্যক্রমের সঙ্গে বাংলাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার কথা না। কিন্তু তার সঙ্গে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগত অবস্থা তার কোনো বিরোধ নেই। সম্পর্ক ভালো তার অর্থ এই নয়, যুক্তরাষ্ট্র তার যে নীতিগত অবস্থানের কথা বলেছে তারা আসলে অবাধ, নিরপেক্ষ, সকলের অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চায় এবং এজন্য দীর্ঘদিন তারা বলে আসছে কিন্তু এবং উপর্যুপরি এই চাপটা যে আসছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। তার চেয়েও বড় যে বিষয়টি মনে করি সত্যি বলতে সেটা হচ্ছে গত বৃহস্পতিবার (২১ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কের স্থানীয় সময়ে একটি বৈঠক হয়েছে। বৈঠকটি হয়েছে আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া এবং ডোনাল্ড লু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন। সেখানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন উপস্থিত ছিলেন।

ড. রিয়াজ বলেন, সেখানে কিন্তু আলোচনা হয়েছে অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রশ্নে। এইটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে মনে হচ্ছে। কারণ উজরা জেয়া এবং ডোনাল্ড লু প্রধানমন্ত্রীকে কী বলেছেন সেটা কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কিছু বলা হয়নি। উজরা জেয়ার টুইটারে তিনি যে টেক্সট ম্যাসেজ দিয়েছেন সেখানে আমরা ছবি দেখতে পাচ্ছি। সরকারের পক্ষ থেকে কিন্তু কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। এটা কিন্তু খুব উল্লেখযোগ্য। একটি সেলফি উঠলেই যেহেতু গোটা সরকারি মেশিন (দল) প্রচারে নেমে যায় সেখানে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এটাকে বলা হয়। একই বিষয়ে উজরা জেয়া কিন্তু সোমবার দিন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে দেখা করেছেন। সেখানেও বলেছেন। কী বলেছেন লক্ষ্য করে দেখুন। বলছেন যে, তারা নির্বাচনের প্রশ্নকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। গত বৃহস্পতিবার অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যাপারে উজরা জেয়া আবারো প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন। সোমবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দিন মাসুদ বিন মোমেনকে বলেছেন। এগুলো নিয়ে আমরা আসলে কোনো ব্যাখ্যা শুনছি না কিন্তু। মি. মোমেন যেটা বলেন যে, আসলে সম্পর্ক ভালো। হ্যাঁ সম্পর্ক অবশ্যই ভালো। কিন্তু তার অর্থ মোটেও এটা নয় যুক্তরাষ্ট্র তার অবস্থান থেকে সরে এসেছে।

যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী যারা আছেন তারা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলছেন এটার অর্থ কী এবং বিরোধী দলের যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন এ কথাগুলোর মধ্যে কী ধরনের পার্থক্য আছে? জানতে চাইলে আলী রীয়াজ বলেন, বাংলাদেশের বিরোধী দলগুলোর নয়, সাধারণ মানুষসহ সবার দাবি এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে; যে ব্যবস্থার মধ্যে ২০১৪ বা ২০১৮ সালের নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না এবং সেটা নিশ্চিত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে বিরোধী দল মনে করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার। আপনি যে নামেই ডাকুন সেটা হচ্ছে একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ প্রশাসন তৈরি করতে হবে। একটি সরকার তৈরি করতে হবে। এই দাবিটা বিরোধী দলগুলোর দাবি। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দাবি। যারা ভোট দিতে চান তাদের দাবি। এই দাবিটা হচ্ছে কিসের জন্য? সেটা হচ্ছে একটি অবাধ নির্বাচন করার জন্য। এটা অভ্যন্তরীণভাবে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দল এবং বিরোধীদের কি পথ বের করবে সেটা তো বিদেশিরা বলতে পারেন না। সেটা বলার কোনো কারণও নেই। তারা যেটা চান। তারা যেটা বলছেন। এবং সুন্দরভাবে বলছেন তারা অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন, সুষ্ঠু নির্বাচন এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চান। শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চান। কেন চান? কারণ হচ্ছে এতে করে সাধারণ নাগরিকরা ভোট দিতে পারবেন। আন্তর্জাতিক সোসাইটির পক্ষ থেকে এটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে। এবং সেই চেষ্টার একটি অংশ হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত দেখা গেছে।

ড. আলী রিয়াজ বলেন, তারা বলছেন যে, পর্যবেক্ষক পাঠাবেন না। কেন পাঠাবেন না? সেটা ডিডব্লিউকে যেটা বলেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সেটা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। সুতরাং আমাদের উদ্দেশ্যটা কি? যদি আর্থিক কারণে না পাঠানো হতো তাহলে এটা বিবেচনা করে দেখুন ১৫ দিন ধরে একটি মিশন হয়েছে। আর্থিক কারণে তো আগেই বিবেচনার কথা ছিল। এটা কিন্তু কারণ নয়। তারা বলছেন যে, আমরা এমন কিছু পাইনি যাতে এখন থেকে নির্বাচনের পরিবেশ-পরিস্থিতি নির্বাচনের সময় এমন পরিস্থিতির বদল হবে যে সকলের গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে। এজন্য পাঠাচ্ছেন না। তাহলে সমন্বয়ের কোনো প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের বর্তমান যে পরিবেশ পরিস্থিতি তাতে একটি অংশগ্রহণমূলক-নিরপেক্ষ নির্বাচন কীভাবে হতে পারে? এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, এটার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হওয়ার দরকার হয় না। বাংলাদেশের নাগরিকরা এটা বের করেছেন। সেটা হচ্ছে এক সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলে যে ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল সেটা চার চারটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিতে পেরেছে। সেগুলো কী শতভাগ সঠিক? না কোথাও শতভাগ সঠিক হয় না। সেখানে তুলনামূলকভাবে আপনি বাকি যে নির্বাচনগুলো হয়েছে ১১টি নির্বাচন থেকে বাকি চারটি নির্বাচন তো আলাদা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। তাহলে ওটাই হচ্ছে ব্যবস্থা। ওটা যদি আপনি জনমত জরিপ করে দেখেন সেখানেও কিন্তু লোকজন বলছে এখনকার ব্যবস্থায় হবে না। এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যেখানে নাগরিকরা নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবে। যারা নিশ্চিত হতে পারবেন যে তারা ভোট দেয়ার আগের রাতে ভোট হয়ে যায়নি। ভোটকেন্দ্র থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে না। সেটা করার উপায় হচ্ছে একটি নিরপেক্ষ প্রশাসন তৈরি করা। তার জন্য ওপর থেকে শুরু করতে হবে। অর্থাৎ ক্ষমতায় এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে প্রশাসনের সর্বত্র এই ধারণা চলে যায়- কে বিজয়ী হবেন আমরা জানি না। যেই বিজয়ী হোক তাতে যেন আমাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন থাকে।

১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়েছিল। আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করেনি। ওটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন ছিল না। একইভাবে আপনি যে ২০১৪ সালের নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক বলবো না। শুধু অংশগ্রহণমূলক হওয়াটাই আসল নয়। নিশ্চয়তা দিতে হবে সকলের অংশগ্রহণমূলক ভোট দানের অধিকারটি আছে কিনা। এখন সেরকম ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে যদি কোনো নির্বাচন হয় সেক্ষেত্রে শুধু ভিসার প্রশ্ন নয় বাংলাদেশকে আরও বিরূপ পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। আন্তর্জাতিক সময় বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে ধরনের অপ্রয়োজনীয় টানাপড়েন তৈরি করা হয়েছে তার ফলাফল কিন্তু খুব ইতিবাচক হবে না। যদি শেষ পর্যন্ত জোর করে একতরফা নির্বাচন করার চেষ্টা করা হয়।

ড. রিয়াজ বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন কেউ যদি ভিসা স্যাংশন নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন তাহলে বাংলাদেশও ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেবেন? উত্তরে তিনি বলেন, বাংলাদেশ তো করতেই পারে। আইন অনুযায়ী অবশ্যই করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী ওই অর্থে তো ঠিকই বলেছেন। তিনিও ভিসা স্যাংশন করতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে দেশটির সঙ্গে আপনার সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক সম্পর্ক তার ওপর কি আপনি ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেবেন? যে দেশ থেকে সরাসরি বেশি ফরেন ইনভেস্টমেন্ট হয় সেখানে আপনি ভিসা রেস্টিকশন করে এক ধরনের বিরোধীকরণ করবেন? কিংবা ধরুন সবচেয়ে বিপদের সময় যে দেশটি বিনামূল্যে আপনাকে ওষুধ-ভ্যাকসিন সরবরাহ করেছে তার ওপর স্যাংশন দেবেন? বাংলাদেশ তো করতেই পারে। কিন্তু করলে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে কিনা সেটা একটি প্রশ্ন। জোর করে যদি আপনি একটি নির্বাচন করবেন এই ধরনের মনোভাবের থেকে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন করতে চান সেটা করতে পারেন। অবশ্যই করতে পারেন। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের কাছে তাদের এক সময় না এক সময় জবাবদিহি করতে হবে। যে তারা কেন বাংলাদেশের নাগরিকদের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করছেন। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ এবং বাংলাদেশের বাণিজ্যিক পরিস্থিতি বাংলাদেশের মানুষের যে বিভিন্ন সময়ে বিপদে আপদে প্রয়োজন যারা পাশে দাঁড়ায় তাদের। এই যে রোহিঙ্গা সমস্যার কথা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এটা একটি বড় ধরনের সমস্যা হিসেবে বাংলাদেশের জন্য আবির্ভূত হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করে দেখুন কারা সাহায্য করেছে? চীন করেছে? রাশিয়া করেছে, ভারত করেছে? নাম ধরেই বলুন না। করেনি। সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ভিসার স্যাংশন আরোপ করতে চান, করুন। তাতে কি বাংলাদেশের জন্য, রোহিঙ্গা সমস্যার জন্য, বড় রপ্তানি খাত তার জন্য ভালো হবে? আমি তো অঙ্ক বুঝি না। এটুকু বুঝি এটা ভালো হবে না। এই ধরনের বিষয় জাতীয় স্বার্থের জন্য অনুকূল নয়। কথা বলার জন্য বলা যেতে পারে। কিন্তু জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করলে এই ধরনের কথার কোনো মর্ম ঠিক বুঝতে পারি না আমি।

যুক্তরাষ্ট্রে সঙ্গে যদি বাংলাদেশের সম্পর্ক খারাপ হয়, একটি টানাপড়েনের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং সরকার তার সীদ্ধান্তে অনড় থাকে তাহলে প্রবাসে বাংলাদেশী যারা আছেন তাদের ওপর কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে? ওই অর্থে পড়বে না। কারণ তারা এখানে আছেন। তারা কি ভূমিকা প্রণয়ন করছেন সেটা একটি প্রশ্ন। দ্বিতীয় হচ্ছে, বিভিন্নরকমভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করায় আপনি অর্থ পাঠাতে পারছেন না। কারণ এখানে যারা বাংলাদেশি জনগোষ্ঠী আছেন তারা একটি বিশাল সংখ্যক মানুষ। এবং তারা দেশে বড় রকমের রেমিট্যান্স পাঠান। এগুলো তাদের পরিবারের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে। আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তার চেয়েও বড় কথা কি বারবার একটি কথা সুযোগ পেলেই বলি যুক্তরাষ্ট্র কি করলো না করলো সেগুলো বিবেচনা বাদ দিন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাদ দিন। বাংলাদেশের যারা এখানে উপস্থিত আছেন তাদের একটি দায়িত্ব আছে দেশের প্রতি। দেশের ভবিষ্যতের প্রতি। দেশের যে মানুষগুলো তারা ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন। তাদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করুন। আপনি যদি এখানে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক তাহলে ভোট দিতে পারছেন। আপনার ভাই-বোন বাংলাদেশে আছে। তাহলে আপনি আসুন। সেই প্রসঙ্গটা তুলুন। আপনি কেবলমাত্র আর্থিক কারণেই বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত তা তো না। প্রাণের টানে যুক্ত আছেন। আত্মীয়-স্বজনের টানে যুক্ত আছেন। সেই অর্থে আপনার একটি দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্বটা মনে করুন, পালন করুন। আসুন আমরা সেই দায়িত্বের চর্চাটা করি।

এই সংকট নিরসনে প্রবাসীদের ভূমিকা কি হতে পারে? এম এক প্রশ্নে ড. আলী রিয়াজ বলেন, এই সংকট নিরসনে তারা তাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন। সেটা হচ্ছে আমাদের দায়িত্বটা কি? দায়িত্বটা হচ্ছে এই নাগরিকের যে সামান্য অধিকার যে অধিকার আপনি এখানে ভোগ করেন সেই অধিকার যেন সকলে ভোগ করে সেই প্রশ্নটা তোলা। যেভাবে পারেন সেই প্রশ্নটা তুলুন। কারণ বাংলাদেশ একটি ক্রুশ্যাল স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। অন্য যেকোনো দশটি নির্বাচনের মতো নয় কিন্তু। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে। অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও হবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও হবে। এ রকম একটি সময়ে আমি আশা করি যে, এখানে যারা প্রবাসী বাংলাদেশীরা আছেন তারা তাদের মতো করে কথাগুলো বলবেন। যারা দেশের সঙ্গে যুক্ত দেশের নাগরিক ও রাজনীতিবিদদের কাছে এই বার্তাটি দিন। পাশাপাশি যারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক তাদের উচিত হবে তাদের স্থানীয় প্রতিনিধি কংগ্রেসম্যানদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। যেন তারা আসলে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যাতে একটি সুষ্ঠু অবাধ গ্রহণযোগ্য ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় বাংলাদেশে। কে জিতলো সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে প্রক্রিয়াটি অবাধ-সুষ্ঠু-গ্রহণযোগ্য হয়। সেটা যেই জিতুক তাকেই গ্রহণ করতে হবে। সেটাই গণতন্ত্র।

ভিসা শহিদদের তালিকা আর সেক্ষির খেসারত!?

(শেষের পাতার পর)

কেউ অপছ ন্দের কিছু লো কের নাম নি য়ে বল বেন এরাই তারা। চল বে নানা সরস আ লে াচোনা টীকা টিপ্পনী। এই ফাঁকে কিছু ধান্ধাবাজ রুই কাতলাদের কাছে গিয়ে চাঁদাবাজীও করে ফেলতে পারে। এ্যাম্বেসী থেকে তালিকা বের করে এনেছি। মাল ছাড়েন, নইলে নাম কিন্তু ফাঁস করে দেবো। সাধারন্যে ইজ্জত হারানোর ভয়ে কোন বেকুব হয়তো ডিলেও যাবেন! স্যোসাল মিডিয়ায় ভেসে বেড়ানো ওসব তালিকা বিশ্বাষ করার কোন কারন নাই, কারন যুক্তরাষ্ট্র কখনই ভিসা শহিদদের নামের কোন তালিকা প্রকাশ করবে না। এটা কেবলমাত্র তিনিই জানতে পারবেন যিনি লাভলেটার পাবেন। কেউ নিজেরা স্বীকার না করা পর্যন্ত জানা যাবে না কে কে শহিদ হয়েছেন। অতএব ভেসে বেড়ানো তালিকায় যেন কেউ বিভ্রান্ত না হন।

২.

সেক্ষির খেসারত!?

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় আসলেই একজন মজার লোক। লোকে তাকে নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করে, এটাওটা বলে। ভদ্রলোক মাঝেমাঝে বেফাঁস এমন কিছু বলেন যা নিয়ে ট্রল হয়, হাসিঠাট্টা চলে- যদিও সেসব তিনি গায়ে মাখেন না। এই যেমন- ভিসানীতির প্রয়োগ নিয়ে বললেন 'আই এ্যাম হ্যাপী, ভেরী হ্যাপী'! তিনি নাকি এতে খুব খুশী! সরকারি মহলে যখন শোকের মাতম চলছে সে অবস্থায় তিনি খুশী কেন সে ব্যখ্যাও দিয়েছেন। এই ভিসানীতি নাকি বিরোধীদের আন্দোলন দমাতে, যাতে তারা নির্বিঘ্নে নিজেদের অধীনে একতরফা নির্বাচন সেড়ে ফেলতে পারে!

আবার তারই উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী মহোদয়া কিন্তু বললেন ভিন্ন কথা। বোঝা গেল ভিসানীতি প্রয়োগে তিনি ভীষন ক্ষুব্ধ। পাল্টা স্যাংশনের হুমকিও দিয়েছেন। বাই রে থে কে কেউ অগনতান্ত্রিক বা সংবিধান লংঘন করে সরকার গঠন কর তে চাইলে কঠিন সাজা পেতে হবে বলে হুঁশিয়ারিও জানিয়েছেন। তিনি দেশের সরকার প্রধান, তার কাছে নিশ্চয়ই অনেক ভেতরের খবর আছে। এখনই এতসব নিয়ে মাথা ঘামানো আমাদের দরকার নাই। আমি ভাবছি খেলার এই পর্যায়ে এসে তড়িঘরি যুক্তরাষ্ট্র ভিসানীতি কার্যকর শুরু করলো কেন!

মে'তে যখন জারী হলো বলা হয়েছিল যারা সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনে বাধা দেবে তাদের ওপর কার্যকর করা হবে। তো নির্বাচন তো এখনও এলোই না! তাহলে কিভাবে বোঝা গেল সুষ্ঠু নির্বাচনে কে বা কারা বাধা দিলো! বা যাদেরকে ইতিমধ্যেই এই নীতির আওতায় আনা হয়েছে তারাই বা কিভাবে সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা দিয়েছে বা দিচ্ছে! সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনে প্রতিশ্রুত সরকার, তারা নিশ্চয়ই বাধাপ্রদানকারি নয়। সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন দাবী করছে বিরোধী পক্ষ, তাহলে তারাও বাধা প্রদানকারি নয়। হিসাবে তো তাই বলে। তাহলে বাধা দিয়েছে দিচ্ছে কারা! কিভাবে দিয়েছে!

বিষয়টা খুবই অস্বচ্ছ এবং জটীল নয় কি! আবার এটাও কি মনে করার কারন আছে 'মার্কিন কর্তৃপক্ষ' আগপিছ বিচার বিশ্লেষন না করেই এমন একটা কঠিন পদক্ষেপ নিয়েছে! প্রশ্নটা হচ্ছে এখানেই। নির্বাচনের এত আগে কেন এবং কিসের ভিত্তিতে কতিপয়কে সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা সৃস্টিকারি বলে চিহ্নিত করা হলো! হঠাৎ কি এমন পরিস্থিতি দাঁড়ালো যে তড়িঘরি কিছু লোকের ওপর ব্যবস্থা নিতে হলো! এটা কি শুধুই কিছু ব্যবস্থা না কোন বার্তা! যদি বার্তাই হয়, কি তা!

একটু পেছনে যাই। কিছুদিন আগ পর্যন্তও সরকারের দায়িত্বশীল নেতারা কথায় কথায় যুক্তরাষ্ট্রের ওপর বিষোদগার করে এসেছেন। যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু গনতন্ত্র মানবাধিকার অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলছিল সরকার মনে করছিল যুক্তরাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নি য়ে ছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেও বলেছেন আমেরিকা হয়তো তাকে ক্ষমতা থেকে সড়িয়ে দিতে চায়। আবার বিরোধী দলগুলোর দাবীর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের কথা মিলে যাওয়ায় মনে করা হতো তারা বুঝি বিরোধী দলের সাথে। তবে এটাও ঠিক নিরপেক্ষ নির্বাচনের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমাদের অবস্থান বিরোধীদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে। এ অবস্থায় দিল্লীতে অনেক কায়দা-কসরত করে তোলা একটা সেক্ষি যেন সব ধারনা পাল্টে দিতে বসে। সরকারি মহলে খুশীর বান ডাকে, আমেরিকার সাথে সব ঝামেলা মিটে গেছে! সন্দেহ নাই এই ছবি বিরোধীদের মনোবলও কিছটা দুর্বল করে দিয়েছিলো। নানা আলোচনা। মিস্টার মোদী কি সব ম্যানেজ করে ফেললেন, আমেরিকা কি শেষ পর্যন্ত ডিগবাজী মারলো! বিরোধী দলকে অবশেষে পথে বসালো! বোঝাই যাচ্ছিলো মিস্টার হাস সম্ভবত: নিজেও কিছুটা বিব্রত ছিলেন এ সময়। সামনে বিরোধী দলগুলোর ফাইনাল রাউন্ড। এ অবস্থায় নেতাকর্মীরা মনোবল হারালে ক্ষতি আন্দোলনের। এম নি একটা প রি স্থি তি তে এই অ্যাকশন। তাহলে কি আন্দোলনকারিদের মনোবল ধরে রাখতে বা যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান স্পষ্ট করতে সময়ের আগেই তড়িঘরি ভিসা নীতি কার্যকর কর তে হলো! এ র মাধ্যমে কি প্রকারান্তরে বোঝানো হলো কোন সমঝোতা হয় নাই, আমেরিকা আপোষ করে নাই। বিষয়টাকে এভাবেও দেখা যায়। তার মা নে একটা সেক্ষিই শেষ পর্যন্ত সব গুবলেট করে দিলো!

তবে এ নিয়ে যে সুক্ষ একটা গেম খেলেছে মার্কিন কর্তৃপক্ষ তা বেশ বোঝা গে ছে। একদিকে প্রেসিডেন্টের সাথে ফটোসেশন পাশাপাশি তারই মন্ত্রী জানিয়ে দিচ্ছেন ভিসানীতি কার্যকর করার কথা! ব্যপারটা দু'চারদিন পরে বা প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরে আসার পরও করা যেতো। কিন্তু মনে হয় এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা অনেক কিছুর জবাব দিয়ে দিলো। এবার আসি প্রথম প্রসঙ্গে। ভিসানীতি কার্যকরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কেন খুশী! হ্যাঁ খুশীর কারন অবশ্যই আছে। তিনি যেটা বলেছেন ওটা মুখের কথা। আসল গোমড় হচ্ছে সরকারের এখন এমন লোক দরকার যারা ভিসা নীতির তোয়াক্কা করবে না। কিছু লোক পাওয়া গেল! ভিসানীতি খাওয়ার ভয়ে পরিকল্পিত একতরফা নির্বাচনে ভোট কাটা বা বিরোধীদের পেটাতে যারা দোনোমোনো করতেন তাদের মধ্যে যারা লাভ লেটার পেয়ে যাবেন তারা এখন টেনশনমুক্ত হবেন। দ্বিগুন উৎসাহে কাজে নেমে পরতে পারবেন। সেদিক থেকে ভিসানীতি কার্যকর হওয়া সরকারের জন্য একটা খুশীর খবরই বটে! পররাস্ট্রমন্ত্রী বিষয়টা সবার আ গে বোঝার জন্য একটা ধন্যবাদ অবশ্যই পে তে পা রেন, কি ব লেন!

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার

সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday // September 25 // 2023

২০৪০ এর মধ্যে জিরো এমিশনঃ বিদ্যুতে চলবে নিউইয়র্কের সকল বাস

বাংলাপত্রিকা ডেস্কঃ ২০৪০ এর মধ্যে নিউইয়র্কের বিদ্যুৎ বিভাগ কার্বন নিশ্বঃরণ শুণ্যের কোটায় নামিয়ে আনতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আর সে লক্ষেই এগুচ্ছে এখানকার পরিবহনব্যবস্থা। নগরের সড়ক নেটওয়ার্কগুলোতে ২৪ ঘণ্টা চালু থাকে যে সব বাস সেগুলোকে ইলেক্ট্রিক চালিত করার প্রক্রিয়া এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। কুইন্সে এমটিএর গ্র্যান্ড এভিনিউ বাস ডিপো তে বসানো হয়েছে ১৭টি ওভারহেড প্যান্টোগ্রাফ চার্জার। এগুলো দিয়ে ডিপোতে চার্জ করানো হয় বাসগুলো।প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে এমন ৬০টি ওভারহেড তৈরির কাজ শেষ করা হচ্ছে। সিটির ৫টি লোকেশনে এগুলো বসানো হবে। বাসগুলো এসে থামার পর সেগুলোতে বিদ্যুতের চার্জ করিয়ে নেওয়া হবে পরবর্তী যাত্রার জন্য। এভাবে ২০৪০ সালের মধ্যে বাসগুলোকে জিরো এমিশনে নিয়ে যেতে চায় এমটিএ। বর্তমানে ১৫টি বাস বিদ্যুতে চলছে। ২০২৪ সালে এই সংখ্যা পৌঁছে যাবে ৬০ টিতে। নগরের বেশিরভাগ বাসই এখন ডিজেলে চলছে নয়তো ডিজেল-ইলেক্ট্রিক হাইব্রিড ব্যবস্থায় রয়েছে।



নিউইয়র্কে বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানীর ১০৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

নিউইয়র্ক: বঙ্গবীর জেনারেল এম এ জি ওসমানীর জীবনাদর্শ থেকে দেশাত্ববোধের চেতনায় উজ্জীবিত দেশ গঠনে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই তার জন্মবার্ষিকী উদযাপন স্বার্থক হবে। জেনারেল ওসমানীর ১০৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে গত ৩ সেপ্টেম্বর জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা (শাহীন কামালী-মইনুল ইসলাম)'র দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় বক্তারা এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আমেরিকায় মদিনার আলো'র সম্পাদক আব্দুল ওয়াহিদ টুপন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা-লেখক সুব্রত বিশ্বাস।

এস্টোরিয়াস্থ জালালাবাদ ভবনে সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহীন কামালীর সভাপতিত্বে এবং কার্যকরী সদস্য (সিলেট) হেলিম উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসিব মামুন ও মিজানুর রহমান শেফাজ, সাবেক কোষাধ্যক্ষ আতাউল গনি আসাদ, সাবেক প্রচার সম্পাদক আব্দুর করিম, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, সিলেট সদর সমিতির সভাপতি আব্দুল মালেক খান (লায়েক) প্রমুখ। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের সাবেক সহ সভাপতি মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকী। মুনাজাতে বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানীসহ দেশ, প্রবাস ও বিশ্ব মানবতার কল্যাণ কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়।

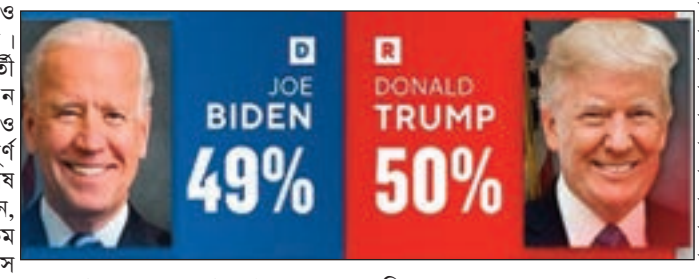
গভায় বক্তারা বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবীর ওসমানীর অসামন্য অবদানে জাতি স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলো। তিনি কোন বিশেষ এলাকার নয়। আজীবন দেশ ও মাটির জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁর সঠিক মূল্যায়ন করতে সরকারের প্রতি জোর দাবি জানানো হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

জনপ্রিয়তায় বাইডেনকে পেছনে ফেলে এগিয়ে ট্রাম্প

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জনপ্রিয়তার দৌড়ে জো বাইডেনকে পেছনে ফেলে ফের আলোচনার জন্ম দিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সামনে রেখে সিবিএস নিউজের সাম্প্রতিক এক জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে বলে জানা গেছে।

এবারের জরিপের প্রশ্ন ছিল, ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আপনি কাকে ভোট দেবেন? এতে ৫০ শতাংশ অংশগ্রহণকারী ট্রাম্পের নাম বলেছেন, আর বাইডেনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন ৪৯ শতাংশ ভোটার।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন নেতার উদ্বেগ বাড়িয়ে দিতে পারে জরিপের আরও কিছু তথ্য। যেমন- পরবর্তী নির্বাচনে জিতলেও বাইডেন পূর্ণ মেয়াদ শেষ করতে পারবেন, এটি খুব কম মানুষই বিশ্বাস করেন। তার তুলনায় এদিক থেকেও এগিয়ে ট্রাম্প।

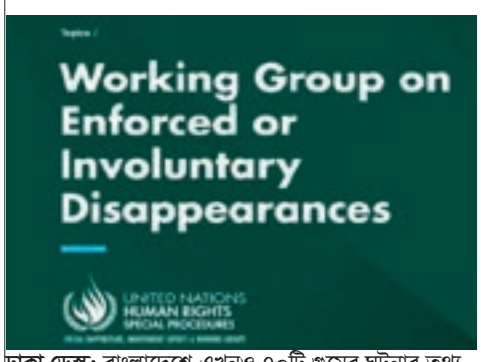


জরিপে উঠে এসেছে, ৫৫ শতাংশ ভোটারের ধারণা, ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদ পূর্ণ করতে পারবেন। বাইডেনের ক্ষেত্রে এর হার ছিল ৩৪ শতাংশ। ৪৪ শতাংশ ভোটার মনে করেন, বাইডেন দ্বিতীয় মেয়াদ পূর্ণ করতে পারবেন না। ট্রাম্পকে নিয়ে এমন সন্দেহ রয়েছে মোটে ১৬ শতাংশ মানুষের।

যদিও দুই নেতার বয়সের পার্থক্য সামান্য। মাত্র দুই বছর। তবে তাদের বয়স বড় প্রভাব ফেলতে পারে নির্বাচনের ফলাফলে। ৪৩ শতাংশ অংশগ্রহণকারী মনে করেন, প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক সুস্থতা রয়েছে কেবল ট্রাম্পের। বাইডেনের ক্ষেত্রে এর হার মাত্র ১৬ শতাংশ। ১২ শতাংশ ভোটার মনে করেন তারা উভয়েই যোগ্য, আর ২৯ শতাংশ মনে করেন তাদের কেউই পুরোপুরি সামর্থ্যবান নন।

দুই নেতার মানসিক সুস্থতা নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে অনেকের। জরিপের ৪৪ শতাংশ অংশগ্রহণকারী মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হওয়ার মতো মানসিক সুস্থতা রয়েছে কেবল ট্রাম্পের। বাইডেনের এমন সমর্থক রয়েছেন ২৬ শতাংশ। সাত শতাংশ ভোটার মনে করেন, তারা উভয়েই যোগ্য। আর ২৩ শতাংশ ভোটার মনে করেন, তারা কারোরই পর্যাপ্ত মানসিক সুস্থতা নেই।

জরিপে প্রশ্ন ছিল, যুক্তরাষ্ট্রে কেমন প্রেসিডেন্ট দরকার? জবাবে ৬৭ শতাংশ বলেছেন কঠোর, যত্নবান বলেছেন ৬৬ শতাংশ, সোজাসাপটা হওয়ার কথা বলেছেন ৬২ শতাংশ, শান্ত চরিত্রের কথা বলেছেন ৬১ শতাংশ এবং ৫৮ শতাংশ বলেছেন কর্মচঞ্চল হওয়ার কথা। জরিপে বাইডেনকে শান্ত, অনুমানযোগ্য, সহনশীল এবং যত্নশীল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর ট্রাম্পকে বর্ণনা করা হয়েছে উসকানিমূলক, কঠোর, উদ্যোমী, সোজাসাপটা এবং বিনোদনমূলক হিসেবে। ট্রাম্পকে যারা ভোট দেবেন বলে জানিয়েছেন, তাদের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এর কারণ কী? জবাবে ৯৭ শতাংশ ভোটার বলেছেন, ট্রাম্পের আমলে পরিস্থিতি তুলনামূলক ভালো ছিল। বাইডেন ফের ক্ষমতায় আসলে পরিস্থিতি কী হবে তা নিয়ে উদ্বেগের কারণ দেখিয়েছেন ৮১ শতাংশ ভোটার।



জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রতিবেদন

বাংলাদেশে গুমের ৭০টি ঘটনার তথ্য পাওয়া যায়নি

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশে এখনও ৭০টি গুমের ঘটনার তথ্য পাওয়া যায়নি। জাতিসংঘ থেকে মোট ৮৮টি জনের গুমের বিষয়ে প্রকৃত অবস্থা জানতে চাওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে পাঁচজন আটক এবং ১০ জন মুক্ত অবস্থায় রয়েছেন। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের কাছে বাংলাদেশে গুম নিয়ে ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনফোর্স অর ইনভলান্টারি ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স (ডবিউজিইআইডি) সর্বশেষ এ তথ্য দিয়েছে। সোমবার মানবাধিকার কমিশনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৩৬টি দেশের তিন হাজারের বেশি জোরপূর্বক গুমের ঘটনা পর্যালোচনা করছেন জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা। বর্তমানে গুম নিয়ে জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের ৫৪তম অধিবেশন চলছে। গত ১১ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া অধিবেশন ৬ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। এতে গুম নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ অংশে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, গুম বিষয়ে বাংলাদেশ যোগাযোগ অব্যাহত রাখায় সাধুবাদ জানিয়েছে ডব্লিউ-জিইআইডি। সেই সঙ্গে ১৩০তম অধিবেশনে গুমের ঘটনাগুলোর উত্তর দেওয়া হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে। তবে গুম নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করায় দেশের মানবাধিকার সংগঠনের সদস্যদের হয়রানি ও ভয়ভীতি দেখানোর বিষয়ে ডব্লিউজিইআইডি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবার, মানবাধিকারকর্মী এবং সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যারা ডব্লিউজিইআইডির পক্ষে কাজ করছে, সরকারকে অবশ্যই তাদের যে কোনো ধরনের হুমকি ও ভয়ভীতি দেখানো থেকে সুরক্ষা দিতে হবে। সেই সঙ্গে গুমের শিকার ব্যক্তিদের আত্মীয়দের ক্ষতিপূরণ এবং তথ্য তুলে ধরার অধিকার রক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

গুমের অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখতে ডব্লিউজিইআইডির পক্ষ থেকে বাংলাদেশে প্রতিনিধি পাঠানোর বিষয়ে সরকারের সঙ্গে ২০১৩ সালের ১২ মার্চ যোগাযোগ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে পরবর্তী সময়ে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। ডব্লিউজিইআইডি আশা করে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে শিগগিরই ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাবে। (দৈনিক সমকাল)



সাংবাদিক আনিস আহমেদের বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

ওয়াশিংটন ডিসি: বাচিক শিল্পী ও ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা বিভাগের সাংবাদিক আনিস আহমেদের প্রবন্ধের বই 'কতকথা কথকতা'র মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। স্থানীয় সময় রোববার ওয়াশিংটন ডিসিতে নাট্যকার, সাহিত্যিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ড. আব্দুন নুর বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই ফোরাম, ইনক (ডুয়াফি) ভার্জিনিয়ার মেসন ডিস্ট্রিক্ট গভর্নমেন্ট সেন্টারে মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ডুয়াফির প্রেসিডেন্ট ড. কাইয়ুম খানের স্বাগত বক্তব্যের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

অনুষ্ঠানে জর্জ মেসন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সরোয়ার আলম, ড. আমীনুর রহমান এবং ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা বিভাগের সাবেক প্রধান ইকবাল বাহার চৌধুরী বইয়ের ওপর আলোচনায় অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে আব্দুন নুর বলেন, 'আনিস আহমেদের এ বই আমার বিবেক আর মুক্ত চিন্তাকে সচেতন করেছে, প্রশ্ন করতে উৎসাহ জুগিয়েছে। তাঁর লেখার বিষয়গুলো আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। আমরা মুক্তিযুদ্ধের কথা জানতে ও শুনতে পারছি বটে, তবে তা কি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি, নাকি নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি সেটিই বিবেচ্য। আমরা জেনেছি বঙ্গবন্ধু আমাদের একটি জাতি আর রাষ্ট্র দিয়েছেন। তবে দেশের জন্য বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আরও চার নেতার অবদানকেও কি স্মরণ করছি? এসব বিষয় তুলে ধরেছেন আনিস আহমেদ। তার লেখায় রাজনীতির পাশাপাশি সামাজিক, মানবিকতার দিকসহ সর্বজনীন ভালোবাসার কথা ফুটে উঠেছে। এক কথায় আনিস আহমেদ চিন্তার খোরাক জুগিয়েছেন।'



সাংবাদিক আনিস আহমেদের বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

বইটির ওপর আলোচনায় অধ্যাপক ড. সরোয়ার আলম বলেন, 'বইয়ের শুরুতেই আনিস আহমেদ নিজের শেকড়ের অনুসন্ধানমূলক বিবৃতি দিয়ে আত্মপরিচর্যার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন এই বইয়ে। এর পাশাপাশি প্রতিফলন ঘটেছে তার ব্যক্তিগত এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়। বইটিতে রয়েছে তার মনোবেদনার বহিঃপ্রকাশ।'

ড. আমীনুর রহমান আলোচনায় বলেন, 'বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য আর সংস্কৃতিসহ সব জায়গাতেই সংখ্যালঘু, ভিন্ন মতাবলম্বী আর অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষগুলোকে প্রান্তিকীকরণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অর্থাৎ, তাদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর একটি সমাজ তৈরি করা হচ্ছে যে সমাজে ক্ষুদ্রতর বা লঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন একেবারেই গ্রহণযোগ্য ব্যাপার বলে মনে করা হচ্ছে, যা অত্যন্ত মারাত্মক। আনিস আহমেদ দেখিয়েছেন, ক্ষুদ্রতা দিয়ে যখন কল্যাণ চিন্তা করা হয় তখন এক শ্রেণির মানুষকে নিপীড়নের যন্ত্র তৈরি করা হয়। আর আমাদের দেশে এই নিপীড়িত সমাজই তৈরি হচ্ছে।'

শুভেচ্ছা বক্তব্যে ইকবাল বাহার চৌধুরী বলেন, 'আনিস আহমেদের লেখায় সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক ঘটনাবলীর প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লিখে যাবেন বলে আশা করি।'

এর আগে বইটির প্রচ্ছদ অঙ্কনের জন্য প্রকৌশলী আনোয়ার ইকবালকে ক্রেস্ট দেওয়া হয়।

ডুয়াফির ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসরাত সুলতানা মিতার উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি ও গান পরিবেশন হয়। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা বিভাগের সাবেক ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সরকার কবির উদ্দিন ও মাজহারুল হকসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন। -সংবাদদাতা।

সিন্ডিকেট মুক্ত যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগ চাই

(শেষের পাতার পর)

ভেঙ্গে দিয়ে নতুন কমিটি গঠনের জন্য কেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন আমরা সুবিধাভোগী সিন্ডিকেট মুক্ত যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগ চাই। তা না হলে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদেও মধ্যকার বিভেদ-বিভক্তি দূও হবে না, প্রবাসে দল শক্তিশালী হবে না। আর এই সুযোগে বিএনপি-জামায়াত নানা ষড়যন্ত্রের পথে এগুচ্ছে। যা দল, দেশ আর আমাদেও প্রাণপ্রিয় নেত্রী, জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য শুভকর নয়।

নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা (ইউএনএ)-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে ফরিদ আলম উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি, 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের সৈনিক আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কর্মী। অমাদের চাওয়া পাওয়া বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা আর শেখ হাসিনার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ, স্মার্ট বাংলাদেশ'।



এক প্রশ্নের উত্তরে ফরিদ আলম বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগকে সুবিধাভোগী সিন্ডিকেট মুক্ত করতে হবে। যারা দল আর সরকারের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ঢাকায় বসে পদ-পদবী ধরে রেখে রাজনীতি করেন, দল করেন তাদের কাছ থেকে সংগঠনকে মুক্ত করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে বসে মূল্যবান সময় দিয়ে যারা দলের জন্য কাজ করেন তাদেরকে মূল্যায়ন করতে হবে, পদ দিতে হবে। তানাহলে সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বিভক্তি বাড়বে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, দীর্ঘ ১২ বছর ধরে কেনো যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সম্মেলন হচ্ছে না তা আমার বোধগম্য নয়। অথচ আওয়ামী লীগ কর্মী নির্ভর সাংগঠনিক দল। কেন্দ্রে কাউন্সিল হলেও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কাউন্সিল হচ্ছে না, কমিটি হচ্ছে না। তিন বছরের কমিটি আজ ১২ বছর ধরে চলছে। আর এই কমিটি না হওয়ার কারণে দলের মধ্যে বিভেদ-বিভক্তি বাড়ছে। বলেন, কোন কোন নেতা মৌসুমী নেতায় পরিনত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্কে আসলেই তারা সক্রিয় হচ্ছেন। এসব নিয়ে সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

ফরিদ আলম বলেন, দল করতে হলে দলে সাংগঠনিক নিয়ম-কানুন মানতে হবে। নতুন নেতৃত্বকে স্বাগত জানাতে হবে। পদ ধরে রাখতে গেলে অশান্তি বাড়বে, অসম্মান বাড়বে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগে যা হচ্ছে তা দল আর দলের নেতার জন্য ভালো না।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে ফরিদ আলম বলেন, আমার মনে হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সব খবর সঠিকভাবে পৌছায় না বা পৌছানো হয় না বা জানানো হয় না। তিনি সব জানলে সংগঠনের এমন অবস্থা হওয়ার কথা নয় বলেই আমার বিশ্বাস। তিনি কাউন্সিলের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের পাশাপাশি যুবলীগ, ছাত্রলীগ, মহিলা লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও শ্রমিক লীগের কমিটি দাবী করেন।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MBA CPA

নিউইয়র্ক মহানগর আ. লীগের সংবর্ধনা সভায় প্রধানমন্ত্রী

অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে দৃঢ় প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত



বিশেষে প্রতিনিধি: প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনা বাংলাদেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তাঁর দৃঢ় সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করে বলেছেন, বাংলাদেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে ইনশাআল্লাহ। পাশাপাশি তিনি এই মন্তব্য করেছেন যে, বিএনপি নির্বাচন চায় না। তিনি প্রশ্ন রাখেন, 'বিএনপি কী আসলেই নির্বাচন চায়? তাদের নেতা কে?' নিউ-ইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনায় প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন। গত ২২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় সিটির ম্যানহাটানাস্থ বিলাসবহুল ম্যারিট মার্কাস হোটেলের বলরুমে এই (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

সাঈদ তারেকের কলাম

ভিসা শহিদদের তালিকা আর সেক্কির খেসারত!?



এখন কিছুদিন স্যোসাল মিডিয়ায় এক শ্রেণীর গবেষক পন্ডিত বিজ্ঞানী জ্যোতিষি আবিষ্কারক এবং অন্তর্যামির আনাগোনা বেড়ে যাবে! এরা হুটহাট এইমাত্র পাওয়া ব্রেকিং নিউজ সর্বশেষ

এক্সক্লুসিভ- এসব গায়েবীসূত্রে পাওয়া ভিসা শহিদদের নামের নানারকম তালিকা প্রকাশ করবেন। কেউ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

সাক্ষাৎকারে ফরিদ আলম

সিন্ডিকেট মুক্ত যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগ চাই



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক এবং যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, সাবেক ছাত্রনেতা ফরিদ আলম অবিলম্বে মেয়াদ উত্তীর্ন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কমিটি (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্র জাসাস'র সংবর্ধনা সভায় এম এ মালেক

খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসা চাই

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য, যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সভাপতি এম এ মালেক বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী আমাদের নেত্রী খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসা ছাড়া ভোটার বিহীন নির্বাচনের আওয়ামী লীগ সরকারের 'চা-এর আমন্ত্রণ' তো দূরের কথা কোন আমন্ত্রনেও বিএনপি যাবে না। আমারা তাঁর বিদেশে চিকিৎসা চাই। আর নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ করতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন ছাড়া কোন বিকল্প নেই। শেখ হাসিনার (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

জাতিসংঘের সামনে আ. লীগ-বিএনপির বোতল ছোড়াছুড়ি, হট্টগোল

বিশেষ প্রতিনিধি: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘে ভাষন-কে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের মধ্যে পানির বোতল ছোড়াছুড়ির পাশাপাশি ব্যাপক হট্টগোল হয়েছে। জাতিসংঘের সদর দপ্তরের সামনে শুক্রবার (২২ সেপ্টেম্বর) অপরাহ্নে এই ঘটনা ঘটে। অবস্থা বেগতিক দেখে একপর্যায়ে দায়িত্বরত বিপুল সংখ্যক পুলিশ দুই দলের নেতাকর্মীদের মাঝে (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)







রাসুলের স: ভালবাসা ও অনুসরণ

জাফর আহমাদ

আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছিলেন এই দায়িত্ব দিয়ে যে, তিনি আল্লাহর একক ও অবিভাজ্য সার্বভৌমত্বের অধীনে সকল (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

খেলার খবর

পাত্তাই পেল না অস্ট্রেলিয়া, সিরিজ ভারতের

স্পোর্টস ডেস্ক: কদিন পরই ওয়ানডে বিশ্বকাপ। সেই মেগা টুর্নামেন্টের প্রস্তুতির জন্য তিন ম্যাচের সিরিজ খেলছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

হেলথ টিপস

আমড়া খেলে ১০ উপকার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: চলছে আমড়ার মৌসুম। ভিটামিন ও মিনারেলে ভরপুর দেশী ফলটি খেলে দূরে থাকতে পারবেন অনেক ধরনের (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

বিনোদন

পরীমনির ওয়েব ফিল্ম অশ্লীলতা ছড়াচ্ছে আইনি নোটিশ

বিনোদন ডেস্ক: চিত্রনায়িকা পরীমনি অভিনীত ওয়েব ফিল্ম 'পাফ ড্যাডি' প্রচার, সম্প্রচার ও (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

হিলসাইডে ফ্যাসন হাউজ নুসরাত ডিজায়ার এর উদ্বোধন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির জামাইকার হিলসাইড এভিনিউতে বাংলাদেশী ফ্যাশন ও জুয়েলারী হাউজ 'নুসরাত ডিজায়ার' এর উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ২২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার প্রতিষ্ঠানের স্বত্তাধিকারী প্রিন্স মাহমুদ ফিতা কেটে স্টোরটির উদ্বোধন করেন। ১৭০-২৩ হিলসাইড এভিনিউ ঠিকানায় স্টোরটি (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন


GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com